NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ আজও অবহেলিত লাউগ্রাম পশপুরের শিল্পী গণেশচন্দ্র রায়

বিয়ের দাবিতে প্রেমিকার ধরনা, উত্তেজনা গ্রেপ্তার ছয় ৬

কলকাতা ২৪ নভেম্বর ২০২৩ ৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ১৬২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 24.11.2023, Vol.17, Issue No. 162, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

শেষ বলে ছয় মেরে জয়

বিশাখাপত্তনম, ২৩ নভেম্বর: বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের পর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে ১ বল বাকি, ১ রান দরকার জিততে। রিঙ্কু সিংয়ের ছক্কার সুবাদ জিতল ভারত। প্রথমে ব্যাট করে জশ ইংলিসের আগ্রাসী শতরানের সুবাদে অস্ট্রেলিয়া করে ৩ উইকেটে ২০৮ রান। এরপর শুরু ভারতীয় ব্যাটারদের পাল্টা দাপট। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব-সহ ভারতীয় ব্যাটারেরা টান টান লড়াইয়ে দলকে জয় এনে দিলেন ২ উইকেটে। পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল ভারত।

আজ শুরু বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ থেকে শুরু হচ্ছে বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন। মমতা নির্দেশ দিয়েছেন ২৮, ২৯ এবং ৩০ নভেম্বর সব বিধায়ককে বিধানসভায় হাজির হতে হবে। তিন দিন দু'ঘণ্টা করে বিধানসভায় কেন্দ্রীয় বকেয়ার দাবিতে ধর্না দিতে হবে। বুথে বুথে মিছিল করতে হবে ২ এবং ৩ ডিসেম্বর। দলনেত্রী হিসাবে মমতা দলকে এ-ও বলেছেন যে, ভোটার তালিকা সংযোজন, বিয়োজন ও সংশোধনের যে কাজ চলছে, তা মন দিয়ে করতে হবে। মমতার কথায়, 'ভোটার লিস্ট ঠিক না হলে কিচ্ছু হবে না।' এলাকায় আরএসএস কী করছে, সে ব্যাপারেও দলকে নজর রাখতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'সবটা পুলিশ দিয়ে হবে না। আপনাদেরও নজর রাখতে হবে। দরকারে ক্লাব, সামাজিক সংগঠনগুলিকেও যুক্ত করতে হবে।' মন্ত্রী বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিল-সহ এই অধিবেশনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা হবে। ২৮ তারিখ সংবিধান দিবস উপলক্ষে সরকারপক্ষের তরফে ভারতীয় গণতন্ত্রে সংবিধানের ভূমিকা শীর্ষক একটি প্রস্তাব আনা হচ্ছে। রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ওই প্রস্তাবের ওপর আলোচনার জন্য দু'ঘণ্টা সময় বরাদ্দ করা হয়েছে। ২৯ তারিখ বিধায়কদের বেতনবৃদ্ধি নিয়ে বিল পেশ করা হবে বিধানসভায়। তা নিয়েও সভায় আলোচনা হবে। ৩০ নভেম্বর মন্ত্রীদের বেতনবৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা হবে। তবে ৩০ তারিখের পরও বিধানসভার অধিবেশন চলবে কি না, ২৯ নভেম্বর বিধানসভার কার্য উপদেষ্টা কমিটি বৈঠকে বসে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে।

প্রজাতন্ত্র দিবসে হামলার বার্তা পান্নুনের

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর: এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে নাশকতার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি। নিষিদ্ধ খলিস্তানপন্থী সংগঠন শিখ ফর জাস্টিস (এসএফজে)-এর সেই নেতা গুরুপতবন্ত সিং পান্নুন এ বার আগামী ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের দিনে নয়াদিল্লিতে হামলার হুঁশিয়ারি দিলেন। এমনকী, সম্ভাব্য হামলাস্থল হিসাবে দিল্লির লালকেল্লা হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার পান্নুন একটি ভিডিওবার্তা সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন। 'হিংসা হিংসার জন্ম দেয়, ভারত কি পরিণতির মুখোমুখি হতে প্রস্তুত', শিরোনামের ওই ভিডিও বার্তায় জানিয়েছেন, ২০২৪ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন হবে 'ডি ডে' (বিজয় দিবস) এবং লালকেল্লা হবে 'গ্রাউন্ড জিরো' হয়ে যেতে পারে!

কেন্দ্রকে দুষে ফের দিল্লি অভিযানের ডাক মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার অভিযোগ তুলে ফের দিল্লি অভিযানের ডাক দিলেন মমতা। বৃহস্পতিবার কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দলের বিশেষ অধিবেশনে অংশ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী জানান, সংসদের শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন তিনি নিজে দিল্লি গিয়ে আন্দোলন কর্মসূচিতে সামিল হবেন। দলীয় সাংসদ, বিধায়কদের সঙ্গে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে একশো দিনের কাজের টাকার দাবি জানাবেন। তিনি সময় না দিলে ফের পথে নেমে আন্দোলন করা হবে। 'হয় টাকা দাও, নয়তো বিদায় নাও', এই স্লোগান দিয়ে লাগাতার কেন্দ্র বিরোধী আন্দোলন চলবে।

২৮ থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত তিনদিন দুই ঘণ্টা করে দলের বিধায়কদের বিধানসভার লনে বিআর আম্বেদকরের মূর্তির সামনে বাধ্যতামূলক ভাবে অবস্থানে বসতে তিনি নির্দেশ দেন। ২ এবং ৩ ডিসেম্বর বুথে বুথে রাজ্যের প্রাপ্য টাকার দাবিতে মিছিল, মিটিং করতে হবে। দলের সমস্ত শাখা সংগঠনকে একযোগে এই কর্মসূচিতে সামিল হতে হবে বলে নেত্রীর নির্দেশ।

মমতা বলেন, 'বিজেপির আয়ু আর মাত্র তিন মাস। তারপর তাদের দিল্লি থেকে বিদায় নিতে হবে। আমি নিজে ডিসেম্বর মাসে দিল্লি যাব। আমাদের অবশ্য তিন মাস পর এমনিতেই দিল্লিতে পাকাপাকি ভাবে যেতে হবে। কারণ, দিল্লিতে বিজেপির সরকারটা আর থাকবে না। বিজেপিকে বিদায় জানানোর জন্য ইন্ডিয়া জোট করা হয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অন্যায় ভাবে ১ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এটা কারও দয়ার টাকা নয়। রাজ্যের হকের টাকা। এই টাকা দিতেই হবে। মমতা বলেন, 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলে ভালো। না দিলে রাস্তাই আমাদের রাস্তা দেখাবে। অনেক মার খেয়েছি সিপিএম আমলে। দিল্লিতে না হয় আপনাদের হাতে একটু মার খেলাম। এমনিতেই তো আমরা জীবন্ত লাশ হয়ে বেঁচে আছি।' নেত্রী এদিন স্লোগানের বয়ানও ঠিক করে দেন।

লোকসভা নির্বাচনের রণকৌশল কী হবে, তা বাতলে দিতে এদিন এই বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছিল। সভায় মূল বক্তা ছিলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও সভায় উপস্থিত থাকার কথা ছিল। কিন্তু চোখের সমস্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ডাক্তাররা তাঁকে অন্তত দশদিন বিশ্রামে থাকতে বলেন। তাই তিনি সভায় থাকতে পারেননি। ভার্চুয়ালি কিছুক্ষণের জন্য হাজির ছিলেন অভিষেক। এদিনের সভায় নেত্রী বুঝিয়ে দেন, লোকসভা ভোটের প্রচারে একশো দিনের কাজ, আবাস যোজনা, সড়ক যোজনার বকেয়া টাকার দাবিকেই পাখির চোখ করা হবে। সেইমতো তিনি কিছু কর্মসূচিও ঘোষণা করেন। এর আগে একশো দিনের কাজ, আবাস যোজনা, সড়ক যোজনার বকেয়া টাকার দাবিতে দিল্লিতে অভিষেকের নেতৃত্বে ধর্না হয়। দিল্লি থেকে ফিরে রাজভবনের সামনে টানা চারদিন অবস্থান চালান অভিষেকরা। সেই অবস্থান মঞ্চ থেকেই অভিষেক ঘোষণা করেছিলেন, ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত দেখা হবে। তার মধ্যে টাকা না দিলে ১ নভেম্বর থেকে মমতার নেতৃত্বে তীব্র আন্দোলন শুরু হবে দিল্লিতে। মমতা দিল্লির ধর্নার কথা উল্লেখ করে বলেন, 'আমাদের নেতা, মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়করা দিল্লিতে আন্দোলন করলেন। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তাঁদের চার ঘণ্টা বসিয়ে রেখে পালিয়ে গেলেন। উল্টে আমাদের নেতাদের গ্রেপ্তার করল দিল্লি পুলিশ।' যদিও তাঁদের কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি বলে দিল্লি পুলিশের দাবি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দপ্তর থেকে তাঁদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। রাতে সকলকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

মহুয়ার পাশে নেত্রী মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদনী সংসদে টাকা নিয়ে প্রশ্ন করার দায়ে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে পরিকল্পনা করে লোকসভা থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। তবে এতে ভোটের আগে ওই সাংসদের জনপ্রিয়তা আরও বাড়বে বলে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জি মন্তব্য করেছেন। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার দলীয় সমাবেশে প্রথম ক্যাশ ফর কোয়েশ্চেন বিতর্কে মুখ খোলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী। অভিযুক্ত মহুয়া মৈত্রের পাশে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, বিজেপির পরিকল্পনা মহুয়া মৈত্রকে লোকসভা থেকে সরিয়ে দেওয়ার। তবে তাদের এই রণকৌশল ভুল। যা মহুয়াকে নির্বাচনের আগে জনপ্রিয় হতে আরও সাহায্য করবে। এতদিন তিনি সংসদের ভিতরে যা বলতেন এখন থেকে তা বাইরেই বলবেন। অন্যদিকে, দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত নেতাদের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, ফিরহাদ হাকিম, অনুব্রত মণ্ডলের মতো নেতাদের দুর্নীতির দায়ে জেলে ভরা হয়েছে। তবে তাঁরা দোষী একথা তিনি বিশ্বাস করেন না। তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক ও সাংসদের সংখ্যা কমাতেই এই চক্রান্ত করা হচ্ছে । এই একই কারণে আম আদমি পার্টি-সহ বিরোধী রাজনৈতিক দল গুলির বিরুদ্ধে তদন্তকারী এজেন্সিকে সক্রিয় করে তোলা হয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ।

'বিজেপি অপপ্রচার চালালেও সফল রাজ্যের বাণিজ্য সম্মেলন'

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের সদ্য সমাপ্ত বাণিজ্য সম্মেলন অত্যন্ত সফল। এনিয়ে বিজেপি-সহ বিরোধী দল অপপ্রচার চালাচ্ছে বলে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি দাবি করেছেন।

এদিন কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দলের বিশেষ অধিবেশনে নিজের ভাষণে তিনি জানান, এবারের সম্মেলনে পৌনে চার লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে। এর আগের গত ৬ বারের সম্মেলন থেকে প্রায় ১৫ লক্ষ কোটির বিনিয়োগের প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে। যার মধ্যে ১০ লাখ কোটি টাকার বিনিয়োগ ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। শুধুমাত্র ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতেই ১ কোটি ৩৬ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। বিরোধীদের মুখ বন্ধ করতে খুব শিঘ্রই রাজ্য সরকার বাণিজ্য সম্মেলনের সাফল্য শ্বেতপত্র আকারে প্রকাশ করবে বলে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী জানিয়েছেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকারের রাজস্ব আগের তুলনায় ৪ গুণ বেড়েছে। পাশাপাশি বাজেট বরাদ্দ বেড়েছে প্রায় চার গুণ ও বাজেট বরাদ্দ ৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বর্তমানে রাজ্যে ২৮০০ কোম্পানিতে ২ লক্ষের বেশি কর্মী যুক্ত রয়েছে। টিসিএস থেকে শুরু করে ইনফোসিস, উইপ্রো, কগনিজেন্ট, আইবিএম, টেক মাহিন্দ্রা, ব্রিটিশ টেলিকমের মতো একাধিক কোম্পানি বর্তমানে কলকাতায় কাজ করেছে। বানতলার লেদার কমপ্লেক্সে ইতিমধ্যেই সেখানে ৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে, আগামী ২ বছরে আরও ৫ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি তিনি বলেন, দুর্গাপুর, আসানসোলে সেল গ্যাসে কুড়ি হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হচ্ছে। দেউচা-পাঁচামিতে আগামী কয়েক বছরে প্রায় এক লাখ লোকের চাকরি হবে। যার ফলে রাজ্যে আর বিদ্যুতের অভাব হবে না।

একইসঙ্গে রঘুনাথপুরে ৭২ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ হচ্ছে। পাশাপাশি গড়ে তোলা হবে পাঁচটি ইকোনমিক করিডোর। ডানকুনি-রঘুনাথপুর, ডানকুনি-তাজপুর, ডানকুনি-কল্যাণী, ডানকুনি- দুর্গাপুর, দুর্গাপুর- কোচবিহার এই পাঁচটি ইকোনমিক করিডর তৈরি হলে রাজ্যে প্রচুর কর্মসংস্থান তৈরি হবে। এর জন্য জমি ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়েছে। অন্যদিকে, উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে তেলের সন্ধান মিলেছে, সেখানেও কর্মসংস্থান হবে বলে আশাবাদী মুখ্যমন্ত্রী।

চারের বদলা আট

বিজেপি নেতাদের জেলে ভরার হুমকি মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০১১ সালের বিধানসভা ভোটের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্লোগান দিয়েছিলেন 'বদলা নয়, বদল চাই'। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তা কিছুটা বদলে গেল ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে। সরাসরি 'রাজনৈতিক বদলা'র কথা ঘোষণা করে দিলেন তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী। বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোরে দলের সভা থেকে মমতা বিজেপি নেতাদের জেলে ভরারও হুঁশিয়ারি দিয়ে দিলেন! ঘটনাচক্রে, মমতা যখন ওই হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন, তখন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ছিলেন জয়নগরের দলুয়াখাকি গ্রামে। সেখানেই তিনি বলেন, ওই বক্তব্যের জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীর নামে এফআইআর করবেন।

নেতাজি ইন্ডোরে দলীয় সভায় মমতা বলেন, 'ওরা আমাদের চার জন এমএলএ-কে জেলে ভরে রেখেছে। এই ভাবে আমাদের সংখ্যা কমিয়ে দিতে চাইছে। চুরির বদনাম দিয়ে ওরা যদি আমাদের চার জনকে জেলে ভরে রাখে, তা হলে আমরাও দলের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, ওদের আট জনকে জেলে ভরব।' কাদের জেলে ভরবেন, তা-ও বলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। তিনি বলেন, 'ওদের যাদের নামে চুরি, খুন বা অন্য মামলা রয়েছে, তাদের জেলে ভরব!' মমতা আরও বলেন, 'এ বার বদলা নিতে হবে। রাজনৈতিক ভাবে বদলা নিতে হবে। বুথে বুথে ওদের হারিয়ে ব্যাগে ভরে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হবে।'

মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি সম্পর্কে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু বলেন, 'এই কথার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর হওয়া উচিত। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম পড়ে হেয়ার স্ট্রিট থানা এলাকায়। আমি সেখানে গিয়ে মমতার বিরুদ্ধে এফআইআর করব।'

পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রিয় (বালু) মল্লিক, জীবনকৃষ্ণ সাহা এবং মানিক ভট্টাচার্য এই মুহূর্তে নিয়োগ দুর্নীতি এবং রেশন দুর্নীতি মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে রয়েছেন। গোরু পাচার মামলায় তিহার জেলে বন্দি রয়েছেন তৃণমূলের দাপুটে নেতা অনুব্রত মণ্ডলও। বৃহস্পতিবার মমতা বলেন, 'কেষ্ট জেলে, পার্থ জেলে, মানিক জেলে, বালু জেলে। এটাই চলবে? যখন আপনারা (বিজেপি) আগামী দিন চেয়ারে থাকবেন না, তখন কোথায় থাকবেন, সেলে না কোলে?' পাশাপাশিই তিনি বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি না বালুরা চোর!'

খতম লস্করের কুখ্যাত স্নাইপার ও বোমা বিশেষজ্ঞ

শ্রীনগর, ২৩ নভেম্বর: জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরিতে সেনা অভিযানে বড় সাফল্য। বৃহস্পতিবার সকালে সোনার গুলিতে খতম হয়েছে পাকিস্তানি এক জঙ্গি। লস্করের শীর্ষপদে ছিল কুয়ারি নামের 'মোস্ট ওয়ান্টেড' সন্ত্রাসবাদী। উল্লেখ্য, গতকাল রাজৌরি জেলার সোলকি অঞ্চলে জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হয়েছে চার সেনাকর্মীর। এর পরেই বৃহস্পতিবার জবাব দিল সেনা। সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজৌরির কালাকোট জঙ্গলে ঘাঁটি গেঁড়েছিল ওই লস্কর জঙ্গি। সীমান্ত ডিঙিয়ে তাকে পাঠানো হয়েছিল স্থানীয় পার্বত্য এলাকায় জঙ্গি তৎপরতা বাড়ানোর লক্ষ্যে। সেনার দাবি, নিহত জঙ্গি আইইডি বিশেষজ্ঞ। স্নাইপার প্রশিক্ষণও ছিল তার। পাহাড়ে গুহায় লুকিয়ে কাজ চালাচ্ছিল। গত এক বছর ধরে রাজৌরি-পুঞ্চ সেক্টরে আত্মগোপন করেছিল। ডাংরি ও কান্দিতে হামলার সঙ্গেও জড়িত ছিল। প্রসঙ্গত, বুধবার জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলার সোলকি অঞ্চলে জঙ্গিদের নিকেশ করতে অভিযান শুরু করেছিল সেনাবাহিনী। গোয়েন্দা বিভাগের খবরের ভিত্তিতেই তৈরি হয় গোটা নকশা। সেইমতো গোটা এলাকাজুড়ে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেন জওয়ানরা। তার পরই সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে তীব্র গুলির লড়াই হয় নিরাপত্তারক্ষীদের। সংঘর্ষে শহিদ হন এক মেজর ও দুই জওয়ান। পরে আরও এক সেনাকর্মীর মৃত্যু হয়। ভোররাতে গুলির লড়াইয়ে বিরতির পর সকালে ফের লড়াই শুরু হলে খতম হয় লস্কর জঙ্গি।

ডিপফেক নিয়ে উদ্বিগ্ন কেন্দ্র, তৈরি হবে এক খসড়া আইন

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর: ডিপফেক প্রযুক্তি নিয়ে এবার কড়া অবস্থান নিতে চলেছে কেন্দ্র। বৃহস্পতিবার গুগল, ফেসবুকের পরিচালক সংস্থা মেটা-সহ অন্যান্য তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন কেন্দ্রীয় তথ্য এবং প্রযুক্তি মন্ত্রকের কর্তারা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবও। সেই বৈঠকের শেষেই মন্ত্রী জানান, ডিপফেক প্রযুক্তির মোকাবিলায় উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য দশ দিন সময় নিচ্ছে কেন্দ্র। তত দিনে ডিপফেক প্রযুক্তি নিয়ে খসড়া আইন তৈরি করা হবে বলেও জানান মন্ত্রী। প্রস্তাবিত আইনে কড়া শাস্তির বিধান রাখা হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে।

ডিপফেক সংক্রান্ত পরবর্তী বৈঠক ১ ডিসেম্বর। ওই দিন এই খসড়া আইন নিয়ে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা হবে বলে জানান মন্ত্রী। ডিপফেককে 'গণতন্ত্রের নয়া বিপদ' বলে উল্লেখ করে মন্ত্রী জানান, এই প্রযুক্তির ব্যবহার রুখতে মূলত চারটি বিষয়ের উপর জোর দিতে চাইছে সরকার। সেগুলি হল চিহ্নিতকরণ, কী ভাবে সেটি ছড়িয়ে পড়া থেকে আটকানো যায়, কী ভাবে বিষয়টিকে নথিবদ্ধ করা যায় এবং সচেতনতা। বৈঠকের শেষে বৈষ্ণব বলেন, 'ডিপফেক প্রযুক্তিকে কী ভাবে রোখা যায়, তার পথ সন্ধান করতে আমরা আজ থেকেই খসড়া বিধি তৈরি শুরু করছি। ১ ডিসেম্বর পরবর্তী বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে।' সরকারের একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, দেশে তথ্য এবং প্রযুক্তি সংক্রান্ত যে আইন বর্তমানে চালু রয়েছে, তারই পরিবর্ধিত অংশ হিসাবে নতুন আইনটিকে রাখা হবে।

প্রসঙ্গত, ডিপফেক প্রযুক্তি নিয়ে উদ্বেগ ছড়াচ্ছে সমাজের সর্ব স্তরেই। এই প্রযুক্তিতে কৃত্রিম মেধার সাহায্যে বদলে দেওয়া হচ্ছে কারও শরীর, তো কারও মুখ। এক জনের শরীরে অন্যের মুখ বসিয়ে তৈরি করা হচ্ছে ভুয়ো ভিডিও। যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাড়িয়ে যাচ্ছে শালীনতার মাত্রা।

সম্প্রতি বলিউডের তিন অভিনেত্রী এই প্রযুক্তির শিকার হয়েছেন। ইন্টারনেটে ভাইরাল হয়েছে বলিউড অভিনেত্রী কাজলের একটি ডিপফেক ভিডিও। তাতে কাজলকে দেখা যাচ্ছে, ক্যামেরার সামনে পোশাক পরিবর্তন করতে। ভিডিও প্রকাশ্যে আসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তা নিয়ে হইচই পড়ে যায়। ভিডিওটি ফেক বা জাল ভিডিও বলে দাবি করেন অনেকেই। এর পরই ইন্টারনেটের ফ্যাক্টচেকিং সংস্থাগুলি ওই ভিডিও পরীক্ষা করে জানায়, ভিডিওটি আসলে এক জন টিকটক তারকার। টিকটকে তিনি পোশাক পরার ভিডিও পোস্ট করেন প্রায়শই। তেমনই একটি ভিডিওয় কাজলের মুখ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিছু দিন আগে একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ এবং রশ্মিকা মন্দানার সঙ্গেও। বিষয়টি নিয়ে আইনি পদক্ষেপ করা উচিত বলে সরব হয়েছিলেন অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন।

সম্প্রতি ডিপফেক নিয়ে উদ্বেগের কথা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও।

পবন চামলিংয়ের দলে বাইচুং

গ্যাংটক, ২৩ নভেম্বর: সিকিমের রাজনীতিতে নয়া মোড়। লোকসভা নির্বাচনের আগে নিজের দল 'হামরো সিকিম' তুলে দিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পবন চামলিংয়ের সিকিম ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টে যোগ দিলেন ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়া। বৃহস্পতিবার দলে যোগ দিয়েই সিকিমের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং গোলেকে একহাত নিলেন বাইচুং ভুটিয়া। তিনি বলেন, 'সিকিম ক্রান্তিকারী মোর্চাকে (এসকেএম) ক্ষমতায় এনে ভুল করেছে সিকিমের মানুষ। তিনি সিকিমের উন্নয়নে কোনও কাজ করছেন না।'

শ্রমিকদের অপেক্ষায় সুরঙ্গের বাইরে আপনজনেরা

দেরাদুন, ২৩ নভেম্বর: শেষ পর্যায়ে উত্তরকাশীর উদ্ধারকাজ। আর মাত্র ২-৩ মিটার মাটির খনন বাকি। তারপরই পৌঁছনো যাবে আটকে পড়া ৪১ শ্রমিকদের কাছে। সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে উদ্ধারকাজ শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করা হলেও, এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সুড়ঙ্গ থেকে বের করা যায়নি কোনও শ্রমিককে। উদ্ধার করতে আরও বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগবে।

সুড়ঙ্গের বাইরেই অপেক্ষা করছে অ্যাম্বুল্যান্স। শ্রমিকদের বের করে আনা মাত্র অ্যাম্বুল্যান্সে করে গ্রিন করিডরের মাধ্যমে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। কাছেই তৈরি করা হয়েছে অস্থায়ী হেলিপ্যাডও। প্রয়োজনে কপ্টারে দেরাদুন নিয়ে যাওয়া হবে শ্রমিকদের। ১৩ দিন দেখতে পাননি বাড়ির ছেলেকে। উত্তরকাশীর নির্মীয়মাণ ওই সুড়ঙ্গের বাইরে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই অপেক্ষা করতে দেখা যায় আটকে থাকা শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যদের। এনডিআরএফের ডিজি অতুল কারওয়াল বলেন, 'আবার অগার মেশিন দিয়ে খনন শুরু করা হচ্ছে। ৬ মিটারের আরও ২-৩টি পাইপ ঢোকানোর পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের। কোনও বাধা না পড়লে, রাতের মধ্যেই উদ্ধারকাজ শেষ হয়ে যাবে।'

বুধবার রাতেই অগার মেশিনের ব্লেডে ধাক্কা লেগেছিল লোহার গার্ডারের। থামিয়ে দিতে হয় উদ্ধারকাজ। রাতেই কাটার মেশিন দিয়ে সেই গার্ডার কাটা হয়। বৃহস্পতিবার সকালে ফের অগার মেশিন দিয়ে খনন শুরু করা হয়। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই খননের কাজ শেষ করা যাবে বলে অনুমান। প্রস্তুত রয়েছে এনডিআরএফের বিশাল দল। সুড়ঙ্গের ভিতরে প্রবেশ করবেন ১৫ জনের দল। বাকিরা থাকবেন সুড়ঙ্গের মুখে। যাবতীয় উদ্ধারকাজে তদারকি করছেন তাঁরা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৭/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৬৫৫ নং এফিডেভিট বলে Nisith Kumar Bakshi S/o. Bidyut Bakshi ও Nisith Bakshi S/o. B. Bakshi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/১১/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬২৯৩ নং এফিডেভিট বলে Sekh Jalaluddin ও Jalaluddin S/o. Sekh Jaynal Abedin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭১৩৫ নং এফিডেভিট বলে Sahadat Ali Sekh S/o. Mansur Ali Sekh ও Sk Sahadat Ali S/o. Sk. M. Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭১৪৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Rahul Brenton Dubey ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Binod Kumar Dubey ও B. Dubey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২২/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭১৩৪ নং এফিডেভিট বলে Aloke Gupta S/o. Apurba Gupta ও Alok Kumar Gupta S/o. A. Kr. Gupta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭১৪১ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Sirajul Haque ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Md Taher Sekh ও Sk Abu Taher সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১০/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৯১৪ নং এফিডেভিট বলে Mantu Kumar Das S/o. Prabir Kumar Das ও Mantu Kr. Das S/o. P. K. Das সাং রামকৃষ্ণ লেন, চুঁচুড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

427276087 LICI পলিসিতে আমার নাম Hitu Sk, আছে। গত ২৯-০৯-২০২৩ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Hitlar Saikh এবং Hitu Sk এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

গত ২২/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭১৮৪ নং এফিডেভিট বলে Sk. Aktarul Anour S/o. Sk. Amir Ali ও Sk. Aktarul Anoyar S/o. Amir Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭১৮০ নং এফিডেভিট বলে Jagannath Das S/o. Kanailal Das ও Jagonnath Das S/o. Lt. K. L. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৪ শে নভেম্বর, ৭ ই অগ্রহায়ণ। শুক্র বার। দ্বাদশী তিথি। জন্মে মীন রাশি অষ্টোত্তরি শুক্র র মহাদশা, ও বিংশোত্তরী বুধের মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শারীরিক সুস্থতার দিন। যারা দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা তে ছিলেন আজ শরীর আরোগ্য হওয়ার দিন। খাওয়া এবং পথ্য তার দিকে নজর দেওয়া শুভ। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশী সহযোগিতা প্রাপ্তি এবং যারা লৌহ এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন তাদের অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা প্রবল। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : জীবনের কঠিন সময়ের একটা নতুন দৃঢ় পদক্ষেপ দেখা দেবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন মাথার বুদ্ধির প্রয়োজন। বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল তার সম্ভাবনা। চলচ্চিত্র দূরদর্শনের মধ্যে যারা কাজে জড়িত তাদের সাফল্য নিশ্চিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে লাল ফুল দ্বারা দেবী মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

মিথুন রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। গৃহ শান্তি থাকলেও তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে নিয়ে বিবাদ এর সম্ভাবনা রয়েছে সতর্ক থাকতে হবে। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের বিশেষত যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেশন করেন তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বান্ধব যোগে উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। গৃহ পরিবেশ বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে হলুদ পুস্পদ দারা দেব দেবীদের আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। আজ দেখা দেবে দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হঠাৎ তর্ক বিতর্ক সম্ভাবনা। তৃতীয় একজন ব্যক্তির দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদের কারণ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কিছু বিবাদ হবে। কম কথা বলা এবং বুদ্ধির প্রয়োগে আপনার জয়লাভ। আজকের দিনে নতুন বান্ধব কে বিশ্বাস না করাই ভালো। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন এবং আতপ চাল নৈবিদ্য দিয়ে সর্ব দেব দেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : শুভ দিন নতুন কোন সম্ভাবনা আপনার দরজায় টোকা দেবে। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিশেষত জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির নতুন দিক। গৃহ শান্তি পারিবারিক শান্তি থাকবে। বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন আজ মন আনন্দে ভরপুর থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ যারা গবেষণা করছেন তাদের জন্য অতীব শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে দুর্বাসহ দেব-দেবীর আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শুভ-অশুভ মিলিয়ে দিনটি থাকবে। গ্রহ অবস্থান যা বলছে তাতে যা অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তা একটু পিছিয়ে যাবে। ধৈর্য ধরতে হবে। ফোন কল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। গৃহবধূদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের দিনটি ঠিক নয়। শুভ-অশুভ নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য যারা শুরু করবেন তাদের ধৈর্য ধরতে বলব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ অতীব শুভ দিন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। প্রতিবেশীর সহযোগিতা, বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতা, বন্ধু-বান্ধবের বুদ্ধির দ্বারা নতুন পথ দেখা যাবে। পরিবারের দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে শান্তির পরিবেশ। যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন আজ শুরু করতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল এবং প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ দেখা যাবে। সকাল বেলাতেই বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি টেনশন বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রু চক্রান্ত থাকবে। ছলনাময়ী নারীর দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষভাবে আজকের দিনটি সতর্ক থাকা উচিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শ্রী শিব পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজকের দিনটি লক্ষ্য পূরণের দিন। কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে চাপে রেখেছিল আজ সেখান থেকে মুক্তির পথ। বিশেষত যারা প্রশাসনিক কর্মে রত রয়েছেন। তাদের আজকের দিনটি সৌভাগ্য সূচক। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ কর্মপ্রার্থী কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের জন্য শুভ। আজ বান্ধবযোগে আনন্দিত হওয়ার দিন বাড়ি গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সৌভাগ্য যোগ। আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা কোন সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধবী দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, প্রেমিক প্রেমিক যুগল শুভদিন বিবাহের বিষয়ে পাকা কথা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ব্যাবসা বৃদ্ধির দিন প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নতুন কোন সুখবরে আনন্দ প্রাপ্তি বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন কোন দিক দেখা দেবে যারা চিকিৎসক তাদের আজ বিশেষ সম্মান প্রাপ্তি। সামাজিক কাজে, যারা তাদেরও সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকদের পূর্ণ সহযোগিতায় আপনার বাধা প্রাপ্ত কাজটি আজ হয়ে যাবে। বেতনভুক কর্ম যারা করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিবাহের বিষয়ে নতুন কথা হতে পারে। যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে আজ তাদের জন্য নতুন কোন সুখবর প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আতপ চাল দ্বারা দেবদেবীর পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : সতর্ক আজকের দিনটি থাকা উচিত। বন্ধুর বেশে শত্রু দেখা দেবে। বিবাদ বিতর্কের দ্বারা মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি হবে পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসার জন্য দুশ্চিন্তা হঠাৎ করেই কোন দুঃসংবাদে মন কষ্ট বৃদ্ধি হবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ি গৃহ মন্দির এ নারিকেলসহ গণেশ দেবতার পূজো করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিপুল বিনিয়োগ প্রস্তাবের দ্রুত রূপায়ণ করতে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: এযাবত কালের মধ্যে সর্বাধিক বিনিয়োগ প্রস্তাব আকর্ষণ করে সাফল্যের নতুন নজির গড়েছে রাজ্যের সপ্তম বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন। যার অঙ্ক পৌনে চার লক্ষ কোটি টাকা! বিভিন্ন শিল্পে এই বিপুল বিনিয়োগ প্রস্তাব যাতে দ্রুত সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত হয় তার জন্য সমস্ত দপ্তরকে এবার যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মাঠে নামার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্মেলন শেষের পরের দিন বৃহস্পতিবারই নবান্নে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী।

সেখানে বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিব ও শীর্ষ স্থানীয় আধিকারিকরা। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট নির্দেশ, সম্মলনে যে সব বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে তা যাতে দ্রুত বাস্তবায়নের মুখ দেখে তার জন্য কোমর বেঁধে নামতে হবে। সরকারি লাল ফিতের ফাঁসে যাতে কোনো কিছু আটকে না থাকে তা দেখতে হবে। দপ্তর ধরে ধরে বেশ কয়েকজন মন্ত্রী ও আধিকারিকদের এদিন তিনি আরও সতর্ক হয়ে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন বলেও খবর প্রশাসনিক সূত্রে। বৈঠকে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব,স্বাস্থ্য, স্কুল শিক্ষা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, কারিগরি শিক্ষা দপ্তরকে তিনি আরো সতর্কভাবে দ্রুত কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। পূর্ত ও পরিবহণ দপ্তরের কাজ নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী কিছুটা উষ্মা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, বাণিজ্য সম্মেলনের সাফল্য নিয়ে বিজেপি-সহ বিরোধী দল অপপ্রচার চালাচ্ছে। বিরোধীদের মুখ বন্ধ করতে খুব শিঘ্রই সব ক'টি বাণিজ্য সম্মেলনের বিনিয়োগ ও রূপায়নের ইতিবৃত্ত শ্বেতপত্র আকারে প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে খবর। এর আগে কলকাতার নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দলের বিশেষ অধিবেশনে নিজের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এর আগের গত ৬ বারের সম্মেলন থেকে প্রায় ১৫ লক্ষ কোটির বিনিয়োগের প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে। যার মধ্যে ১০ লাখ কোটি টাকার বিনিয়োগ ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। শুধুমাত্র ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতেই ১ কোটি ৩৬ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

রাজ্য সরকারের রাজস্ব আগের তুলনায় ৪ গুণ বেড়েছে। পাশাপাশি বাজেট বরাদ্দ বেড়েছে প্রায় চার গুণ ও বাজেট বরাদ্দ ৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বর্তমানে রাজ্যে ২৮০০ কোম্পানিতে ২ লক্ষের বেশি কর্মী যুক্ত রয়েছে। টিসিএস থেকে শুরু করে ইনফোসিস, উইপ্রো, কগনিজেন্ট, আইবিএম, টেক মাহিন্দ্রা, ব্রিটিশ টেলিকমের মতো একাধিক কোম্পানি বর্তমানে কলকাতায় কাজ করেছে। বানতলার লেদার কমপ্লেক্সে ইতিমধ্যেই সেখানে ৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে, আগামী ২ বছরে আরও ৫ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাশাপাশি তিনি বলেন, দুর্গাপুর, আসানসোলে সেল গ্যাসে কুড়ি হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হচ্ছে। দেউচা-পাঁচামিতে আগামী কয়েক বছরে প্রায় এক লাখ লোকের চাকরি হবে। যার ফলে রাজ্যে আর বিদ্যুতের অভাব হবে না।একইসঙ্গে রঘুনাথপুরে ৭২ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ হচ্ছে। পাশাপাশি গড়ে তোলা হবে পাঁচটি ইকোনমিক করিডোর। ডানকুনি- রঘুনাথপুর, ডানকুনি-তাজপুর, ডানকুনি- কল্যাণী, ডানকুনি- দুর্গাপুর, দুর্গাপুর- কোচবিহার এই পাঁচটি ইকোনমিক করিডর তৈরি হলে রাজ্যে প্রচুর কর্মসংস্থান তৈরি হবে। এর জন্য জমি ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়েছে। অন্যদিকে, উত্তর ২৪ পরগনার অশোক নগরে তেলের সন্ধান মিলেছে, সেখানেও কর্মসংস্থান হবে বলে আশাবাদী মুখ্যমন্ত্রী।

এমএসএমই-তে গতি আনতে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগমের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর অ্যামাজনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের প্রসারে এবং ই-কমার্স রপ্তানিতে গতি আনতে অ্যামাজন ইন্ডিয়া পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগমের সঙ্গে একটি মউ স্বাক্ষর হল। এই মউ স্বাক্ষরের ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য নীতিতে বর্ণিত 'ডিস্ট্রিক্ট এজ এক্সপোর্টস হাব' উদ্যোগের দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে অ্যামাজন। ই-কমার্স -এর ক্ষেত্রেও রাজ্যকে সহায়তা করবে।

বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট ২০২৩-এ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ দপ্তরের প্রধান সচিব বন্দনা যাদব এবং অ্যামাজন নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে এই মউ স্বাক্ষরিত হয়। আমাজন তাদের ইকমার্স রপ্তানি প্রোগ্রামে তাদের ব্যবসা চালু ও পরিচালনা করার জন্য এমএসএমইদের ডেডিকেটেড অ্যাকাউন্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস অফার করবে, যার নাম আমাজন গ্লোবাল সেলিং।এই কর্মসূচির মাধ্যমে ভারতীয় শিল্পোদ্যোগীরা তাঁদের ই-কমার্স রফতানি ব্যবসা এবং আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড গড়ে তুলতে পারবেন। এই প্রসঙ্গে ডব্লিউবিআইডিসি-র যুগ্ম সচিব রাজু মিশ্র বলেন 'নতুন লজিস্টিক ও রপ্তানি নীতির মাধ্যমে আমরা পশ্চিমবঙ্গকে গ্লোবাল ট্রেডিং হাব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার এবং আগামী এক দশকে রাজ্যের রপ্তানি দ্বিগুণ করার লক্ষ্য স্থির করেছি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্য থেকে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ জেলাগুলিতে নিবেদিত রপ্তানি উন্নয়ন কমিটি এবং রপ্তানি সুবিধা প্রদান সেল গঠনে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে। আমরা এখন আমাদের ভিশনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এবং ডব্লিউবিআইডিসি গুরুত্বপূর্ণ জেলায় ডেডিকেটেড ই-কমার্স এক্সপোর্ট হাব স্থাপন করবে। সঙ্গে অ্যামাজনের সঙ্গে আমাদের অংশীদারিত্ব রাজ্য জুড়ে রপ্তানিকারকদের আরও সচেতন হতে সাহায্য করবে এবং বিশ্বব্যাপী রপ্তানির সুযোগগুলি কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে সাহায্য করবে।'

এই প্রসঙ্গে অ্যামাজন ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর (গ্লোবাল ট্রেড) ভূপেন ওয়াকানকার জানান, 'আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারত জুড়ে এমএসএমই রপ্তানির সুযোগগুলি উন্মুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হবে।ই-কমার্স রফতানি এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ভারত থেকে ২০০ থেকে ৩০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানির সম্ভাবনা রয়েছে।'

এই প্রসঙ্গে শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ বিভাগের প্রধান সচিব এবং ডব্লুউবিআইডিসির এমডি এবং চেয়ারপার্সন বন্দনা যাদব জানান, 'এই মউ-এর অংশ হিসেবে, অ্যামাজন কারিগরদের প্রশিক্ষণ ও জাহাজে তোলার কাজ শুরু করবে। পশ্চিমবঙ্গে ই-কমার্স রপ্তানির প্রসারে কারিগর ও ক্ষুদ্র রপ্তানিকারকরা তাঁদের গ্লোবাল সেলিং প্ল্যাটফর্মে নিজেদের একটি জায়গাও খুঁজে পাবে।'

রেল লাইনের ত্রুটি খুঁজে বের করতে অল্ট্রাসোনিক যন্ত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়া বিভাগে পূর্ব রেলের ট্র্যাকে যে কোনো ধরনের ত্রুটি খুঁজে বের করতে ব্যবহার করা হবে অত্যাধুনিক অল্ট্রাসোনিক যন্ত্র। বৃহস্পতিবার পূর্ব রেল একটি বিজ্ঞপ্তিতে এমনটাই জানিয়েছে।

রেলের যাত্রী সুরক্ষা ও বিশ্বাসযোগ্যতাকে আরও মজবুত করার উদ্দেশ্যে অত্যাধুনিক অল্ট্রাসোনিক যন্ত্র ব্যবহার করা শুরু হচ্ছে। এটি বর্তমান রেলের পরিকাঠামোর একটি সর্বোচ্চ আধুনিক ব্যবস্থা যার জন্য রেল যাত্রীদের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এই ট্র্যাক নিরীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে ট্র্যাকের সমস্ত সংযোগ নিরীক্ষনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সুরক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারবে। এই যন্ত্রটি লাইনের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিরীক্ষণ ও শনাক্ত করবে, যার মাধ্যমে আগে থেকেই সুরক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে। অল্ট্রাসোনিক তরঙ্গকে যাচাই করে এই যন্ত্রটি কাজ করে।

এটি তরঙ্গকে পর্যবেক্ষণ করে ট্র্যাকের পরিস্থিতি বিষয়েও তথ্য দেবে। হাওড়া বিভাগে বর্তমানে ১১ টি এই ধরনের যন্ত্র আনা হয়েছে, যেগুলো রেলের ট্র্যাক সম্বন্ধিত বিভাগে কাজ করছে।

'ভারী শিল্প করার জমি শিল্পপতিরা কোথা থেকে পাবেন, এটা নাটক হচ্ছে'

শিল্প সম্মেলনকে কটাক্ষ রুদ্রনীলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার সাঁকরাইল ব্লকের খটিকবাজার থেকে আন্দুল বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত দলীয় পদযাত্রা কর্মসূচিতে এসে রাজ্য সরকারকে বাণিজ্য সম্মেলন নিয়ে কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা রুদ্রনীল ঘোষ। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন,'ভারী শিল্প করার জমি শিল্পপতিরা কোথা থেকে পাবেন, এটা নাটক হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী কোন কোন ভাষা জানেন, সৌরভ গাঙ্গুলিকে কতবার ফোনে মেসেজ করেন, এই নিয়ে সম্মেলন হচ্ছে এর থেকে দুর্ভাগ্যের ও লজ্জার কিছু নেই।' পাশাপাশি বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় হাওড়াতে বেআইনি বাড়ির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ার জন্য পুলিশকে ভৎর্সনা করার প্রসঙ্গে রুদ্রনীল বলেন, 'আদালতের বিচারপতিরা আইন, সংবিধান মেনে কাজ করার চেষ্টা করছেন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে, সম্প্রতি বর্ধমানে এক বিজেপি কর্মীর জায়গা বেআইনি ভাবে দখল করে সেখানে বাড়ি নির্মাণ চলছে। অভিযোগ পেয়েও জেলাশাসক, প্রশাসন, পুলিশ সুপার নির্বিকার। যতক্ষন রাজ্যের নির্যাতিতরা এই সরকারকে বিসর্জন না দিতে পারবে ততক্ষণ এই অবস্থাই চলবে। রাজ্যের তথা দেশের বিচারপতিরা সত্যি বলছেন ও কাজ করার চেষ্টা করছেন।'

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মানতে গিয়ে পিজির মতো সম্মানীয় প্রতিষ্ঠানের সম্মান চিকিৎসকেরা ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছেন বলেও মন্তব্য করেন বিজেপি নেতা রুদ্রনীল। এই অভিনেতা নেতার চিকিৎসকদের দূরে বদলি, পরিবারের সদস্যদের ক্ষতি হয়ে যাওয়ার ভয় কাজ করে তাঁদেরও।

আজ শুরু এপিজে বাংলা সাহিত্য উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আজ শুরু হচ্ছে অক্সফোর্ড বুকস্টোর আয়োজিত এপিজে বাংলা সাহিত্য উৎসব। তিন দিনের উৎসবে যোগ দেবেন বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের বেশ কয়েকজন বরেণ্য ব্যক্তিত্ব। এখানে তাঁরা 'বাঙালিয়ানা' (বাংলার সংস্কৃতি) এবং বাংলা সাহিত্যের সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ তুলে ধরবেন। এই প্রসঙ্গে সাহিত্য উৎসবের নবম বার্ষিকী সম্পর্কে উৎসব পরিচালক এবং অক্সফোর্ড বুকস্টোরস-এর সিইও স্বাগত সেনগুপ্ত জানান, ' ২০২৩-এ এই উৎসব বিপুল সাফল্য লাভ করেছিল। তারই ধারাবাহিকতায় এবছর ২৪ থেকে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত নবম এপিজে বাংলা সাহিত্য উৎসবের নানান আলোচনা কলকাতার সাহিত্য জগতকে আরও সমৃদ্ধ করবে। এই উৎসবে গত ৮ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে বাংলার বিখ্যাত ও সৃজনশীল ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত থেকেছেন। এবারের উৎসবেও সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের একাধিক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব উপস্থিত থাকবেন। তাঁরা অংশ নেবেন ২২টি বিশেষ বিষয়ের আলোচনায়। এই সব অধিবেশনে চর্চা হবে বহু বিষয়ের, যার মধ্যে থাকবে অনুবাদ, রাজনীতি, বাংলা কমিক্স ও গ্রাফিক্স নভেল, নারীবাদী সাহিত্য এবং বাংলাদেশের সাহিত্য। সবচেয়ে বড় কথা, যাতে এই উৎসবে সহজে পৌঁছনো যায় এবং সকলে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারেন, সেজন্য এপিজে বাংলা সাহিত্য উৎসব এবারেও অনুষ্ঠিত হবে কলকাতার প্রবাদপ্রতিম অক্সফোর্ড বুকস্টোরে।'

মঙ্গলকোট ও ভাতারে ইনসাফ যাত্রা মীনাক্ষীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মঙ্গলকোট ও ভাতারে ইনসাফ যাত্রাতে পা মেলালেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। রাজ্যের ডিওয়াইএফআইয়ের নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জি ইনসাফ যাত্রা শুরু করেছেন চলতি মাসের ৩ তারিখে। এই যাত্রা শেষ হবে কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে। সেই ইনসাফ যাত্রা বৃহস্পতিবার পৌঁছয় মঙ্গলকোট ও ভাতারে। এদিন দুই ব্লকে কয়েক হাজার বামকর্মী সমর্থক পা মিলিয়েছিলেন।

মঙ্গলকোটের কৈচর বাজার, ভাতারের বলগোনা ও ভাতার বাজারে এই পদযাত্রা হয়। মীনাক্ষী মুখার্জী বলেন, 'কারও ভিক্ষেতে নয় আমরা বাঁচতে চাই আমাদের অধিকারে।' পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে তিনি বলেন, রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট করেছে ওসি ও বিডিও।

নর্দমা থেকে দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বৃহস্পতিবার দুপুরে ব্যারাকপুর চিড়িয়ামোড় সংলগ্ন বিটি রোডের ধারে নর্দমা থেকে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করলো টিটাগড় থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম তারক দাস (৪৩)। তাঁর বাড়ি বেলঘড়িয়ার আড়িয়াদহে। তিনি হাওড়া-ব্যারাকপুর রুটের বাসের হেল্পার ছিলেন। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই ওই ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

খণ্ডঘোষে মাটির বাড়ি ভেঙে দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত এক মহিলা, আহত দুই।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৪ নভেম্বর ২০২৩ ৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ শুক্রবার

ফুলছে পা, হাঁটতে পারছেন না, এজলাসে যেতে না পারায় ভার্চুয়াল শুনানি পার্থর

জেলেই ফিজিও থেরাপির আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দিনে দিনে তাঁর শরীর খারাপ হচ্ছে। ফুলে গিয়েছে পা। ঠিকভাবে হাঁটতেও পারছেন না। বিচারকের কাছে জেলে থেকেই চিকিৎসা এবং ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থা চাইলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। 'জেল কোড' মেনে যা ব্যবস্থা সম্ভব, সেই অনুযায়ী হবে বলে জানিয়েছেন বিচারক। ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেপাজতে পাঠানো হয়েছে তাঁকে।

বৃহস্পতিবার আলিপুর আদালতের বিশেষ সিবিআই কোর্টে হাজিরার জন্য আদালতের কোর্ট লক আপে নিয়ে আসা হয় প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। সেখান থেকেই তাঁর বিচারকক্ষে যাওয়ার কথা ছিল। তবে এদিন তিনি জানান, সিঁড়ি দিয়ে দোতলার আদালত কক্ষে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। পা ফুলেছে। এই অবস্থায় উঠতে তিনি কোনওভাবেই পারবেন না। আইনজীবী মারফত আদালত কক্ষে হাজিরা না দেওয়ার আবেদন করেন তিনি। আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করে।

সূত্রের খবর, এরপরই বিচারক কোর্ট ইন্সপেক্টরকে ভার্চুয়াল হাজিরার ব্যবস্থা করতে বলেন। কিন্তু কোর্ট ইন্সপেক্টর বলেন, কোর্ট লক আপে ইন্টারনেট সংযোগ খুব খারাপ। এ কথা শুনে বিচারক লক আপের বাইরে ভার্চুয়াল কল কানেক্ট করার নির্দেশ দেন। এই প্রক্রিয়াতেই চলে ভার্চুয়ালি শুনানি। এদিকে এদিনের শুনানির শুরুতেই পার্থ জানিয়ে দেন তিনি কোনও জামিনের আবেদন করছেন না। তবে তাঁর অন্য এক আবেদন রয়েছে। এরপরই জেলে ফিজিওথেরাপি করানোর আবেদন করেন পার্থ। আবেদন রাখেন যাতে কিডনির চিকিৎসা যাতে আরও ভাল করে করা হয় তারও। তবে জেলের চিকিৎসক দলকে দিয়েই এই চিকিৎসা করাতে চান পার্থ। বাইরের কোনও হাসপাতাল বা চিকিৎসকের কথা তিনি তোলেননি।

সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র থেকে শুরু করে বালু সবাই এসএসকেএম যাচ্ছেন, সেখানে পার্থ খুব সুনির্দিষ্টভাবে বিচারককে জানিয়েছেন যে তিনি জেলেই চিকিৎসা করাতে চান। এদিকে অসুস্থ জানিয়ে জেলে সব সময়ের জন্য একটি সহায়ক চেয়েছিলেন পার্থ। প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি খতিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। সূত্রের খবর, পার্থর শারীরিক অবস্থা খতিয়ে দেখে সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের বক্তব্য, সর্বক্ষণ সহায়কের প্রয়োজন নেই। প্রসঙ্গত, পার্থর জামিনের বিরোধিতা করে শুরু থেকেই প্রভাবশালী তত্ত্ব খাড়া করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এই প্রেক্ষাপটে স্বেচ্ছায় জামিনের আবেদন না করা, জেলের মধ্যে চিকিৎসার এই আবেদনে এক অন্য সমীকরণের আঁচ পাচ্ছেন অনেকেই। অর্থাৎ পার্থ যে প্রভাবশালী নন, সেটাই প্রমাণ করতে চান বলে মনে করছেন বঙ্গ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ।

বেআইনি নির্মাণ বরদাস্ত নয়, কড়া ভাষায় জানিয়ে দিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বেআইনি নির্মাণ মামলাতেও কড়া বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। স্পষ্টতই জানিয়ে দিলেন আইন বহির্ভূত নির্মাণ বরদাস্ত করা হবে না। লিলুয়ার এক বেআইনি নির্মাণ মামলার শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বলেন, 'আমার নিজের বাড়িও বেআইনিভাবে তৈরি হলে বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দিতে হবে।' শুক্রবার বিকেল সাড়ে তিনটের মধ্যে এজলাসে লিলুয়া থানার ওসি এবং প্রোমোটর পার্থ ঘোষকে হাজিরার নির্দেশ বিচারপতির।

লিলুয়ায় একটি বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দেওয়ার দাবি জানিয়ে মামলা দায়ের করেন সন্ধ্যা ঘোষ নামে এক মহিলা। সিঙ্গল বেঞ্চ ওই বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায় ও বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যানার্জির ডিভিশন বেঞ্চও ওই রায় বহাল রাখে।

গত ৪ সেপ্টেম্বর ওই নির্মাণ ভাঙতে বালি পুরসভা থেকে লোক পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা গিয়ে বাধার সম্মুখীন হন। পুলিশের সাহায্য ছাড়া ওই নির্মাণ ভাঙা সম্ভব নয় বলে জানায় পুরসভা। এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে বৃহস্পতিবার বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় জানান, তাঁর বাড়িও হাওড়াতেই। সেই বাড়ির নির্মাণে যদি কোনও গলদ পাওয়া যায়, তবে সেটিও ভেঙে দিতে হবে। বেআইনি নির্মাণ কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা যাবে না। বিচারপতির কথায়, 'একটিও বেআইনি নির্মাণ থাকা উচিত নয়। হাওড়ায় আমার বাড়ি রয়েছে। সেটিও যদি বেআইনি হয়, বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দিতে হবে।'

মাদকমুক্ত সমাজের আহ্বানে কলকাতার বুকে সাইকেল র‍্যালি। সূচনা করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।
ছবি: অদিতি সাহা

যাদবপুরে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় ন্যায় বিচার চেয়ে অনশনে অধ্যাপক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রমৃত্যুর পর কেটে গিয়েছে তিন মাসেরও বেশি সময়। বেশ কয়েকজন গ্রেপ্তার হলেও, নিয়ম কানুনে বদল এলেও আইনি প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতায় এখনও ঘটনার চূড়ান্ত কিনারা হয়নি। এ বিষয়ে একাধিকবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলেও লাভ হয়নি। এবার এসবের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভিতরে একক অনশনে বসলেন সেখানকারই অধ্যাপক ইমনকল্যাণ লাহিড়ী।

বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে হোর্ডিং, ব্যানার নিয়ে অরবিন্দ ভবনের সামনে অনশনে বসেন তিনি। তাঁর সঙ্গে কেউ না থাকলেও অনুরাগীরা 'স্যর'কে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছেন। ডঃ ইমনকল্যাণ লাহিড়ী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান।

বৃহস্পতিবার দুপুর ২ টো থেকে অরবিন্দ ভবনে অনশনে বসেছেন ইমনকল্যাণ লাহিড়ী। তাঁর কথায়, 'ছাত্রমৃত্যু থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত , বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনও কাজ করছে না। বারবার বলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার বালাই নেই। অকর্মণ্য কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এই অবস্থান বিক্ষোভ। আমি অনশন চালিয়ে যাব।'

গত আগস্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে প্রথম বর্ষের ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় তোলপাড় পড়ে গিয়েছিল। তার জেরে বহু বদলের সাক্ষী হয়েছে দেশের অন্যতম নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দ্রুত তদন্ত করে কর্তৃপক্ষ অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির সুপারিশ করে। ঘটনায় মোট ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা জেল হেপাজতে রয়েছে। এর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যেরদায়িত্ব নিয়েছেন বুদ্ধদেব সাউ। অধ্যাপক ইমনকল্যাণবাবুর অভিযোগ, ছাত্রমৃত্যুর ঘটনা নিয়ে বারবার তাঁর কাছে বলার পরও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেননি। ইসি বৈঠকেও সুরাহা হয়নি।

বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ যাদবপুরের উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ। তিনি বলেন, 'আমি রোজ সকাল থেকে সন্ধ্যা কাজ করি। বিশ্ববিদ্যালয় সচল রয়েছে। এসব বাজে অভিযোগ।'

আক্রান্ত ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি না করে ফেলে রাখল পুলিশ!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আক্রান্ত ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি না করিয়ে, হাসপাতালের বাইরে ফেলে রেখে গেল পুলিশ। আর এই ঘটনাতেই প্রশ্নের মুখে মুচিপাড়া থানার ভূমিকা। পুলিশের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত গাফিলতির অভিযোগ তুলছেন খোদ শাসক দলেরই কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে। অভিযোগ, কৃষ্ণমোহন পোদ্দার নামে এক ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি না করিয়ে মেডিক্যাল কলেজের গেটের বাইরে ফেলে রেখে যায় মুচিপাড়ার থানার পুলিশ কর্মীরা। জানা গিয়েছে, যে ব্যক্তি আক্রান্ত হয়েছেন, তিনি কাউন্সিলরের ঘনিষ্ঠ। অভিযোগ, সুনীল সাউ নামে এক ব্যক্তির হাতে তিনি আক্রান্ত হন। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, এই সুনীল সাউ আবার অন্য লএক শাসক নেতার ঘনিষ্ঠ।

এই ঘটনায় তৃণমূল কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দের বক্তব্য, 'পুলিশ ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করেছে। এসব ক্ষেত্রে তো পুলিশের উচিত তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো। কিন্তু, কেন জানি না, পুলিশ তাঁকে মেডিক্যালের সামনে ট্রাম লাইনের ধারে এক জায়গায় ফেলে রেখে চলে যায়। পুলিশকে তো ভাবতে হবে, ওই আক্রান্ত ব্যক্তির প্রাণ বাঁচানোর জন্য তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে। এটা অমানবিক ঘটনা।' কাউন্সিলরের দাবি, এই অমানবিক কাজে যাঁরা দোষী, তাঁদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ করতে হবে। তিনি বলেন, পুলিশ যদি নিজেদের ভূমিকা পালন না করে, তাহলে মানুষের আস্থা কমে যাবে।

মুচিপাড়ার ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে কার্যত বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল কাউন্সিলর। কিন্তু পুলিশের তরফে এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। যদিও লালবাজার সূত্রে খবর, মুচিপাড়া থানার এই ঘটনায় বেশ ক্ষুব্ধ লালবাজারের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। তবে সরকারিভাবে কোও প্রতিক্রিয়া বা বিবৃতি এখনও আসেনি লালবাজার থেকে। তবে এদিনের এই ঘটনায় এ প্রশ্নও সামনে আসছে যে, রাজনৈতিক কোন্দল এড়াতেই কী আক্রান্তকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলেও হাসপাতালে ভর্তি করল না পুলিশ তা নিয়ে।

ট্যাটু বিড়ম্বনায় যেতে বসেছে চাকরি, হাইকোর্টের দ্বারস্থ যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ট্যাটু নিয়ে বিড়ম্বনা!

আধা সেনার চাকরি পেতে, ডান হাতে করা ট্যাটু অপারেশন করে মুছেও হচ্ছে না লাভ। চাকরি পাওয়া নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। তার জেরেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন প্রসেনজিৎ দাস নামে এক যুবক। একসময়ে যা ছিল উল্কি, এখন তা- মর্ডান ট্যাটুর চেহারা নিয়েছে। তারকা থেকে সাধারণ মানুষ শরীরের নানা স্থানে পছন্দের নানা নকশা বা লেখা খোদাই করছেন। ট্যাটু এখন হাল ফ্যাশন। এদিকে সেই ফ্যাশনের জেরেই আধাসেনার চাকরি থেকে বাতিল হতে চলেছেন শহরের এক যুবক। নিয়মেই আছে, শরীরে, বিশেষত ডানহাতের কোনও অংশে ট্যাটু থাকলে আধাসেনার চাকরি মিলবে না। কিন্তু শরীরে আঁকা ট্যাটু যদি মুছে ফেলা হয়, তাহলেও কি একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে? সেক্ষেত্রেও চাকরি বাতিল হতে পারে যদি ট্যাটু মুছে ফেলার পর তার দাগ থেকে যায়। আর ঠিক এই নিয়মের গেরোতেই আটকে গিয়েছেন প্রসেনজিৎ দাস নামের এক যুবক। চাকরির আবেদনের পর ডাক পড়লেও এখন সেখান থেকে প্রায় বাতিল হওয়ার মুখে তিনি। আর এরপরেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন প্রসেনজিৎ। জানা গিয়েছে, বহু বছর আগে ডান হাতে একটি ট্যাটু করেছিলেন ওই যুবক। পরে আধাসেনায় (সিএপিএফ) চাকরির আবেদন জানান। সেখান থেকে ডাক আসতেই অপারেশন করে ট্যাটু মুছে ফেলেন প্রসেনজিৎ। কিন্তু তাতেও কোনও লাভের লাভ হয়নি। কারণ ট্যাটু না থাকলেও তার দাগটি রয়েই গিয়েছে প্রসেনজিতের স্যালুটিং আর্ম অর্থাৎ ডানহাতে।

বিধাননগরের আয়ুর্বেদিক স্পা পার্লারে মহিলা কর্মীর রহস্যমৃত্যু, উদ্ধার দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধাননগরের এক স্পা পার্লারের-এর ভিতর থেকে উদ্ধার হল এক মহিলার ঝুলন্ত দেহ। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম মাধবী মণ্ডল। তাঁর বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর অঞ্চলে। এই ঘটনায় মৃতের পরিবার বিধান নগর উত্তর থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয় স্পা পার্লারের মালিককে।

জানা গিয়েছে, মাধবী সল্টলেকের এডি ব্লকের একটি আয়ুর্বেদিক স্পা তে কাজ করতেন। পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়, বৃহস্পতিবার সকালেও নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সল্টলেকের স্পা পার্লারে কাজে যোগ দেন মাধবী। এরপরই দুপুরবেলায় ওই মহিলার স্বামীকে পার্লারের মালিক ফোন করে জানান, তাঁর স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁকে বিধান নগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে মাধবীর স্বামী মুরারি মণ্ডলকেও হাসপাতালে পৌঁছে যাওয়ার কথা বলা হয়। খবর পেয়ে বিধান নগর মহকুমা হাসপাতালে যান মাধবী মণ্ডলের স্বামী। হাসপাতাল থেকে তিনি জানতে পারেন, স্ত্রী-র মৃত্যু হয়েছে। এদিকে পুলিশের পক্ষ থেকে তাঁকে জানানো হয়, আয়ুর্বেদিক স্পা পার্লারের ভেতরে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর স্ত্রীর দেহ উদ্ধার হয়েছে। এরপরই তার স্বামী বিধান নগর উত্তর থানায় স্পা পার্লারের মালিক রজত হালদারের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি জানান, রজত হালদার তাঁর স্ত্রীকে নানা ভাবে মানসিক নির্যাতন করতেন। মৃতের স্বামীর অভিযোগের ভিত্তিতে রজত হালদারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পুলিশ তদন্তে নেমে খতিয়ে দেখতে চাইছে, পার্লারের মালিক রজত হালদারের সঙ্গে মাধবীর অন্য কোনও সম্পর্ক ছিল কিনা। এদিকে পুলিশের তরফ থেকে এও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ওই পার্লারে কাজ করতে গিয়ে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন কি না মাধবী। তবে সেক্ষেত্রে তাঁদের ধারণা, অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়লে কাজ ছেড়ে দেননি কেন মাধবী তা নিয়েও। এদিকে মৃতার স্বামীর সঙ্গেও কথা বলে বিভিন্ন তথ্য জানার চেষ্টা করছে পুলিশ

মরশুমে প্রথম ২০ ডিগ্রির নীচে কলকাতার তাপমাত্রা

গভীর নিম্নচাপ দানা বাঁধছে সাগরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শীত আসেনি। তবে বাতাসে রয়েছে তার আমেজ। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর,মরশুমে প্রথমবার ২০ ডিগ্রির নীচে নামল কলকাতার তাপমাত্রা। বৃহস্পতিবার আলিপুরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের চেয়ে এক ডিগ্রি বেশি। পশ্চিমের জেলায় শীতের আমেজ আরও একটু বাড়বে। কারণ, উত্তর-পশ্চিমের অবাধ হাওয়া। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ জুড়েই শীতের আমেজ। কলকাতাতেও আগামী কয়েক দিন মধ্যে থাকবে তাপমাত্রা। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কম থাকবে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম পশ্চিম মেদিনীপুর এবং বীরভূম জেলাতে। উত্তরবঙ্গেও তাপমাত্রার খুব একটা পরিবর্তন না হলেও শীতের আমেজ বাড়বে। আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। উত্তর-পূর্ব ভারত সংলগ্ন বেশ কয়েকটি জেলাতে সকালের দিকে কুয়াশা হবে।

তবে এদিকে এর পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া অফিস এও জানাচ্ছে, নভেম্বর শেষে আবার ঠান্ডায় কাঁটা পড়তে পারে। কারণ, দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে ফের সাগরে দানা বাঁধতে চলেছে গভীর নিম্নচাপ। মৌসম ভবন সূত্রে খবর, ২৫ নভেম্বর আন্দামান সাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত হাজির হতে চলেছে। ২৬ নভেম্বর নিম্নচাপে পরিণত হবে ঘূর্ণাবর্ত। ২৭ নভেম্বর নাগাদ গভীর নিম্নচাপ সৃষ্টির পূর্বাভাস। নিম্নচাপের অভিমুখ এখনও স্পষ্ট নয়। তবে সাগরে শক্তিশালী নিম্নচাপ সৃষ্টি হলে ফের বাধা পাবে ঠান্ডা, শুকনো বাতাস। বাধা পড়বে পারাপতনে। পিছবে শীতের আগমন।

কলকাতায় শাটল বাস চালাবে উবের, মউ সই নবান্নের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অ্যাপ ক্যাবের পর এবার শাটল বাস চালাতে চলেছে উবের। দ্রুত কলকাতায় চালু হতে চলেছে এই পরিষেবা। এনিয়ে অ্যাপ ক্যাব সংস্থার সঙ্গে মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে নবান্নের। ২০২৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যে কলকাতার রাস্তায় নামবে এই বাস।

বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে সবমিলিয়ে ১৮৮টি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর মধ্যে সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে উবেরের সঙ্গে মউ স্বাক্ষরিত হয়। তাতে জানানো হয়েছে, কলকাতায় বাস পরিষেবা চালু করবে উবের। নাম 'উবের শাটল'। একসঙ্গে ৬০টি এসি বাস নামাবে উবের। অ্যাপের মাধ্যমে বুক করা যাবে বাস। থাকবে ৩০টি আসন। চালাবে স্থানীয় ফ্লিট পার্টনাররা। সকাল ৬টা থেকে রাত ১০ পর্যন্ত এই বাস চলাচল করবে। রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছে, ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলায় ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে উবের। যার ফলে রাজ্যে প্রায় ৫০ হাজার কর্মসংস্থান তৈরি হবে। উল্লেখ্য, করোনা কালের আগে কলকাতার রাস্তায় 'শাটল' ট্যাক্সি চালাত উবের।

প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে বিভাসের সম্পত্তির হিসাব চাইল সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার বিভাস অধিকারীর সম্পত্তির হিসাব চাইল সিবিআই। বীরভূমের প্রাক্তন তৃণমূল নেতা বিভাস অধিকারী ধৃত তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠ বলেই তদন্তে উঠে এসেছে। এছাড়াও অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল তার। উত্তরবঙ্গ-সহ একাধিক জেলায় অর্থের বিনিময়ে নিয়োগে বিভাসের যোগ ছিল বলে দাবি তদন্তকারীদের। মানিক যোগে একাধিক বিএড কলেজে অনুমোদনেও যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

সূত্রের খবর, বিভাসের নামে কোথায় কত বাড়ি, কতগুলি গাড়ি সেই তথ্য চাওয়া হয়েছে। এরই পাশাপাশি তাঁর আশ্রমের নামেও কোথায় কত জমি রয়েছে তাও জানাতে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিভাসের আশ্রমের সব নথি ও আয়ুর্বেদ ওষুধ ব্যবসার নথি সংগ্রহ করেছেন তদন্তকারীরা। আশ্রমের নামে কোথায় কোথায় জমি রয়েছে বা কীভাবে সেই জমি কেনা হয়েছে তাও জানতে চায় সিবিআই। তদন্তকারীদের ধারণা, বিভাস সম্পত্তির হিমশৈল্যের চূড়াটুকুই দেখিয়েছেন। বাকিটা এখনও লুকিয়ে রেখেছেন। এবার সেটাই দেখতে চায় সিবিআই।

গত সপ্তাহেই প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই দপ্তরে হাজিরা দিয়েছিলেন বিভাস। সে সময়েই তাঁর কাছে তাঁর নামে থাকা সম্পত্তির তথ্য চাওয়া হয়েছিল। আধিকারিকদের কাছে সে তথ্য জমা দেন বিভাস। তাঁর ওষুধের ব্যবসা সংক্রান্তও একাধিক নথিও জমা দেন। সেগুলি খতিয়ে দেখার পরও তদন্তকারীদের মনে হয়েছে, যা দেখানো হয়েছে, তার থেকেও বিভাসের আরও অনেক সম্পত্তি রয়েছে। সেগুলিরই তথ্য পেতে চাইছেন তাঁরা।

এরই পাশাপাশি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের ধারণা, এই দুর্নীতিতে অভিযুক্ত তাপস মণ্ডলের আগে থেকেই বিভাস প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। আরও উল্লেখ্য, তদন্তকারীরা মনে করছেন, তাপস মণ্ডলের আগে থেকেই বিভাস প্রাক্তন পর্ষদ সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। এদিকে গত ১৫ এপ্রিল বীরভূমের নলহাটির ২ নম্বর ব্লকের প্রাক্তন তৃণমূল সভাপতি বিভাসের বাড়ি, আশ্রম এবং ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেগুলি দেখে আসার পরদিনই অর্থাৎ রবিবার বিভাসকে ডেকে পাঠায় সিবিআই।

সম্পাদকীয়

রাজ্যের পাওনা বকেয়া গরীবদের স্বার্থে জরুরি

ভারতে ইউপিএ সরকারের আমলে একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ছিল, গ্রামের দরিদ্র মানুষদের একশো দিনের কাজের প্রকল্প। সেই লক্ষ্যে ২০০৪ সালে সংসদে ও রাজ্যসভায় এই বিল পাশ হয় এবং প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্প আইন তৈরি হয়। দক্ষ ও অদক্ষ; দু'ধরনের মজুরির ব্যবস্থা করা হয়। প্রকল্পের দেখভালের জন্য বহু বেকার যুবক-যুবতীকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করা হয়। পঞ্চায়েত থেকে রাজ্য স্তর পর্যন্ত বহু অস্থায়ী কর্মী রয়েছেন। এঁদের বেতন কাঠামো ও ঘন ঘন বদলি নিয়ে বিস্তর অভিযোগ ও অসন্তোষ রয়েছে। মূলত প্রকল্পের সমস্ত কাজ রূপায়ণের জন্য একশো দিনের কাজে এই অস্থায়ী কর্মীদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়। কিন্তু এঁদের বেতন নিয়ে নানা কারচুপি চলছে। প্রথম দিকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে মাটি কাটা, রাস্তা তৈরি, ড্রেন পরিষ্কার করা হত। পরবর্তী কালে উদ্যান পালন, কৃষি কাজ, আবাস যোজনায় বাড়ি তৈরিতে কর্মী নিয়োগের মতো অনেক জনমুখী কাজ যুক্ত করা হয়। প্রকল্পের মাস্টার রোল তৈরি, জব কার্ড এন্ট্রি ও তার বিতরণ, মাটি, রাস্তা মাপ করা প্রভৃতি কাজ করেন পঞ্চায়েতের গ্রাম রোজগার সহায়ক। অথচ, তাঁদের গুরুত্ব দেওয়া হয় না। যেমন, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা-১ ব্লকের গ্রাম রোজগার সহায়কদের চার বছরের মধ্যে বদলি করে দেওয়া হয়। ন্যূনতম বেতন দিয়ে কাজ করানো হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের চাপে গ্রামের বিভিন্ন কাজে গরমিল ও কারচুপি হয়। এই প্রকল্পের দুর্নীতির কয়েকটা নমুনা নিয়ে আলোচনা করা যাক। ধরা যাক, পঞ্চায়েত সদস্য বা গ্রামের শাসক দলের নেতার পরিবারের সবার নামে জব কার্ড থাকবে। কিন্তু তাঁরা কেউ মাঠে কাজ করবেন না। তার পর চারশো শ্রমিকের মাস্টাররোল বেরোলে কাজ হবে দু'শো শ্রমিকের। ঢালাই রাস্তা হলে তা তৈরির জিনিসপত্র দেওয়া হবে নিম্নমানের। সেই নিয়ে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। কোনও কোনও জায়গায় পুকুর, ড্রেন, রাস্তার পরিকল্পনা ও টাকা বরাদ্দ হলেও বাস্তবায়িত না হওয়ার অভিযোগও আছে। অভিযোগগুলি সরেজমিনে তদন্ত করতে কিছু দিন আগে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল রাজ্যে এসেছিলেন। এই প্রকল্পের কাজ করে বহু গরিব মানুষ জীবনযাপন করেন। গত দশ বছর পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্পের কাজ নিয়ে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। প্রকল্পের টাকা নিয়ে লাগামছাড়া দুর্নীতিও হয়েছে। এমনকি এই প্রকল্পের টাকা অন্য কোনও কাজে ব্যবহার করা হয়েছে বলে শাসক দলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিরোধী দল। কয়েক বছর ধরে এই প্রকল্পের বরাদ্দ টাকার অডিট রিপোর্টও রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জমা করেনি বলে অভিযোগ রয়েছে। তাই কেন্দ্রীয় সরকার প্রকল্পের বরাদ্দ টাকা আটকে রেখেছে। ফলে গ্রামের মানুষ খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। অনেকে কাজ করেও দীর্ঘ দিন মজুরি পাননি। কেন্দ্রীয় সরকার প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে বলে জনমানসে প্রচার করছে রাজ্য সরকার, কিন্তু হাই কোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছে না। অথচ, বিভিন্ন দুর্নীতি ও গরু, কয়লা চুরির হাত থেকে নেতা-মন্ত্রীরা রেহাই পেতে আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছেন। সময় এসেছে এই সীমাহীন দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার। সাধারণ মানুষ শ্রম দিয়ে মজুরি পাবেন, সেই টাকা রাজ্য সরকারের দোষে কেন্দ্রের আটকে রাখাটা বোধ হয় সমীচীন নয়। তাই গ্রামের গরিব মানুষের এবং গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে এই বরাদ্দ অবিলম্বে দেওয়া হোক।

শাশ্বত কথা

পরকালের ফল

ভবিষ্যতে বা পরকালে যদি ভাল ফল চাও,তবে তাহার জন্য এখনই উপযুক্ত কাজ কর। যাহার ইহকাল নাই তাহার পরকালও নাই। পরব্রহ্ম ত একই। কিন্তু বহুরূপে কত লীলাই না করিতেছেন। সুখ তো দুই দিনের — পরিণাম তো অন্ধকার। কর্তব্যকর্ম করিয়া যাও আর সর্বদা মনে মনে 'রাধে রাধে' জপ কর। জ্ঞানের ভূষণ ধ্যান, ধ্যানের ভূষণ ত্যাগ, আর ত্যাগের ভূষণ শান্তি। অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান হইতে ত্যাগ শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ধ্যান হইতে যথার্থ ত্যাগ আসে,আর ত্যাগ হইতেই যথার্থ শান্তি লাভ হয়। শ্বাসে শ্বাসে নাম জপ কর, শ্বাস বৃথা যাইতে দিবে না। সকলে সদ্‌গুরুর চরণাশ্রিত হইয়া থাক, কপট গুরুর নিকট হইতেদূরে সরিয়া থাক।

— শ্রীশ্রী রামদাস কাঠিয়াবাবা

জন্মদিন

আজকের দিন

রবি ঘোষ

১৯৩১. *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা রবি ঘোষের জন্মদিন।*
১৯৪৪ *বিশিষ্ট নাট্য ও চলচ্চিত্রাভিনেতা অমল পালেকরের জন্মদিন।*
১৯৮৬ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় সুব্রত পালের জন্মদিন।*

কবিগুরুর শান্তিনিকেতনে কি আবার অনুরণিত হবে

আমার মুক্তি আলোয় আলোয়...

সুজন কুমার দাস

ছাত্র-ছাত্রীদের আবদারে তাদের নিয়ে কয়েকমাস আগে গিয়েছিলাম শান্তিনিকেতনে। শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। মনে বড় সাধ ছিল, চৈতি, গৌরপ্রাঙ্গণ, সিংহসদন, কালো বাড়ি, আশ্রমমাঠ, ছাতিমতলা, আম্রকুঞ্জ ইত্যাদি স্মৃতি বিজড়িত অতি পরিচিত ভালোবাসার জায়গাগুলির স্মৃতি, ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে কিছুটা সময় কাটানো। বাধ সাধল ক্যাম্পাসের গেটে দাঁড়ানো যমদূতরুপী সিকিউরিটি গার্ড। প্রবেশ নিষেধ! বললাম, কোনো ভিজিটিং আওয়ার নেই? উত্তর পেলাম-না, বহিরাগতদের কোনোরূপ প্রবেশ অধিকার নেই। বললাম, আমি এখানকার প্রাক্তনী। প্রাক্তনীদের জন্য কোনও সুযোগ নেই? আবারও সেই কর্কশ উত্তর, না। সঙ্গে থাকা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বললেন, দেখুন না, আমরা তো ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এসেছি এডুকেশনাল ট্যুরে। যদি কিছু করা যায়। রক্ষী তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললেন, রাষ্ট্রপতি এলেও কিছু করা যাবে না। নিরাপত্তাজনিত ও পাঠভবনের পড়াশুনার কারণে হয়তো কিছুটা নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই জরুরি। কিন্তু একেবারে অবরুদ্ধ করার প্রয়োজন কতটা সেটা বোধগম্য হলনা। তবে অনুধাবন করলাম, এটাই এখন রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন।

ক্যাম্পাসের চতুর্দিকে প্রতিটি প্রবেশদ্বারে সিকিউরিটি, সিকিউরিটি আর সিকিউরিটি। বাইরের মানুষের কাছে শান্তিনিকেতন যেন একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। প্রবেশাধিকার না পেয়ে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। স্মৃতির ডানায় ভর করে পিছিয়ে গেলাম অনেকগুলি বছর। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ভর্তি হলাম বিশ্বভারতীতে। তারপর, একদিন একটি টিনের ট্রাঙ্কে সব গুছিয়ে নিয়ে বোলপুর রেলস্টেশনে নেমে রিক্সা চেপে সোজা গুরুপল্লীর মেসবাড়ি। প্রথম বছরে হোস্টেল পাওয়া যেত না। শান্তিনিকেতন তখন ছিল উন্মুক্ত। সকলের অবাধ প্রবেশাধিকার। শান্তিনিকেতনের বহিরঙ্গে তখনও অর্গল পড়েনি। শান্তিনিকেতনের আকাশে বাতাসে অনুরণিত হত — আমার মুক্তি আলোয় আলোয়...

শান্তিনিকেতনের দুটি মূল উৎসব — বসন্ত উৎসব এবং পৌষ মেলা ছিল সর্বজনীন। এই দুটি উৎসবে হাজার হাজার মানুষের আনাগোনা হত। বোলপুরের অর্থনীতিও এই দুই অনুষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল। বহিরাগতদের দলে যে কিছু উৎশৃঙ্খলকারী থাকতো না তা নয়। কিছু কিছু অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটত। তবু মানুষের আবেগ, উচ্ছ্বাস ও ভালোবাসায় মুখরিত হতো শান্তিনিকেতন। এখন তো বিশ্বভারতী প্রশাসন কয়েক বছর থেকে পৌষমেলা বন্ধ করে দিয়েছে। আর বসন্ত উৎসবেও বহিরাগতদের প্রবেশাধিকার নেই। অচলায়তন ভাঙার পূজারী কবিগুরুর সৃষ্টিক্ষেত্র যেন নিজেকে শামুকের মতো গুটিয়ে নিয়েছে। অচলায়তনের পূজারী হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ বহিরঙ্গেও আর শান্তিনিকেতন অর্গলমুক্ত নয়।

'বিদ্যালয়ে ঘর বানাইলে তাহা বোর্ডিং ইস্কুল আকার ধারণ করে। এই বোর্ডিং ইস্কুল বলিতে যে ছবি মনে জাগিয়া উঠে তাহা মনোহর নয়; তাহা বারিক, পাগলাগারদ, হাসপাতাল বা জেলেরই এক গোষ্ঠীভক্ত।' — এই কথাগুলি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের। তথাকথিত প্রচলিত, প্রাণহীন, বদ্ধ, পরিবেশ ও সমাজ বিচ্যুত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি কবিগুরুর কোনদিনই কোন আকর্ষণ ছিল না। তাই তিনি শান্তিনিকেতনকে নিজের মতো গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সমাজ ও পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তার স্বপ্নের শান্তিনিকেতন ও তার শিক্ষাব্যবস্থাকে। কিন্তু চিরকালই অর্থই যত অনর্থের মূল। আবার অর্থ ছাড়া বিপুল কর্মকাণ্ড চালানো মুশকিল। কবিগুরুর প্রয়াণের পর তার স্বপ্নের শান্তিনিকেতনের দায়িত্ব নেন কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ। তিনি অনুধাবন করেন সরকারি সাহায্য ছাড়া কবিগুরুর এই বিশাল কর্মযজ্ঞ অনন্তকাল চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। মূলত তারি উদ্যোগে ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পায়। উপাচার্য হলেন রথীন্দ্রনাথ এবং আচার্য হলেন জহরলাল নেহেরু। শান্তিনিকেতনের সমস্যার শুরু ও সর্বনাশের শুরুও তখন থেকেই।

সরকারি হস্তক্ষেপ মানেই আমলাতন্ত্রের হস্তক্ষেপ আর পাওয়ার পলিটিক্স। এই পাওয়ার পলিটিক্সের কাছে হার মানলেন রথীন্দ্রনাথ। ১৯৫৩ সালে উপাচার্যের পদ থেকে পদত্যাগ করলেন তিনি। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপাচার্যের পথ থেকে পদত্যাগ করে তিনি একটি ব্যক্তিগত পত্রে লেখেন , ক্ষমআমি নিজেই চেয়েছিলাম সরকার অনুমোদিত বিধিবদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বিশ্বভারতী স্বীকৃতি পাক, কিন্তু এটা হওয়ার পর থেকে আমি খুব অনুতাপ করেছি । প্রতিষ্ঠানের চরিত্র টাই পাল্টাতে শুরু করল...। ১৯৬১ সালে অনুষ্ঠিত কবিগুরুর জন্ম শতবর্ষের অনুষ্ঠানে রথীন্দ্রনাথ আমন্ত্রণ পর্যন্ত পাননি। অর্থাৎ সরকারি হস্তক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় রাজনীতি, কূটনীতি আর তথাকথিত প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার অনুপ্রবেশ। শান্তিনিকেতনের অন্তপ্রকৃতির ক্ষয় তখন থেকেই। তখন থেকেই অন্তপ্রকৃতিতেও অর্গল দেওয়া শুরু।

শান্তিনিকেতন একসময় শুধুমাত্র একটি প্রতিষ্ঠান নয়, পবিত্রভূমি হিসেবেও বিবেচিত হতো। একদিন ক্লাসে, কথা প্রসঙ্গে এক শিক্ষক মহাশয়ের কাছেই শুনেছিলাম, জওহরলাল নেহেরু শান্তিনিকেতনে এলে, গাড়ি নিয়ে সরাসরি প্রবেশ করতেন না। ভুবনডাঙ্গায় গাড়ি রেখে অনেকটা পথ পায়ে হেঁটে শান্তিনিকেতনে প্রবেশ করতেন। এই পবিত্র আশ্রমের প্রতি কতটা শ্রদ্ধাবোধ থাকলে একজন প্রধানমন্ত্রী এতটা বিনম্র হন। অথচ ছাত্রাবস্থায় সেখানে দেখেছি আচার্য হিসেবে প্রধানমন্ত্রীরা সেখানে এলে পুরো শান্তিনিকেতন ছয়লাপ হয়ে যেত হাজার হাজার পুলিশের ঘেরাটোপে। গোঁ গোঁ করে ভয়ংকর শব্দে আশ্রমের পবিত্রতা ছিন্নভিন্ন করে হেলিকপ্টার নামত পৌষ মেলার মাঠে অথবা আশ্রম মাঠে।

রবীন্দ্রপাঠের প্রথম ক্লাসে শিক্ষক মহাশয় বলেছিলেন, বিশ্বভারতী-র পরে বিশ্ববিদ্যালয় বলবে না বা লিখবে না। বিশ্বভারতী নামের অর্থই হলো বিশ্বের সঙ্গে ভারতের মেলবন্ধন। বিশ্বভারতী শব্দের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটিও সম্পৃক্ত হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ যে ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বিশ্বভারতীকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, বাস্তবে তা হয়নি। বিশ্বভারতী আরো পাঁচটা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে আলাদা কিছুই হতে পারেনি। সেই পাশ ফেল পাঠ্যক্রমভিত্তিক একটি বিশ্ববিদ্যালয়। উপাচার্যরাও আশ্রমিক চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে কর্পোরেট স্টাইলে বিশ্বভারতী পরিচালনা করেন। ফলে ফাটল সব জায়গাতেই প্রবল থেকে প্রবলতর হয়েছে। প্রশাসকরা নিজেদের স্বার্থেই রাজনীতির পাঁকে জড়িয়ে রাবীন্দ্রিক আদর্শের সঙ্গে আপোস করতে দ্বিধাহীন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শে নিজেকে ও বাইরের সমাজকে সম্পৃক্ত করতে কতটা সফল বিশ্বভারতী তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েই যায়।

ইউনেস্কোর হেরিটেজ তকমা পাওয়ার পর বিশ্বভারতী আলোচনা ও তার সঙ্গে সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। সম্প্রতি বিশ্বভারতী প্রশাসন ইউনেস্কোর যে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ফলক বসিয়েছে তাতে আচার্য হিসেবে নরেন্দ্র মোদি ও বর্তমান উপাচার্যের নাম থাকলেও রবীন্দ্রনাথের নাম অদৃশ্য। এতে আশ্রমিক, প্রাক্তনী থেকে শুরু করে আপামর বাঙালির মনে যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। বিশ্বভারতীর অন্তপ্রকৃতি থেকে রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই বিদায় নিয়েছেন। এবার বহিঃপ্রকৃতি থেকেও বিদায় নিলেন। একদিক থেকে ভালোই হয়েছে ।রবীন্দ্রনাথ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এখন প্রাচীরঘেরা সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে থাকা শান্তিনিকেতন জনগণের ধরাছোঁয়ার বাইরে, এমনকি প্রাক্তনীদেরও ধরাছোঁয়ার বাইরে। এখন শান্তিনিকেতন মানে সোনাঝুড়ির হাট। অগত্যা ছাত্রছাত্রীদের সেই হাট ঘুরিয়েই ব্যথিত চিত্তে বাড়ি ফিরলাম। ভাবছি, এখন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পরলোক থেকে তাঁর স্বপ্নের শান্তিনিকেতনে এলে কি করবেন? তিনিও কি সোনাঝুড়ির হাট দেখে ফিরে যাবেন! সমাজমাধ্যমে দেখা যাচ্ছে, বর্তমান নতুন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের উপর অনেকেই অনেক আশা নিয়ে তাকিয়ে আছেন। পৌষ মেলাও হতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। আবার কি সেখানে অনুরণিত হবে — আমার মুক্তি আলোয় আলোয়...

আজও অবহেলিত লাউগ্রাম পশপুরের শিল্পী গণেশচন্দ্র রায়

অসীম কুমার মিত্র

হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়া বিধানসভার রসিদপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পশপুর গ্রাম। যাকে অনেকেই লাউ গ্রাম বলেই জানে। এই গ্রামের বাসিন্দা গনেশচন্দ্র রায় একজন বিখ্যাত লাউ চাষী। যিনি লাউ চাষী থেকে বাদ্যযন্ত্রের শিল্পী পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন। লাউ চাষ থেকে লাউয়ের তৈরী বাদ্যযন্ত্র সেতার, তানপুরা, বীনার টিউনার ছিলেন তিনি। ব্যবসা সূত্রে গণেশ বাবুকে প্রায়ই যেতে হতো কলকাতা ছাড়াও দিল্লি, মহারাষ্ট্র ,এলাহাবাদ, লখনউ, পাঞ্জাব প্রভৃতি জায়গায়। সে সময় মহারাষ্ট্রের পান্ডলপুরে তানপুরা সেতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র তৈরীর উপযুক্ত লাউ পাওয়া যেত। তিনি মহারাষ্ট্রের মিরাজ (পাণ্ডলপুর) থেকে লাউয়ের বীজ এনে এখনকার বীজের সঙ্গে ক্রসবীড পদ্ধতিতে উন্নত জাতের লাউ তৈরি করেছিলেন। তিনি বলেন, তার তৈরি বাংলার এই লাউ মিরাজকে টেক্কা দিয়েছিল। সেই সময় তানপুরা বা সেতার তৈরীর জন্য মিরাজের লাউ কেউ আর তেমনভাবে কিনত না। আগে দামোদরের পূর্ব পাড় অবস্থিত হুগলি জেলার জঙ্গিপাড়া থানার পশপুর, রঞ্জপুর, চকগড়া, পালিয়াড়া (হাওড়া জেলা) গ্রামে ব্যাপকহারে হত এই লাউ চাষ। এখন আর সেভাবে হয় না। তবে তানপুরা বা অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র তৈরীর এই লাউ এখন পশপুর গ্রামেই বেশি চাষ হয়। গনেশ বাবুর কথায়, আগে যেসব জমিতে ব্যাপকভাবে লাউ চাষ হতো সেইসব জমির অধিকাংশ অংশেই এখন বিকল্প বা অন্য চাষ করতে হচ্ছে। সেতার, তানপুরা তৈরীর লাউয়ের খোল এখনও বিক্রি করেন গনেশবাবু, তবে খুবই অল্প স্বল্প। কিন্তু কিভাবে তৈরী করতে হয় এই বিশেষ ধরনের লাউ? সে প্রসঙ্গে গণেশ বাবু জানালেন — জমিতে বীজ ফেলতে হয় ভাদ্র - আশ্বিন মাসে। বীজ থেকে উৎপন্ন চারা তুলে রোপন করা হয় একমাস পরে কার্তিক মাসে। লাউ মাচাতে হয় আবার মাটিতেও হয়। মাটি ভেঙ্গে সমান করে কোন প্লাস্টিকের পাত্র বা থালা জাতীয় কিছু লাউয়ের নিচে বসাতে হবে, যাতে লাউয়ের তলার অংশটি গোলভাব বা সমান হয়। চৈত্র মাসে লাউ তোলা হয়। লাউ তোলার পর বাড়িতে এনে এক সপ্তাহ পর মুখ কেটে লাউয়ের বীজ ও সস্যল অংশ পৃথক করে নিতে হয়। ৫-৭ দিন পরে জলে ফেলা হয় লাউয়ের খোল লাউয়ের খোল অংশটিকে । জলে ৭ দিন থাকার পর তা তুলে নিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে ডাঙ্গায় রাখতে হয়। তারপর শুকনো করে ওই লাউ খোল গোডাউনে রাখা হয়।এগুলির বিভিন্ন মাপ বা সাইজ সম্পর্কে তিনি জানালেন লেডিজ তানপুরা ৪৭ক্ষ্ম বেড় (বি-ফ্ল্যাট) সি - সার্ফ বাড়ে তিন তানপুরা (৫৮"-৬০" বেড়) পৌনে চার তানপুরা । আবার বীণা (৫৮"-৬০" বেড়), সুর বাহার (৫০"-৫৩" বেড়) - এর সাইজ জানাতেই ভুললেন না ৮২ বছরের প্রধান এই শিল্পী মানুষটি। তিনি আরো জানালেন এ দেশের লাউ হলো ইন্ডিয়ান মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট প্রোডাক্ট। লাউ থেকে তৈরি করা হয় সেতার, তানপুরা, বীণা (বার্তা বীণা, রুদ্র বীণা, সরস্বতী বীণা), একতারা, সুরবাহার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র। এবং ওইসব বাদ্যযন্ত্রগুলি সম্পর্কে তার ধারণা যে কত স্পষ্ট বোঝা গেল তার কথায়। তিনি বলেন, মোট দ্বাদশ (১২) স্বর আছে যেগুলির দ্বারা সঙ্গীত জগৎ পরিচালিত হয়। তার মধ্যে শুদ্ধ স্বর সাতটি ,পাঁচটি বিকৃত স্বর। এই দ্বাদশ স্বর কে কন্ট্রোল করে যে,তার নাম তানপুরা। তানপুরা ও সেতার এর মধ্যে তফাৎ সম্পর্কে বললেন তানপুরা তৈরিতে লাগে বড় লাউয়ের সঙ্গে ঘোড়া নিমকাঠ (মোটা ডান্ডি)এর মোড় বা সংযুক্তি, ৪-৬ টা তার। সুর কন্ট্রোল করে তানপুরা। সেতার তৈরিতে লাগে মোট লাউয়ের সঙ্গে ঘোড়া নিমকাঠ (পাতলা ডান্ডি) এর মোড়, ২২ টি তার। সেতারে সব গানই বাজানো যায়। সেতার হলো মিউজিক যন্ত্র, এটিকে আজও কেউ অকেজো করতে পারেনি। গানবাজনা শিখতে হলে তানপুরাকে অবশ্যই সঙ্গী করতে হবে।

দামোদর বাঁধের পূর্ব পাড়ে অবস্থিত পশপুর বাংলো। বাংলার কিছুটা আগে পূর্ব দিক বরাবর একটি ঢালাই রাস্তা নিচের দিকে নেমে গেছে। ওই রাস্তা ধরে কিছুটা গেলেই গণেশবাবুর বাড়ি। গ্রামের সকলেই তাকে একডাকে চেনে। অসম্পূর্ণ দু তলা বাড়ি, বেশ বড়সড় বাড়িটি। সারা বাড়ি জুড়ে পড়ে রয়েছে ছোট বড় নানান সাইজের অসংখ্য লাউয়ের খোল (তুম্বা)। কথায় কথায় তিনি জানালেন, বাবার আমল থেকেই আমাদের লাউ চাষ শুরু। সেসময় আমাদের প্রায় দশ বিঘা জমিতে লাউ চাষ করা হত। এখন মন্দার বাজার খুবই সামান্য অংশে লাউ চাষ করতে হয়েছে লাউয়ের কদর আর আগের মত নেই এখন ওই ব্যবসা ক্রমশ লক হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দুর্দশার সীমা নেই খেতে পর্যন্ত পারছিনা এখন। খুবই আক্ষেপের কথাগুলি শোনালেন গণেশবাবু।

আগে গণেশ বাবুর বাড়িতেই তৈরি হতো লাউয়ের তানপুরা, সেতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র। এখন অবশ্য তা আর হয় না। এখন পশপুর গ্রামের সুশীল মিদ্দে, দিনু দোয়ারী তৈরি করেন লাউয়ের খোল থেকে সেতার, তানপুরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র। তবে তারা সেতার বা তানপুরার শুধুমাত্র বডি তৈরি করেন। পশপুর গ্রাম থেকে লাউ (লাউয়ের খোল বা তুম্বা) চালান যায় উলুবেড়িয়া, বরানগর, বেলঘড়িয়া,মধ্যমগ্রাম প্রভৃতি জায়গায়। ওইসব জায়গাতেই তৈরি হয় সম্পূর্ণ সে তার বা তানপুরার মত বাদ্যযন্ত্র গুলি। বর্তমানে বসপুর গ্রামের গণেশ রায়, তড়িৎ সিং, কাশি হাজরা এবং পাশের রঞ্জপুর গ্রামের নিতাই থামারীর মতো গুটিকয়েক ব্যক্তি লাউ চাষ করেন। গণেশ বাবু বললেন, লাউ থেকে তৈরি সেতার, তানপুরা বা অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সেই সোনালী অতীত আজ আর নেই ।বর্তমান ইলেকট্রনিক ইন্সট্রুমেন্ট এর দাপটে ক্রমশই হারিয়ে যাচ্ছে বঙ্গীয় প্রযুক্তিতে তৈরি লাউয়ের সেতার, তানপুরা বা বীণার মত বাদ্যযন্ত্র গুলি।যা খুবই চিন্তার বিষয়। কথায় কথায় গণেশবাবু জানালেন পন্ডিত রবিশঙ্করই হচ্ছেন (সেতার) শিল্পী হিসাবে তার কাছে আদর্শ। তিনি বলেন, পন্ডিত জি ভারতের বাইরে লন্ডন, আমেরিকা, প্রভৃতি দেশে গিয়ে লাউয়ের বাদ্যযন্ত্রগুলিকে জনপ্রিয় করে তোলেন। সে প্রায় আজ থেকে পঞ্চাশ বছর বা তার আগে। সেসময় এক অনুষ্ঠানে পেয়েছিলেন পন্ডিত রবিশংকরের সান্নিধ্য। নন-ম্যাট্রিক গণেশবাবুর কলকাতার সাউথ সিটি তে দোকান ছিল। বেনারসের লছমিকুণ্ডে দিলীপ শর্মার দোকানেও কাজ করেছেন বেশ কিছুদিন। ওই সব জায়গায় থেকে বিভিন্ন এলাকায় লাউ সরবরাহ করতেন। পরে কোন এক সময় তিনি এলাহাবাদের সরমন্দিরে লাউ এর এক প্রদর্শনীতে গিয়েছিলেন আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে। কিছু বছর আগে খোদ লন্ডন থেকে সাহেবরা এসেছিলেন গণেশ বাবুর গ্রামের বাড়িতে সাক্ষাৎকার নিতে তৈরি বাদ্যযন্ত্র গুলি সম্পর্কে। অথচ এহেন একজন শিল্পী মানুষ আজ পর্যন্ত কোনোরকম সরকারি স্বীকৃতি পাননি।পাননি কোনরূপ সরকারি অনুদান বা পেনশন।জোটেনি কোনো সম্বর্ধনাও।থেকে গেলেন এরকম অবহেলিত শিল্পী হিসেবেই।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বাড়ির ছেলে ফেরার আশায় উচ্ছ্বসিত বৃদ্ধ বাবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। সব কিছু ঠিক থাকলে তাড়াতাড়ি আলোর দেখা পাবেন সুড়ঙ্গে আটকে পড়া ৪১ জন শ্রমিক। শুধু তারাই নন, বাড়ির ছেলেকে কখন কাছে পাবেন সেই আশায় বুক বাঁধছেন তাঁদের পরিবারের লোকজনও। হুগলির নিমডিহির জয়দেব প্রামানিকও আটকে পড়া শ্রমিকদের মধ্যে একজন। জয়দেবের বাবা তাপসবাবুকে বৃহস্পতিবার খানিকটা নিশ্চিন্ত দেখাল। বাড়ির ছেলে বাড়ি ফিরবেন এই ভেবেই কিছুটা উচ্ছ্বসিত বৃদ্ধ বাবা। তবে এখনও

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেননি। আগে অন্ধকার থেকে বাইরে আসুক তারপর সব। নিজেই জানালেন তাপসবাবু। এদিন সকাল-সকালই দেখা গেল নিজের দোকান খুলেছেন জয়দেবের বাবা। একটি ছোট চায়ের দোকান রয়েছে তাঁর। ভোর হতেই সেখানে আনাগোনা শুরু হয়েছে স্থানীয় মানুষজনদের। বৃহস্পতিবার আবার ভিড় বেশি। প্রায় সকলেই জানতে চান জয়দেবের খবর। সেই কারণে তাঁরাও উৎসাহিত পাড়ার ছেলে কখন ফিরবে সেই আশায়। সুড়ঙ্গে জয়দেব আটকে পড়ার পর ছেলের চিন্তায় দোকান বন্ধ করে দিয়েছিলেন তাঁর বাবা। কিন্তু অভাবের সংসার। বেশিদিন দোকান বন্ধ রাখা যায় না। নয়তো, হেঁসেল টানবেন কী ভাবে? ছেলেকে কি এমন কাজে পাঠাবেন তিনি? প্রশ্ন শুনে আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ পাঠাব। ও মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে জয়ী হয়ে ফিরছে। আমি বাধা দেব না। ছেলেকে ঘরে বসিয়ে রাখলে চলবে না। ওর সাহসকে আমি নষ্ট করতে চাই না।' তিনি বললেন, 'আমাদের তো জমি জায়গা নেই। এইটুকু দোকান। দীর্ঘদিন সেই দোকান বন্ধ ছিল। ওর মা খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। কালকে খবর শোনার পর একটু উঠে বসেছে। আজ আমি দোকান খুলেছি।'

পুলিশ পরিচয় দিয়ে কেপমারি, সোনার গয়না খোয়ালেন প্রৌঢ়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সাদা পোশাকে পুলিশের ভুয়ো পরিচয় দিয়ে এক প্রৌঢ়ার কাছ থেকে সোনার গয়না হাতানোর অভিযোগ উঠল। বৃহস্পতিবার সাতসকালে মালদার ইংরেজবাজার শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কুটিটোলা এলাকায় এমন ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে ওই এলাকায় এসে পৌঁছয় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। পরে ওই বৃদ্ধার পক্ষ থেকে ইংরেজবাজার থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখেই তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই প্রৌঢ়ার নাম গায়েত্রী সরকার (৬০)। তাঁর বাড়ি ইংরেজবাজার শহরের মহেশমাটি এলাকায়। এদিন বিনয় সরকার রোড সংলগ্ন কুটিটোলা মোড়ে গায়েত্রী সরকার একটি টোটো করে মন্দিরে যাচ্ছিলেন। সেই সময় তিন জন যুবক নিজেদের পুলিশ পরিচয় দিয়ে দাঁড় করায়। নিরাপত্তা অজুহাত দেখিয়ে ওই বৃদ্ধার কাছ থেকে সোনার অলংকারগুলি খুলে তাদের কাছে জমা দিতে বলে। কিন্তু টোটো চালক কিছুটা আঁচ করতে পারলেও তাকেও পুলিশের ভয় দেখিয়ে থামিয়ে রাখা হয়। এরপরই সাদা কাগজে সেই গয়না মুড়িয়ে প্রৌঢ়াকে দিয়ে দেওয়া হয়। তারা চলে যেতেই গায়েত্রী কাগজের প্যাকেট খুলতেই দেখেন সব কটি গয়না নকল। এরপরই বিষয়টি নিয়ে হুলস্থুল পড়ে যায়।

ওই প্রৌঢ়ার মেয়ে দেবলীনা চক্রবর্তী জানিয়েছেন, প্রতিদিনের মতো মা এদিন সকালে মন্দির যাচ্ছিলেন। কুটিটোলা মোড়ের কাছে একটি টোটো ভাড়া করেন। সেই সময় তিন জন যুবক এসে টোটো থামিয়ে মাকে পুলিশের পরিচয় দেয় এবং গায়ের সমস্ত অলংকার খুলতে বলে। টোটো চালককেও ভয় দেখানো হয়। ওরা বলেছিল সাত সকালে এত গয়না পরে ঘোরাঘুরি করলে নিরাপত্তার সমস্যা রয়েছে। যেকোনো সময় ছিনতাই হতে পারে। মায়ের গলার দুই ভরি সোনার চেন, হাতের সোনার বালা এবং কিছু রুপোর গয়না তারা নিয়ে যায়। যার পরিমাণ প্রায় দেড় লক্ষ টাকা বলে দাবি তাঁর।

দেবলীনার কথায়, মালদা শহরের ব্যস্ত কুটিটোলা মোড়ে যদি সকালে এমন ঘটনা ঘটতে পারে তাহলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়। বিষয়টি নিয়ে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।এ নিয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলেন ইংরেজবাজার পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর উমা চৌধুরী। তিনিও বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

ইংরেজ বাজার থানার আইসি আশিস দাস জানিয়েছেন, সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। শীঘ্রই দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করা হবে।

চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোর শোভাযাত্রায় লরিতে সুসজ্জিত মেকানিক্যাল আলো

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দননগর: আলোর শহর চন্দননগর প্রস্তুতি নিচ্ছে তার সর্বশ্রেষ্ঠ আলোক সজ্জার জন্য। বৃহস্পতিবার একাদশীর দিন জগদ্ধাত্রী পুজোর শোভাযাত্রায় দেখা যাবে সেই সমস্ত আলোর খেলা। বড় বড় লরিতে সুসজ্জিত মেকানিক্যাল আলো নজর কাড়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। জোরকদমে চলছে শেষ মুহূর্তের কাজ। জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষে ঘরের আলো ফিরেছে ঘরে। বৃহস্পতিবার যখন বিষাদের সুর বাজবে, তখন রাস্তায় নামবে জনজোয়ার, যার মূল আকর্ষণ হল অনন্য সুন্দর আলোকসজ্জা দেখা। এই বছর কেন্দ্রীয় কমিটির মোট ৬২টি জগদ্ধাত্রী পুজো অংশগ্রহণ করবে শোভাযাত্রায়। মোট ২৩০টি লরিতে থাকবে সুসজ্জিত আলোকসজ্জা। পঞ্চমীর দিন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে সেই আলোকসজ্জা তৈরি করার কাজ। শেষ মুহূর্তের কাজ চলছে, সকল আলোকশিল্পী এখন নাওয়া-খাওয়া ভুলে ব্যস্ত শোভাযাত্রার মেকানিক্যাল আলো তৈরি করার জন্য। বড় বড় লরিতে তৈরি হচ্ছে মিকি মাউস, ড্রাগন। কোথাও আবার ফেয়ারিল্যান্ড ফুটিয়ে তোলা হবে। যা দেখতে বৃহস্পতিবার রাতে চন্দননগরের রাস্তার দু'পাশে জনতার ঢল। এই বিষয়ে এক আলোকশিল্পী জানান, পঞ্চমীর দিন থেকে শুরু হয়েছে আলো তৈরি করার কাজ। শেষ মুহূর্তের কাজ চলছে এখন জোরকদমে। নাওয়া-খাওয়া ভুলে তাঁরা ব্যস্ত আলো তৈরি করতে। সকাল ১০ টা থেকে কাজ শুরু করে রাত তিন-চারটে পর্যন্ত কাজ চলছে।

ঝাড়গ্রামেরও মামলায় নাম ভিকি যাদবের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: গাড়িতে অবৈধ ভাবে মহিষ পাচারের দায়ে গত ২ নভেম্বর পুলিশের হাতে আটক পিকআপ ভ্যান ও মহিষ ফেরত পাওয়ার জন্য ঝাড়গ্রাম আদালতে বৃহস্পতিবার দুপুর তিনটে নাগাদ হেয়ারিং ডেটে এলেন ভাটপাড়াতে খুন হওয়া তৃণমূল নেতা ভিকি যাদবের স্ত্রীর গাড়িচালক। বৃহস্পতিবার গাড়ি চালক পঙ্কজ উপাধ্যায় গাড়ি মালিকের হয়ে আটক গাড়ি ও মহিষ ফেরত পাওয়ার জন্য আবেদন করেন বলে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২ নভেম্বর ঝাড়গ্রামের ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর মহিষ পাচারের সময় ২১ টা মহিষ এবং কয়েকটি বাছুর সহ তিনটি পিকআপ ভ্যান আটক করে ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। আটক গাড়িগুলির মধ্যে একটি গাড়ি ভাটপাড়াতে খুন হওয়া তৃণমূল নেতা ভিকি যাদবের স্ত্রী নিলম যাদবের নামে ছিল। নিলম যাদবের নামে থাকা গাড়িতে মোষ পাচার করার অভিযোগে মানিকপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ গ্রেপ্তার ও আটক করে। অভিযোগ নিলম যাদবের নামে থাকা পিকআপ ভ্যানে ৭টি মহিষ পাচার করা হচ্ছিল। যার ওই সময়ে কোনও কাগজ ছিল না।

এরপর নিলম যাদব ঝাড়গ্রাম কোর্ট থেকে জামিন নেন। বৃহস্পতিবার ফের গাড়ি এবং গোরু সংক্রান্ত বিষয়ে ঝাড়গ্রাম আদালতে হাজিরা দেন গাড়ির চালক।

লেজার শোয়ে পুরাণের গল্পের সঙ্গেই অঙ্গদানের বার্তা

বনস্পতি দে

চন্দননগর: জগদ্ধাত্রী পুজো শেষ। উৎসবের আমেজকেই আরও জাঁকজমকে ভরিয়ে তুলতে চন্দননগরের মধ্যাঞ্চলে ছিল একটি অভিনব উদ্যোগ, লেজার শো। চারদিনব্যাপী এই লেজার শোয়ের থিম 'মনে রেখো'। একই থিম বেছে নেওয়া হয়েছে পুজোর মণ্ডপের জন্যও। যে লেজার শোয়ের মাধ্যমে পুরাণের নানা গল্পের সঙ্গেই অঙ্গদানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বার্তাকে তুলে ধরা হয়েছে।

'মনে রেখো' একটি নতুন ধরনের উদ্যোগ। শহরের বুকে অঙ্গদানের সচেতনতা প্রচারের উদ্দেশ্যে এই ধরনের প্রচারাভিযান আগে দেখা যায়নি। এই লেজার শোয়ের মাধ্যমে অঙ্গদানের মাধ্যমে যাঁরা জীবনদান করেছেন কোনও মানুষকে, তাঁদের ত্যাগ ও সাহসকে কুর্নিশ জানানো হয়েছে। সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন করা হয়েছে অঙ্গদানে এগিয়ে আসার জন্য। এই অভিনব উপস্থাপনা, যা বাংলার সংস্কৃতির উদযাপনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সামাজিক সচেতনতার গড়ে তোলারও এক অন্য ধারার প্রচেষ্টা। অনুষ্ঠানটির ভাষ্যপাঠ করেছেন মীর। স্বভাবতই অনুষ্ঠানের নতুনত্ব চোখ টেনেছে আমজনতার।

কিন্তু কেন এমন উদ্যোগ? সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে কোনও একটি উৎসবকে কেন্দ্র করে অঙ্গদানের গুরুত্বকে দর্শকদের মনে গেঁথে দেওয়াই মূল লক্ষ্য এই লেজার শোয়ের। সেই সঙ্গে শোয়ের এই মনকাড়া গল্পের মধ্যে ফুটে ওঠা অঙ্গদান এবং প্রাণ বাঁচানোর বার্তা, উদ্বুদ্ধ করবে দর্শকদের, যাতে তাঁরাও কারও জীবনের আশার প্রদীপ হিসেবে দেখা দিতে পারেন। কেউ এই উদ্যোগ ও প্রক্রিয়ার অংশ হতে চাইলে নারায়ণা হেলথের ওয়েবসাইটে নাম নথিভুক্ত করিয়ে অঙ্গদানের জন্য এগিয়ে আসতে পারেন। নোটো-র মাধ্যমে অস্ত্রোপচার নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেন যাঁরা, তাঁদের সঙ্গে পরিচয় ও যোগাযোগের ব্যবস্থাও করে দেওয়া হবে এরপরেই।

আত্মঘাতী ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হলেন এক ব্যক্তি। মৃতের নাম লক্ষ্মীরাম কিস্কু। মেমারি থানার অন্তর্গত মগলামপুর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২১ নভেম্বর বেলা ১২টা নাগাদ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তুমুল অশান্তি শুরু হয়। এরপরেই বিষ খান লক্ষ্মীরাম কিস্কু। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে মেমারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। চিকিৎসা চলাকালীন হাসপাতালেই মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির।

পোকার আক্রমণেই নাজেহাল কৃষকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিভিন্ন ধরনের ধানের পাশাপাশি এই জেলায় খাস ধানেরও চাষ হয়। এর পোশাকি নাম গোবিন্দভোগ। আর এই ধানের বৈশিষ্ট্যই হল, এটির গন্ধ। বর্তমানে এই অপূর্ব গন্ধযুক্ত ধানের চাল বাঙালি সমাজের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই থাকে। আর এতেই লাভবান হন গোবিন্দভোগ চাল উৎপাদনকারী চাষিরা। কিন্তু সেই আশায় এবার জল ঢেলে দিয়েছে শোষক পোকা। শোষক পোকার আক্রমণেই নাজেহাল পূর্ব বর্ধমানের কৃষকরা।

আগে এই সুগন্ধি ধানের খুব ভালো দাম পাওয়া যেত। কিন্তু এখন দাম অনেকটাই কম। আর যে ভাবে শোষক পোকা মাঠের পর মাঠ ধানে লেগে গিয়েছে, তাতে লাভের মুখ দেখবেন না বলেই মনে করছেন কৃষকরা। এবার তেমন দাম পাবেন না বলেই জানিয়েছেন পূর্ব বর্ধমানের বুজরুক দীঘি এলাকার কৃষক উত্তম দলুই। তাঁর দাবি, জেলার বাইরে সারা রাজ্যজুড়ে এই গোবিন্দভোগ বা খাস ধান থেকে তৈরি চালের জনপ্রিয়তা রয়েছে। কেউ কেউ এই চাল দিয়েই নানান পদ রান্না করেন।

এমনকি দক্ষিণ ভারতে গোবিন্দভোগ চালের একটা বড় কদর আছে। পায়েস তৈরিতে অনেকে এটি ব্যবহার করেন। সব মিলিয়ে এর কদর এর গন্ধের কারণে। কিন্তু কদর যতই হোক না কেন, ধানে যে ভাবে শোষক পোকা লেগেছে তাতে বিপুল ক্ষতির আশঙ্কা করছেন চাষিরা। আমনের ফলন ব্যাপক হারে মার খাবে বলে আশঙ্কা করছেন তাঁরা। যার জেরে মাথায় হাত পূর্ব বর্ধমানের কৃষকদের।

বর্ধিত বিল এবং স্মার্ট মিটার রুখতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: বিপুল হারে বর্ধিত বিল, বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করা এবং স্মার্ট মিটার প্রতিরোধে বৃহস্পতিবার কয়েকশো বিদ্যুৎ গ্রাহক সংশ্লিষ্ট বিভাগের রিজিওন্যাল ম্যানেজারের দপ্তরের সামনে তুমুল বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। মেদিনীপুর রেল স্টেশন থেকে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিশাল বিক্ষোভ মিছিল শহর পরিক্রমা করে জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে উপস্থিত হয়। বিক্ষোভকারীরা ক্ষুদিরাম মোড়ে প্রায় ৪০ মিনিট পথ অবরোধ করেন। পোড়ানো হয় বিদ্যুৎ দপ্তর ও সরকারের জারি করা ট্যারিফ অর্ডার ২০২৩।

বিক্ষোভরত বিদ্যুৎগ্রাহকদের অভিযোগ, ফিক্সড চার্জ, মিনিমাম চার্জ, ভিসি-আরসি চার্জ ও সরকারি ডিউটি বসিয়ে গ্রাহকদের বাড়িতে বিপুল অংকের বর্ধিত বিল পাঠানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে স্মার্টলি টাকা লুঠের যন্ত্র স্মার্ট প্রিপেইড মিটার বসানোর তোড়জোড় শুরু হয়েছে। তারই প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। অগ্নিসংযোগ করেন এবিইসিএ-র রাজ্য সহ-সভাপতি মধুসূদন মান্না। সেই সময় পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে গ্রাহকদের বাদানুবাদ হয়। এরপর বিক্ষোভ মিছিল রিজিওন্যাল ম্যানেজারের দপ্তরের সামনে পৌঁছয়। সেখানে বিশাল পুলিশ বাহিনী আগে থেকেই মোতায়েন ছিল। তাদের সঙ্গে গ্রাহকদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। বিক্ষুব্ধ গ্রাহকরা গোটা এলাকা অবরুদ্ধ করে। চলে বিক্ষোভসভা এরপর মধুসূদন মান্নার নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল রিজিওন্যাল ম্যানেজারের কাছে এবং এবিইসিএ-র জেলা আহ্বায়ক চন্ডী হাজরার নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল জোনাল ম্যানেজারের নিকট ডেপুটেশন দেন।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
রোজি টাওয়ার্স প্রাইভেট লিমিটেড
CIN : U45203WB1992PTC055745
রেজিস্টার্ড অফিস : ৯, পার্সি চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১,
ফোন : ০৩৩-৪০১১৫১০০,
ইমেল : sec.aksgroup@gmail.com

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ইস্যুকৃত মেসার্স আইকোনিক এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেডের নামে (CIN No : U45203WB1992PTC055745) রেজিস্ট্রেশন নং বি.০৫.০১২০২ মূল সার্টিফিকেট হারিয়ে গিয়েছে আমাদের অফিসের কর্মীর হেফাজত থেকে ৯, পার্সি চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে কোম্পানির কর্পোরেট অফিসে ১৬, মেফেয়ার রোড, কলকাতা-৭০০০১৯ যাচ্ছিলেন তখন হারিয়ে যায়, সকল রকমের চেষ্টা সত্ত্বেও হারিয়ে যাওয়া সার্টিফিকেট পাওয়া যায়নি।
কোনও ব্যক্তি উক্ত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে আমাদের রেজিস্টার্ড অফিস মেসার্স রোজি টাওয়ার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৯, পার্সি চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ ঠিকানায় ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে বা যোগাযোগ করুন ০৩৩- ৪০১১৫১০০ নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের খোঁজ পাওয়া ব্যক্তিকে আশ্বস্ত করা হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেটের অবস্থান সম্পর্কে গোপনীয়তা বজায় রাখা হবে।
কিন্তু সার্টিফিকেট পাওয়া না গেলে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের অনুলিপি পাওয়ার জন্য সকল রকমের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
সংশ্লিষ্ট অসুবিধাজনক অবস্থা সৃষ্টিতে আমরা অনুতপ্ত, এরফলে আমাদের মক্কেল এবং স্বত্ব দখলকারীদের পরিষেবায় কোনও প্রভাব পড়বে না এবং শ্রেষ্ঠ পরিষেবা প্রদানে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

স্বা/-
সরোজ সরাফ
ডিরেক্টর
ডিন- ০০৪১৮৭১৮
তারিখ : ২৪/১১/২০২৩
স্থান : কলকাতা

NOTICE
Scionara Finvest Private Limited
16, Jamuna Lal Bajaj Street, Kolkata – 700007.
CIN: U51225WB1991PTC051834
NBFC Code. CAL02259

NOTICE is hereby given that the Original Non-Banking Financial Certificate (CoR) issued by the Reserve Bank of India has been reported as lost/ stolen/ misplaced/ not traceable and the Director(S) thereof have applied to the Reserve Bank of India for issue of a Duplicate (CoR).

After issuance of duplicate (CoR) the original (CoR) shall stand cancelled and any person dealing with the original (CoR) shall be doing so at his/her own risk as to costs and consequences and the company will not be responsible for it in any way.

The public is hereby warned against dealing in anyway against mis-utilisation of the (CoR) by unscrupulous elements and is requested to return the lost (CoR) if found to the Registered office mentioned above.

Place: Kolkata
For Scionara Finvest Private Limited
s/d-
Director

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
তিরুপতি কোল ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড
CIN : U51909WB1986PTC041105
রেজিস্টার্ড অফিস : ৯, পার্সি চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-৪০১১৫১০০,
ইমেল : sec.aksgroup@gmail.com

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ইস্যুকৃত মেসার্স তিরুপতি কোল ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেডের নামে (CIN No : U51909WB1986PTC041105) রেজিস্ট্রেশন নং বি.০৫.০২৭১৩ মূল সার্টিফিকেট হারিয়ে গিয়েছে আমাদের অফিসের কর্মীর হেফাজত থেকে ৯, পার্সি চার্চ স্ট্রিট,কলকাতা-৭০০০০১ থেকে কোম্পানির কর্পোরেট অফিসে ১৬, মেফেয়ার রোড, কলকাতা-৭০০০১৯ যাচ্ছিলেন তখন হারিয়ে যায়, সকল রকমের চেষ্টা সত্ত্বেও হারিয়ে যাওয়া সার্টিফিকেট পাওয়া যায়নি।
কোনও ব্যক্তি উক্ত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে আমাদের রেজিস্টার্ড অফিস মেসার্স তিরুপতি কোল ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, ৯, পার্সি চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ ঠিকানায় ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে বা যোগাযোগ করুন ০৩৩-৪০১১৫১০০ নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের খোঁজ পাওয়া ব্যক্তিকে আশ্বস্ত করা হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেটের অবস্থান সম্পর্কে গোপনীয়তা বজায় রাখা হবে।
কিন্তু সার্টিফিকেট পাওয়া না গেলে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের অনুলিপি পাওয়ার জন্য সকল রকমের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
সংশ্লিষ্ট অসুবিধাজনক অবস্থা সৃষ্টিতে আমরা অনুতপ্ত, এরফলে আমাদের মক্কেল এবং স্বত্ব দখলকারীদের পরিষেবায় কোনও প্রভাব পড়বে না এবং শ্রেষ্ঠ পরিষেবা প্রদানে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

স্বা/-
সরোজ সরাফ
ডিরেক্টর
ডিন- ০০৪১৮৭১৮
তারিখ : ২৪/১১/২০২৩
স্থান : কলকাতা

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
আইকনিক এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড
CIN : U51909WB1991PTC052303
রেজিস্টার্ড অফিস : ৯, পার্সি চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-৪০১১৫১০০,
ইমেল : sec.aksgroup@gmail.com

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ইস্যুকৃত মেসার্স আইকোনিক এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেডের নামে (CIN No : U51909WB1991PTC052303) রেজিস্ট্রেশন নং বি.০৫.০১৩৩২ মূল সার্টিফিকেট হারিয়ে গিয়েছে আমাদের অফিসের কর্মীর হেফাজত থেকে ৯, পার্সি চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১থেকে কোম্পানির কর্পোরেট অফিসে ১৬, মেফেয়ার রোড, কলকাতা-৭০০০১৯ যাচ্ছিলেন তখন হারিয়ে যায়, সকল রকমের চেষ্টা সত্ত্বেও হারিয়ে যাওয়া সার্টিফিকেট পাওয়া যায়নি।
কোনও ব্যক্তি উক্ত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে আমাদের রেজিস্টার্ড অফিস মেসার্স আইকোনিক এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড, ৯, পার্সি চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ ঠিকানায় ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে বা যোগাযোগ করুন ০৩৩-৪০১১৫১০০ নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের খোঁজ পাওয়া ব্যক্তিকে আশ্বস্ত করা হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেটের অবস্থান সম্পর্কে গোপনীয়তা বজায় রাখা হবে।
কিন্তু সার্টিফিকেট পাওয়া না গেলে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের অনুলিপি পাওয়ার জন্য সকল রকমের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
সংশ্লিষ্ট অসুবিধাজনক অবস্থা সৃষ্টিতে আমরা অনুতপ্ত, এরফলে আমাদের মক্কেল এবং স্বত্ব দখলকারীদের পরিষেবায় কোনও প্রভাব পড়বে না এবং শ্রেষ্ঠ পরিষেবা প্রদানে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

স্বা/-
নোয়েল পোদ্দার
ডিরেক্টর
ডিন- ০২০৭৫৪৪৬
তারিখ : ২৪/১১/২০২৩
স্থান : কলকাতা

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
হেমা এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড
CIN : U27109WB1990PTC049278
রেজিস্টার্ড অফিস : ৯, পার্সি চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-৪০১১৫১০০,
ইমেল : sec.aksgroup@gmail.com

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ইস্যুকৃত মেসার্স আইকোনিক এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেডের নামে (CIN No : U27109WB1990PTC049278) রেজিস্ট্রেশন নং বি.০৫.০১৫৪ মূল সার্টিফিকেট হারিয়ে গিয়েছে আমাদের অফিসের কর্মীর হেফাজত থেকে ৯, পার্সি চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে কোম্পানির কর্পোরেট অফিসে ১৬, মেফেয়ার রোড, কলকাতা-৭০০০১৯ যাচ্ছিলেন তখন হারিয়ে যায়, সকল রকমের চেষ্টা সত্ত্বেও হারিয়ে যাওয়া সার্টিফিকেট পাওয়া যায়নি।
কোনও ব্যক্তি উক্ত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে আমাদের রেজিস্টার্ড অফিস মেসার্স হেমা এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড, ৯, পার্সি চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ ঠিকানায় ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে বা যোগাযোগ করুন ০৩৩-৪০১১৫১০০ নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের খোঁজ পাওয়া ব্যক্তিকে আশ্বস্ত করা হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেটের অবস্থান সম্পর্কে গোপনীয়তা বজায় রাখা হবে।
কিন্তু সার্টিফিকেট পাওয়া না গেলে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের অনুলিপি পাওয়ার জন্য সকল রকমের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
সংশ্লিষ্ট অসুবিধাজনক অবস্থা সৃষ্টিতে আমরা অনুতপ্ত, এরফলে আমাদের মক্কেল এবং স্বত্ব দখলকারীদের পরিষেবায় কোনও প্রভাব পড়বে না এবং শ্রেষ্ঠ পরিষেবা প্রদানে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

স্বা/-
রাহুল জৈন
ডিরেক্টর
ডিন- ০৮৬৮৩৩২৩
তারিখ : ২৪/১১/২০২৩
স্থান : কলকাতা

সাধারণ নোটিশ

সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে মেহতাব আখতার পিতা ঈশ্বর আখতার হোসেনের ঠিকানা : 28, এস. এম. রোড, চাপদানি, P.O : বৈদ্যবাটি, P.S. ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ পিন- 71222, বাস্তু জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেলের একক এবং নিরঙ্কুশ মালিক বলে দাবি করে, পরিমাপ প্রায় 1 ছটা 11 ছটাক Sq.ft. RCC এর সাথে একসাথে। একতলা ভবন প্রায় 1200 Sq.ft এবং 2 ছটাক 13 Sq.ft. একসঙ্গে দোকান ঘর সম্পর্কে পরিমাপ সঙ্গে 103 বর্গফুট আচ্ছাদিত এলাকাটি আর. এস -এর অন্তর্ভুক্ত বা গঠনের অংশে কম-বেশি একই হতে পারে। দাগ নং 3607 এবং এল.আর দাগ নং 3710 , আর. এস এর অধীনে খতিয়ান নং 973 এবং এল.আর খতিয়ান নং 1397/3, বর্তমান এলআর। মৌজায় খতিয়ান নং 12254 - গৌরহাটি- চাপদানি, জে. এল নং 221, আর.এস. নং , শীট নং 18, হোল্ডিং না 28/1, এস.এম. থানার অধীন রোড - ভদ্রেশ্বর, ওয়ার্ড নং 7 এর অধীনে, এর সীমানার মধ্যে চাপদানি পৌরসভা, এডিএসআর চন্দননগর এবং ডিএসআর হুগলি, হুগলি জেলা, পশ্চিমবঙ্গ, (এর পরে "সেইড প্রপার্টি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং সাইড বন্ধক রাখার প্রস্তাব দিয়েছে। আমার ক্লাইন্ড এর পক্ষে নিরাপত্তা হিসাবে সম্পত্তি, যা একটি নেতৃস্থানীয় হাউজিং ফাইন্যান্স কোম্পানি, নির্দিষ্ট ঋণ/ক্রেডিট সুবিধা গ্রহণের বিপরীতে যে কোনো ব্যক্তি(দের) যে কোনো অধিকার, শিরোনাম, দাবি বা কোনো প্রকৃতির স্বার্থ আছে যেটি উক্ত সম্পত্তিতে অথবা এর কোনো অংশ এতদ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারীকে লিখিতভাবে আপত্তি জানানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে 14 দিনের মধ্যে এর সমর্থনকারী নথি বা অন্য কোনো কারো দ্বারা এই ধরনের দাবি বিবেচনা করা হবে না এবং মওকুফ করা হয়েছে বলে মনে করা হবে এবং/অথবা পরিত্যক্ত এবং আমার ক্লায়েন্ট নিরাপত্তা হিসাবে বন্ধকের মাধ্যমে উক্ত সম্পত্তি গ্রহণ করতে এগিয়ে যাবে এবং তারপরে কোন প্রকারের কোন দাবি বা আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।

সুশান্ত মজুমদার,
অ্যাডভোকেট
এম এম এসোসিয়েটস
কর্নানি ম্যানশন
রুম নং- 528, 5ম তলা
27A, কর্নানি ম্যানশন, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-
ইমেইল আইডি mmassociates8@gmall.com
ফোন নম্বর + 91- 9874471552

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

SBI Stressed Assets Management Branch-II, "Jeevan Deep", 10th Floor, 1, Middleton Street, Kolkata – 700071.

সংশোধনী

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ অধীনে আমাদের বিজ্ঞাপন যা ২৩.১১.২০২৩ তারিখের ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এবং একদিন সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল, ঋণগ্রহীতা : মেসার্স শ্রী বালমুকুন্দ পলিপ্লাস্ট প্রা লি এর ২য় সম্পত্তি দলিল নং পড়তে হবে ১০৫৪৮ দলিল নং ১০৫৪৭ এর পরিবর্তে। পূর্বের বিজ্ঞাপনের অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকছে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

SBI Stressed Assets Recovery Branch (SARB), Kolkata, Jeevandeep Building, 1, Middleton Street, Kolkata – 700071

সংশোধনী

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ অধীনে আমাদের বিজ্ঞাপন **২১.১০.২০২৩ তারিখের টেলিগ্রাফ এবং একদিন সংস্করণে** প্রকাশিত এর নিলামের তারিখ **২৪.১১.২০২৩, ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স পুরুলিয়া কেমিক্যালস প্রা লি** এর সমুদয় সম্পত্তি স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, এসএআরবি কলকাতা কর্তৃক অনিবার্য কারণে প্রত্যাহার করা হল। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

ফর্ম বি
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১২ অধীনে) মেসার্স ত্রিপুরারি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

নং	বিবরণাদি	বিস্তারিত
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	ত্রিপুরারি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	০১.০৫.২০০৮
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U70109WB2008PTC125328
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	৪, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ সরণি, ৪র্থ তল রুম নং ৩০৩, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির তারিখ	২০.১১.২০২৩
৭.	কর্পোরেট ডেটরের দেউলিয়া শুরুর তারিখ	২০.১১.২০২৩
৮.	লিকুইডেটর হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	রশমি ছাউছারিয়া IBBI/IPA-001/IP-P02016/2020-2021/13148
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	**রেজিস্টার্ড অফিস :** ২এ, নন্দলাল জিউ রোড, কলকাতা - ৭০০০২৬, পশ্চিমবঙ্গ rashmi.chhawchharia@gmail.com
১০.	লিকুইডেটরের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট ১এ, ১২এ, সুহাসিনি গাঙ্গুলি সরণি, কলকাতা - ৭০০০২৫ ইমেল : **cirp.tripurari@gmail.com** rashmi.chhawchharia@gmail.com
১১	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	**২০.১২.২০২৩**

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে **ত্রিপুরারি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড**-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ২০ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে।
ত্রিপুরারি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি **২০.১২.২০২৩** তারিখে লিকুইডেটরের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।
যদি কোনো বিনিনয়োগকারী লিকুইডেশন প্রক্রিয়া চলাকালীন তার দাবি জমা না দেয়, ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপটি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য দেউলিয়া প্রক্রিয়া) রেগুলেশনস-এর ৩৮ ধারা অধীনে কর্পোরেট দেউলিয়া রেজোলিউশন প্রক্রিয়া চলাকালীন এই ধরনের বিনিয়োকারী দ্বারা জমা দেওয়া দাবিগুলিকে গণ্য করা হবে।

স্বা/-
শ্রীমতি রশমি ছাউছারিয়া
ইনসলভেন্সি পেশাদার
স্থান : কলকাতা আইবিবিআই রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P-02016/2020-2021/13148
তারিখ : ২৪.১১.২০২৩ এএফএ নং AA1/13148/02/210624/105848, বৈধ ২১.০৬.২০২৪ পর্যন্ত

বহুলা ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
(পূর্বতন ভারা ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড)
CIN : U72900WB2014PTC199722
লিকুইডেটরের ঠিকানা : অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট ১এ, ১২এ, সুহাসিনি গাঙ্গুলি সরণি, কলকাতা - ৭০০০২৫
যোগাযোগ : +৯০০৭২০৫১৪৫, ইমেল : rashmi.chhawchharia@gmail.com/cirp.bahula@gmail.com

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড অধীনে বিক্রয় নোটিশ

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস : ২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলকাতা পব ৭০০০০৭ ভারত
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে **বহুলা ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড** (দেউলিয়াগ্রস্ত) ('কোম্পানি') **চালু সংস্থা** হিসেবে (দায় ব্যতীত এবং নগদ এবং ব্যাঙ্কের আমানত ব্যতীত) ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ এবং সিডিউল ১ এর সাব রেগুলেশন (১) এবং রেগুলেশন ৩২(ডি) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সম্মিলিত সম্পদ (ইক্যুইটি শেয়ার সহ) অথবা রেগুলেশন ৩২-এর ক্লজ (ই) অনুযায়ী বিক্রির জন্য আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান করা হচ্ছে দুই ব্লকে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে।

ব্লক নং	সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য
ক	**কর্পোরেট ডেটর চালু সংস্থা হিসেবে (দায় ব্যতীত এবং নগদ এবং ব্যাঙ্ক আমানত ব্যতীত)** ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশনসের (সংশোধিত ১৬.০৯.২০২২ পর্যন্ত) রেগুলেশন ৩২(ই) অনুযায়ী			
	বহুলা ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন কোম্পানি চালু সংস্থা হিসেবে (দায় ব্যতীত এবং নগদ এবং ব্যাঙ্ক আমানত ব্যতীত) 'যেখানে যে অবস্থায় আছে, যেখানে যা আছে, যেখানে যেমন অবস্থায় আছে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'	১,৮৭,২০,০০০.০০ টাকা (এক কোটি সাতাশি লাখ কুড়ি হাজার টাকা)	১৮,৭২,০০০ টাকা (আঠারো লাখ বাহাত্তর হাজার)	১ লাখ টাকা (এক লাখ টাকা)
	কোনও কারণে ই-নিলাম ব্লক-এ অধীনে সফল হলে পরবর্তীতে ই-নিলাম প্রক্রিয়া ব্লক-বি অধীনে স্বাভাবিকভাবেই বাতিল হবে।			
খ	সংশ্লিষ্ট সম্মিলিত সম্পদ ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশনসের (সংশোধিত ১৬.০৯.২০২২ পর্যন্ত) রেগুলেশন ৩২(ডি) অধীনে 'যেখানে যে অবস্থায় আছে, যেখানে যা আছে, যেখানে যেমন অবস্থায় আছে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত' বিক্রি করা হবে			
	ভারা ইনফ্রোভেট প্রাইভেট লিমিটেড, CIN U30009WB1999PTC090277-এর শেয়ারসমূহ - ৯৯৩২০টি ইক্যুইটি শেয়ার, প্রাথমিক মূল্য ১০ টাকা	১,৮৭,২০,০০০.০০ টাকা (এক কোটি সাতাশি লাখ কুড়ি হাজার টাকা)	১৮,৭২,০০০ টাকা (আঠারো লাখ বাহাত্তর হাজার)	১ লাখ টাকা (এক লাখ টাকা)

নিলাম প্রক্রিয়ার দ্রষ্টব্য :
১. নিলামের তারিখ এবং সময় ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ ব্লক-এ-এর জন্য : ২৪.১২.২০২৩ বেলা ১১.৩০টা থেকে ১.৩০টা পর্যন্ত এবং ব্লক-বি-এর জন্য ২৪.১২.২০২৩ বেলা ২.৩০টা থেকে বেলা ৪.৩০টা পর্যন্ত
২. উপযুক্ততার নথি দাখিলের শেষ তারিখ : ০৮.১২.২০২৩
৩. নিলাম প্রক্রিয়াধীন অধীন সম্পদের পর্যবেক্ষণের শেষ তারিখ : ২০.১২.২০২৩
৪. ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : ২২.১২.২০২৩ বিকেল ৫টার মধ্যে
৫. ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২৪.১২.২০২৩ উল্লিখিত বিস্তারিত মতে
দ্রষ্টব্য : আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান দাখিলের পূর্বে ই-নিলাম প্রক্রিয়ার তথ্য নথি সম্পর্কে সম্মত হওয়া এবং নিয়ম এবং শর্তাদি অনলাইন ই-নিলামের, ই-নিলাম ডাক ফর্ম, উপযুক্ততার যোগ্যতাবলী, ডাকদাতা কর্তৃক ঘোষণা ইত্যাদি ভালোভাবে জেনে নিতে। **ইওআই নথি পাওয়া যাবে ইমেল cirp.bahula@gmail.com** থেকে।

স্বা/-
রশমি ছাউছারিয়া
বহুলা ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিষয়ে লিকুইডেটর
আইবিবিআই রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P02016/2020-21/13148
এএফএ বৈধ ২১.০৬.২০২৪ পর্যন্ত
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৪.১১.২০২৩ ইমেল আইডি : rashmi.chhawchharia@gmail.com/cirp.bahula@gmail.com

SBFC SMALL BUSINESS FINCREDIT

এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস:- ইউনিট নং ১০৩, ২য় তল, সি অ্যান্ড বি স্কোয়ার, সঙ্গম কমপ্লেক্স, সিটিএস নং ৯৫এ, ১২৭, আন্ধেরি কুরলা রোড, গ্রাম চাকালা, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৫৯। টেলিফোন: +৯১২২৬৭৮৭৫৩০০। ফ্যাক্স: +৯১ ২২৬৭৮৭৫৩৩৪
www.SBFC.com। কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর: U67190MH2008PTC178270

জনবিজ্ঞপ্তি

জনসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড ৩০.১১.২০২৩ তারিখে এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেডে সকাল ১০:৩০টায় বন্ধক সোনার অলঙ্কারগুলির নিলাম পরিচালনা করবে। ঠিকানা : চাঁপাডালি মোড়, বারাসত, পোঃ+থানা- বারাসত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, সেনকো গোল্ড -এর নিকটে, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১২৪।
এই সকল সোনার অলঙ্কারগুলি আমাদের গ্রাহকদের লোন অ্যাকাউন্টের যারা তাদের দেয় দিতে খেলাপ করেছেন। নিলাম সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি এইসকল ঋণগ্রহীতাদের কাছে যথাযথভাবে পাঠানো হয়েছে। গ্রাহকদের এইসকল সোনার গহণাসমূহ আমাদের বিভিন্ন ওভারডিউ লোন অ্যাকাউন্ট-এর যা নিম্নে বর্ণনা করা হল তাদের শাখা নাম সহ।

বারাসত শাখার নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ৩০.১১.২০২৩ তারিখ সকাল ১০:৩০ মিঃ, এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড, শাখার ঠিকানা: চাঁপাডালি মোড়, বারাসত, পোঃ+থানা- বারাসত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, সেনকো গোল্ড -এর নিকটে, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১২৪ -তে।
শাখা - বারাসত : AP00329094, AP00334499, AP00339094, AP00354613, AP00355875, AP00377159, AP00434248, AP00439446, AP00439629, AP00458047, AP00467415, AP00467779, AP00471742, AP00470552, AP00486071, AP00487881, AP00504296, AP00509636, AP00511161, AP00511364, AP00513878, AP00516533, AP00522135, AP00541007, AP00546385, AP00547108, AP00552444, AP00567323, AP00568519

ডালহৌসি শাখার নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ৩০.১১.২০২৩ তারিখ সকাল ১০:৩০ মিঃ, এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড, স্টিফেন হাউজ, ইউনিট নং ৬ই, আরএন মুখার্জি রোড, বিড়লা বিল্ডিংয়ের বিপরীতে, কলকাতা-৭০০০০১ -তে।
শাখা - কলকাতা : AP00301127, AP00414072, AP00431289, AP00440621, AP00450632, AP00458347, AP00466934, AP00467120, AP00467327, AP00469719, AP00490741, AP00493517, AP00495012, AP00512288, AP00519953, AP00529030, AP00531351, AP00533699, AP00538968, AP00539533, AP00545739, AP00546984, AP00547964

দুর্গাপুর শাখার নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ৩০.১১.২০২৩ তারিখ সকাল ১০:৩০ মিঃ, এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড, সুরেশ ম্যানসন, নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৭১৩২১৩ (কোহিনুর রেস্টুরেন্টের বিপরীতে)।
শাখা - দুর্গাপুর : AP00200212, AP00210615, AP00278972, AP00290424, AP00304711, AP00313202, AP00368164, AP00372390, AP00378000, AP00385280, AP00437936, AP00459909, AP00457153, AP00467581, AP00469697, AP00475726, AP00493611, AP00495063, AP00495395, AP00503252, AP00513600, AP00529726, AP00531300, AP00541691, AP00546043, AP00546526, AP00548688, AP00548565, AP00549145

গড়িয়া শাখার নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ৩০.১১.২০২৩ তারিখ সকাল ১০:৩০ মিঃ, এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড, ৩ নং গড়িয়া বোরাল মেইন রোড, ২য় তল, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, গড়িয়া, কলকাতা - ৭০০০৮৪, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গ -তে।
শাখা - গড়িয়া : AP00301250, AP00340579, AP00447283, AP00479688, AP00495026, AP00511687, AP00512732, AP00556229, AP00567340, AP00580291

শিলিগুড়ি শাখার নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ৩০.১১.২০২৩ তারিখ সকাল ১০:৩০ মিঃ, এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড, সিটি প্লাজা বিল্ডিং, ২য় তল, পায়েল সিনেমা হলের বিপরীতে, সেভক রোড, শিলিগুড়ি, জেলা - দার্জিলিং-৭৩৪০০১ -তে।
শাখা - শিলিগুড়ি : AP00293014, AP00301570, AP00305261, AP00335834, AP00339921

বিশদে জানতে, অনুগ্রহ করে এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড-এ যোগাযোগ করুন, যোগাযোগ নম্বর: ১৮০০-১০২-৮০১২ (আগাম বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকে নিলামে অ্যাকাউন্টের সবর্তন এবং/ নিলাম মুলতুবী রাখা / বাতিল করার অধিকার এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড দ্বারা সংরক্ষিত।)

কালনা পুরসভার পুরপ্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা বিক্ষুব্ধদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা পুরসভার পুরপ্রধান আনন্দ দত্তের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে ১৪ জন কাউন্সিলরের একটি সম্মিলিত চিঠি বুধবার ই-মেল মারফত জেলাশাসক, মহকুমা শাসক ও কালনা পুরসভায় পাঠালেন বিক্ষুব্ধ কাউন্সিলরা।

উল্লেখ্য, কালনা পুরসভায় ১৮টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৭টি ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। কেবলমাত্র কালনার দু'নম্বর ওয়ার্ডের সিপিএম প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। আর এই ১৭ জনের মধ্যে তিনজন ছাড়া বাকি ১৪ জন কাউন্সিলর পুরপ্রধান বিরুদ্ধে অনাস্থা নিয়ে এসে চিঠি পাঠিয়েছেন উচ্চ আধিকারিকদের কাছে।

এই প্রসঙ্গে কালনা পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা কালনা শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এই পুরপ্রধানের আমলে কাজের গতি থেমে গিয়েছে। তাঁরা ঠিকমতো কাজ করতে পারছেন না। একই সঙ্গে পুরপ্রধান ঠিক সময় অফিসে আসেন না বলে অভিযোগ। যার ফলে মানুষের কাছে তাঁদের কথা শুনতে হচ্ছে। সেই কারণেই এই অনাস্থা। যদিও এই প্রসঙ্গে বাকি কাউন্সিলরদের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। আর এই চিঠির সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন' পত্রিকা।

বিয়ের দাবিতে প্রেমিকার ধরনা, ভাঙচুরে মারধরে উত্তেজনা, ধৃত ৬

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বিয়ে করার দাবিতে প্রেমিকের বাড়ির সামনে ধরনায় বসেছিলেন প্রেমিকা। বুধবার রাতে প্রেমিক শেখ শাহিদ ইমামের বাড়িতে প্রেমিকা জোর করে ঢুকতে যান। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধন্ধুমার বেধে যায়। যুবতীর পরিচিত স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা যুবকের বাড়িতে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। হাতাহাতির ও অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় মহিলা-সহ একটি ছয় মাসের শিশু জখম হয়েছে বলে অভিযোগ। খানাকুল থানার পুলিস এসে পরিস্থিতি সামলায়। ঘটনায় জড়িত ছয় জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

খানাকুলের চালতাপুর গ্রামে প্রেমিকার ধরনা ঘিরে কয়েকদিন ধরে উত্তেজনা বাড়ছিল। সপ্তাহখানেক ধরে যুবকের বাড়ির সামনে যুবতী দফায় দফায় ধরনা দিচ্ছিলেন। বুধবার রাতে পরিস্থিতি চরম আকার নেয়। যুবতীর পরিচিত স্থানীয় বাসিন্দারা দরজা ভেঙে রাত সাড়ে আটটার সময় যুবকের বাড়িতে ঢুকে পড়েন। যুবতীকে ঘরে রাখার দাবি জানান। পরিবারের সদস্যারা আপত্তি জানালে যুবকের মা, দিদি, বোন ও বউদিকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার জেরে ছয় মাসের এক শিশুও জখম হয়। খানাকুলে থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। যুবতীকে উদ্ধার করে আরামবাগ থানায় নিয়ে আস হয়। মারধর ও ভাঙচুরের ঘটনায় জড়িত ছ'জনকে রাতেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ওই যুবতী এদিন বলেন,বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস করেছিল শেখ শাহিদ। এখন বিয়ে করতে অস্বীকার করছে। আমার সঙ্গে যে অন্যায় হয়েছে তার প্রতিবাদে ধরনায় বসেছি। যুবকের বউদি বলেন, 'বাড়ির সামনে ওই যুবতী গত কয়েকদিন ধরে এসে ধরনায় বসছিলেন। দেওরের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলেছেন। ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না। এইভাবে ধরনায় না বসে আমরাই থানায় অভিযোগ করার কথা বলেছি। কিন্তু তা না করে বাড়িতে ঢোকার জন্য চাপ সৃষ্টি করছিল। গত বুধবার রাতে আমার দেওর, স্বামী, ভাসুর ও শ্বশুরমশাই বাড়িতে ছিলেন না। সেই সুযোগে স্থানীয় দুষ্কৃতীদের নিয়ে দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করে। বাধা দিতে গেলে শাশুড়ি, দুই ননদ ও আমাকে এলাকার দুষ্কৃতীরা মারধর করে। বড় ননদের ছয় মাসের শিশু কন্যা জখম হয়।' পোল -১ পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শেখ সাজিদ আলি বলেন, ধর্ণার ঘটনা ঘিরে বেশকিছুদিন ধরে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা যুবকের পরিবারের সদস্যদের আলোচনা করে সমস্যা মেটানোর কথা বলেছিলেন। কিন্তু সেই কথা শোনা হয়নি। ধরনা চলাকালীন স্থানীয় কয়েকজন মহিলা ওই যুবতীকে জল ও খাবার দিয়েছিলেন। সেইকারণে যুবকের পরিবারের সদস্যরা ওদের হুমকি দেয়। এরপরেই পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। পুলিশ প্রশাসন আগে সক্রিয় হলে এই ঘটনা ঘটতো না। খানাকুল থানার এক পুলিস অফিসার বলেন, 'আগে একবার ওই যুবতীকে বুঝিয়ে বাড়িতে পৌছে দেওয়া হয়েছিল। গত বুধবার যুবতীকে এলাকা থেকে থানায় নিয়ে আসা হয়। পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।' আরামবাগের এসডিপিও অভিষেক মণ্ডল বলেন, 'মারধর ও ভাঙচুরের ঘটনায় যুক্ত ছ'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

থিম আর সাবেকিয়ানায় রিষড়াতেও জমজমাট জগদ্ধাত্রী পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, রিষড়া: চন্দননগরের মতো থিম আর সাবেকিয়ানায় মিশে শিল্পশহর রিষড়াতেও জমজমাট জগদ্ধাত্রী পুজো। চন্দননগরের নবমী পুজোর দিন থেকে রিষড়ায় পুজো শুরু হয়। চলে চারদিন। ফলে চন্দননগরের বিসর্জনের পরেও রিষড়ায় পুজো রমরমিয়ে চলে। উৎসবের আনন্দে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তার জন্য প্রতিবারের মতো আগাম ব্যবস্থা নেয় পুলিশ প্রশাসন ও রিষড়া পুরসভা।

এবার রিষড়া রেল লাইনের পূর্ব ও পশ্চিম পাড় মিলিয়ে প্রায় ১১৭টি বারোয়ারি পুজো হচ্ছে। তার মধ্যে রিষড়া জগদ্ধাত্রী কেন্দ্রীয় পুজো কমিটির অধীনে ৯২টি পুজো আছে। মঙ্গলবার পুজো শুরু হতেই বিকেল তিনটে থেকে শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় নো-এন্ট্রি জারি করেছে পুলিশ। নিউ বর্ণালি চক্রের পুজো ৩৩ বছরে পড়ল। এ বারের ভাবনা সুকুমার রায় রচিত 'আবোল তাবোল'-এর শতবর্ষ পূর্তি। রিষড়া সারদামাতা ফরোয়ার্ড ক্লাবের পুজোর ভাবনা কাঠপুতুলের ঢঙে। যে পুতুল জীবন থেকে হারিয়ে যেতে চলেছে, সেই পুতুল দিয়েই মণ্ডপ তৈরি হয়েছে এখানে। তার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে রাজস্থানি ভাষা। রাজস্থানের পুতুল নাচও দেখানো হবে। রাজস্থানের কাঠের পুতুলের থেকে শুরু করে থাকবে বাংলার পুতুলও। আগামী প্রজন্ম যাতে যত্ন করে এই ঐতিহ্যবাহী পুতুলকে বাঁচিয়ে রাখে, সেই বার্তা দিতেই এই উদ্যোগ বলে জানান উদ্যোক্তারা।

শ্রীরামপুর লক্ষ্মী ও জগন্নাথ ঘাটের সংযোগস্থলে শতাধিক বছর ধরে জগদ্ধাত্রী পুজো হয়। এই পুজোতে সমাজসেবায় গুরুত্ব দেওয়া হয়। পুজোর সভাপতি তথা প্রাক্তন পুরপ্রধান অমিয় মুখোপাধ্যায় বলেন, 'প্রবীণদের হাতে শুরু পুজো এখন নতুন প্রজন্মের দায়িত্বে। আমরা পুরনোদের দেখানো পথেই চলেছি।' পুজোর সম্পাদক দেবাশিস ভট্টাচার্য জানান, নবমী পুজোতে বস্ত্রদান করার পর স্থানীয়দের মায়ের ভোগ প্রসাদ বিলি করা হয়। শেওড়াফুলি নোনাডাঙা অ্যাথেলেটিক ক্লাবের পুজো ২৯ বছরে পড়ল। সাবেকি প্রতিমার নজরকাড়া সাজে মানুষের ভিড় উপচে পড়ছে মণ্ডপে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তা অজয় প্রতাপ সিংহ।

বৃদ্ধাকে মারধর ও সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ মেয়েদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: অসহায় ৭০ বছরের বৃদ্ধা মাকে মারধর ও জোরপূর্বক সম্পত্তি ও টাকাপয়সা ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল নিজের মেয়েদের বিরুদ্ধে। বিচারের আশায় পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ দায়ের করলেন বৃদ্ধা। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের কেষ্টপুরে। বৃহস্পতিবার সম্পত্তি, টাকাপয়সা জোরপূর্বক হাতিয়ে নিয়ে মারধর করার অভিযোগ নিয়ে ৭০ বছরের ওই বৃদ্ধা পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ নিয়ে হাজির হন। বৃদ্ধা সাফিয়া খাতুনের দাবি, বুধবার রাত ৯টা নাগাদ তাঁর ৩ মেয়ে আলমারি খুলে তাঁর জিনিসপত্র বের করে নেয়। তাঁর তিন মেয়ে আলিয়া বেগম, ডালিয়া বেগম এবং রিজিয়া খাতুনকে তিনি ১৬ লক্ষ টাকা করে দিয়েছেন। তাঁকে দেখবে বলে সব হাতিয়ে দেখা তো দূর, তার সব কিছু হাতিয়ে নিচ্ছে। তিন মেয়ের শাস্তির দাবি নিয়ে তাই তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হন বলে দাবি। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

SBI এসবিআই পাঁচখুড়ি ব্রাঞ্চ (১৮৭৮৬)

পো: মেদিনীপুর, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর
পশ্চিমবঙ্গ-৭২১১৫০, ইমেল : sbi.18786@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা গণের নাম এবং ঠিকানা	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী বাপী বেরা** পিতা প্রয়াত লক্ষ্মী কান্ত বেরা গ্রাম - পালনপুর, কলাগ্রাম পো. কলাগ্রাম, থানা - কেশপুর, (মনসা মন্দির কাঁঠাল ভাঙা মোড়ের নিকট) পিন - ৭২১১৫০ জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গ	**তপশিল 'সি : অংশ - ১, অস্থাবর সম্পত্তির দায়বদ্ধতা,** অনুগ্রহ করে সমুদয় দায়বদ্ধ সম্পত্তির উল্লেখকরণ : যেমন চলতি সম্পদ -মজুত, লেনদেন মজুত, আদায়যোগ্য, পণ্য এবং স্পেয়ার এবং যাবতীয় চলতি অস্থাবর দায়বদ্ধ সম্পদ প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ইত্যাদি উল্লিখিত নথি মতে (তপশিল বি) অনুযায়ী মজুত এবং বুক ঋণ **অংশ-২ স্থাবর সম্পত্তির সমপরিমাণ বন্ধক,** অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ উল্লেখকরণ বন্ধকদত্ত নথি/দলিল অনুযায়ী। **(তপশিল বি)** **সম্পত্তির মালিক :-** শ্রী বাপী বেরা, পিতা প্রয়াত লক্ষ্মী কান্ত বেরা, গ্রাম- পালাংপুর কলাগ্রাম, পো-কলাগ্রাম, থানা- আনন্দপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত দোতলা বসবাসের ভবন বেসমেন্ট সহ মৌজা- কলাগ্রাম, জমির পরিমাণ ০৪ ডেসিমেল (বাস্তু) এবং (বিল্ড আপ এরিয়া অর্থাৎ বেসমেন্ট এরিয়া ১০৩০.৬৯ বর্গফুট এবং একতলা এবং ২য়তলা সমান সমান ৩২৬৬.৭৮ বর্গফুট) জেএল নং ২৭৯, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৫২৯, এলআর খতিয়ান নং ৬৭১, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ৮৭০, ১১ নং কালাগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো- কালাগ্রাম, থানা-কেশপুর, পিন-৭২১১৫০, দলিল নং ৮৩৬৬, তারিখ ২৬.১০.২০১৭, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১০০১-২০১৭, পৃষ্ঠা ১৪২২৮৪ থেকে ১৪২২৯৪, জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস -ডিএসআর-১, পশ্চিম মেদিনীপুর, অনুযায়ী সম্পত্তি শ্রী বাপী বেরা,পিতা প্রয়াত লক্ষ্মীকান্ত বেরা,গ্রাম পালাংপুর কালাগ্রাম, পো -কালাগ্রাম, থানা-অনন্দপুর, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ এর নামে। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১৫ ফুট চওড়া মোড়াম রোড, **দক্ষিণে :** প্রহ্লাদ বাধুক, **পূর্বে :** চন্দ্র পাতার, **পশ্চিমে:** তপন জানা সমন্বিত।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ০৬.১১.২০২৩ এনপিএ তারিখ ০৩.১১.২০২৩	১) ঋণ এ/সি নম্বর ৩৯১৬৫৪২৬৪৩২ (এইচবিএল) ১৯,৯২,৭২৯.০০ টাকা ২) ঋণ এ/সি নম্বর ৪০০৮৫৫০৫৬২৯ (এইচবিএল) ৯,৯৩,১৩৩.০০ টাকা ৩) ঋণ এ/সি নম্বর ৪০৬২০২১৪৭০৪ (এইচবিএল টপআপ) ৯০,৩৪০.০০ টাকা ৩) ঋণ এ/সি নম্বর ৪০৫৬০৫০৪০৪৬ (এসবিআই সুরক্ষা) ২৮,৭০৭.০০ টাকা ৫) লোন এ/সি নং ৩৯১৬৮৫০২৫৬৯ (এসবিআই সুরক্ষা) ৫৪,৪২৩.০০ টাকা মোট-৩১,৫৯,৩৩১.০০ টাকা (একত্রিশ লক্ষ উনষাট হাজার তিনশ একত্রিশ টাকা মাত্র) ৩০.০৯.২০২৩ অনুযায়ী আপনি আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদির সাথে উপরোক্ত পরিমাণের চুক্তির হারে ভবিষ্যতের সুদ দিতেও দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ২৪.১১.২০২৩
স্থান - পাঁচখুড়ি, মেদিনীপুর

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank — ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

সার্কেল Sastra সেন্টার, সার্কেল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০১, ই-মেল : cs8267@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি কার্যকরভাবে/স্বত্ব দখল/প্রতীকী দখল নিয়েছেন জামিন অধীনে ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার এবং তা 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্ক/জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া সমুদয় সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নোক্ত টেবিলে উল্লিখিত হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অধীন অনুযায়ী।

জামিন অধীনে সম্পদের সিডিউল

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নাম গ) ঋণগ্রহীতা (গণ)/ জামিনদাতা(গণ) এর নাম এবং ঠিকানা	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত/মালিকের নাম [সম্পত্তি(সমূহ) এর বন্ধকদাতা]	ক) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লাখ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ) গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ	ক) ই-নিলামের তারিখ এবং সময়
১.	ক) মূল শাখা : বি জি পাটুলি (১০০৩২০) খ) অনিন্দিতা হাজরা ৪১/৯এ, কেন্দুয়া মেন রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০৮৪ গ) সুমিত লাল মুখার্জি ৪১/৯এ, কেন্দুয়া মেন রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০৮৪ এ/সি নং : ১০০৩৩০০০১২৫৪৬ সম্পত্তির আইডি : PUNBANINDITAH	একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং জি-১ একতলায় দক্ষিণ পূর্ব কোনে, পরিমাণ ৮৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া , দুই বেড রুম, এক ডাইনিং তথা ড্রইং, এক কিচেন, এক টয়লেট, এক ডব্লু সি এবং এক বারান্দা এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত প্রেমিসেস নং ১২৪, নিউ রাইপুর, থানা - যাদবপুর, (বর্তমানে পাটুলি), কলকাতা - ৭০০০৮৪। উক্ত তিন তলা ভবন অবস্থিত জমি আনুমানিক ৩ কাঠা ২০ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা- বৈষ্ণবঘাটা, জেএল নং ২৮, তৌজি নং ২৫৬, সিএস এবং আরএস খতিয়ান নং ৫৮১, সিএস দাগ নং ৭৮২, আরএস দাগ নং ৭৮২/১৪৫৭ কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১০১ অধীন, ভবন যথাযথভাবে **চৌহদ্দি** : উত্তরে : প্রেমিসেস নং ১৫, নিউ রাইপুর রোড, দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ১৫বি, নিউ রাইপুর রোড, পূর্বে : ১৫ ফুট চওড়া নিউ রাইপুর রোড, পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ৭, নিউ রাইপুর রোড। **মালিকগণ : সুমিত লাল মুখার্জি এবং অনিন্দিতা হাজরা। সম্পত্তির অবস্থান : লঘিমা : ২২.৪৭৩৯৬, দ্রাঘিমা : ৮৮.৩৮০২২ (গুগল মানচিত্র)**	ক) ১৬.০৯.২০২২ খ) ১৭,৫৫,১৪৫.১২ টাকা ০১.০৯.২০২২ থেকে পরবর্তী সুদ সহ গ) ২২.০২.২০২৩ ঘ) স্বত্ব দখলীকৃত	ক) ২৬.৩৬ লাখ টাকা খ) ২.৬৪ লাখ টাকা (১০.১২.২০২৩) গ) ০.২৫ লাখ টাকা	১১.১২.২০২৩ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
২.	ক) মূল শাখা : বাঘাযতীন স্টেশন রোড (২১৮১২০) খ) মেসার্স রয়'স এম্পোরিয়াম স্বত্বা. শ্রীমতি টুম্পা রায় গ) শ্রীমতি টুম্পা রায় (স্বত্বা.) ৩৬/২, লোটাস পার্ক, পো. নাকতলা, থানা - যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০২৪ এ/সি নং - ২১৮১২৫০০০০০১৯ এবং ২১৮১৩০০০০০৯৪৯ সম্পত্তির আইডি : PUNBROYEMPORIUM	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা কিচেন, ২ টয়লেট, ১ ব্যালকনি (আই/সি ম্যাজ ফ্লোর) একতলায় (উত্তর দিকে) পরিমাণ ৬২০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৩ তলা ভবন এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ দানকৃত জমির পরিমাণ ০১ কাঠা ১১ ছটাক ২৩ বর্গফুট স্কিম নং ২, প্লট নং ১৯, অবস্থিত মৌজা - রাইপুর, জেএল নং ৩৩, খতিয়ান নং ৪৬০,দাগ নং ৫২৭, তৌজি নং ৫৬, আরএস নং ৩, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৯৯ অধীন, বরো ১০, প্রেমিসেস নং ২২৯/এ/১, রাইপুর রোড, (ডাক ঠিকানা : ৩৬/২, লোটাস পার্ক), থানা -যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৪৭, যথাযথভাবে **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক, দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ৩৬/৩, লোটাস পার্ক, পূর্বে : প্রেমিসেস নং ৩৬/২, পশ্চিমে : ৪ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক সমন্বিত। **সম্পত্তির মালিক : জয়ন্ত রায়।** **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান : লঘিমা : ২২.৪৮২১২, দ্রাঘিমা : ৮৮.৩৬৭৩১ (গুগল মানচিত্র)**	ক. ০১.০২.২০২২ খ. ১৫,২০,৮৫৮.০০ টাকা পরবর্তী সুদ সহ গ. ১০.০৬.২০২২ ঘ) স্বত্ব দখলীকৃত	ক) ১২.৮৮ লাখ টাকা খ) ১.২৯ লাখ টাকা (১০.১২.২০২৩) গ) ০.২৫ লাখ টাকা	১১.১২.২০২৩ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
৩.	ক) শাখা : সন্তোষপুর (০১৪৬২০) খ) মন্টু ভদ্র এবং কাকলি মল্লিক গ) শ্রীমতি কাকলি মল্লিক স্বামী প্রয়াত শ্রী মন্টু ভদ্র পিতা প্রিয়রঞ্জন ভদ্র আটঘরা সুকান্ত পার্ক, আর. এম. ঝুম মঠ, পো. ঢালুয়া সোনারপুর সোনারপুর, এসও সোনারপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ১৫০ এ/সি নং - ০১৪৬২৫০০০৮৮৩৯ এবং ০১৪৬৩০০০৩১৭১৮ সম্পত্তির আইডি : PUNBMANTUBHADRA	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট শ্রী মন্টু ভদ্র নামে পরিমাণ আনুমানিক ৮৩৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া তৃতীয় তল, উত্তর-পূর্ব-দক্ষিণ দিকে জি-৩ তলা ভবনে অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবার ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত প্রেমিসেস নং ২৬৬৯, নয়াবাদ, কলকাতা - ৭০০০৯৯, থানা- পূর্বতন কসবা, বর্তমানে পূর্ব যাদবপুর, জেএল নং ২৫, আরএস নং ৩, তৌজি নং ৫৬, আরএস খতিয়ান নং ৮২, আরএস দাগ নং ১৭১, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১০৯ অধীন, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দলিল নং ১-৩২৩৬/১৭, তারিখ ০৬.১১.২০১৭। উক্ত সম্পত্তির **চৌহদ্দি :** উত্তরে : দাগ নং ১৭০ অধীন সম্পত্তি, দক্ষিণে : দাগ নং ১৭১অধীন সম্পত্তি, পূর্বে : দাগ নং ১৭২ এবং ১৭৪অধীন সম্পত্তি, পশ্চিমে : ২০ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক সমন্বিত। **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান : লঘিমা : ২২.৪৮৬৬২০, দ্রাঘিমা : ৮৮.৪১৬২৬৯ (গুগল মানচিত্র)**	ক. ১৩.০১.২০২০ খ. ২২,৪৮,৯৩২.৭৮ টাকা পরবর্তী সুদ সহ গ. ২৯.১০.২০২০ ঘ) স্বত্ব দখলীকৃত	ক) ২০.৩৬ লাখ টাকা খ) ২.০৪ লাখ টাকা (১০.১২.২০২৩) গ) ০.২৫ লাখ টাকা	১১.১২.২০২৩ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
৪.	ক) মূল শাখা : এম এল গুপ্ত রোড (১৬৬২২০) খ) শ্রী অমিত আগরওয়াল এবং সরোজা আগরওয়াল ফ্ল্যাট নং জি, ২য় তল, ৪/২এ, মতিলাল গুপ্ত রোড, পো. বরিষা, থানা - হরিদেবপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০ ০০৮ পশ্চিমবঙ্গ **আরও :** ১০/এ কে কে রায়চৌধুরি রোড, কেএমসি, ঠাকুরপুকুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০ ০৬০ পশ্চিমবঙ্গ এ/সি নং - ১৬৬২৩০০০০২৭৫২ সম্পত্তির আইডি : PUNBU60503698001	একটি ফ্ল্যাট নং জি দ্বিতীয় তলে (দক্ষিণ পূর্ব মুখী) দোতলা (জি-১) ভবনে আবস্থিত প্রেমিসেস নং ৪/২এ,মোতিলাল গুপ্ত রোড,মৌজা-পূর্ব বড়িশা, জেএল নং ২৩, আরএস নং ৪৩, তৌজি নং ২৩০, আরএস খতিয়ান নং ১৭৯২, আরএস দাগ নং ৫০৪, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১২৩ অধীন, থানা-হরিদেবপুর, কলকাতা -৭০০০০৮, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তি যথধাযথভাবে চৌহদ্দি :** উত্তরে : খালি জমি এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, দক্ষিণে : অন্যান্যর সম্পত্তি, পূর্বে : ২ তলা ভবন এবং জমি, পশ্চিমে : সাধারণ চলার পথ এবং সরকার এবং অন্যান্যর সম্পত্তি সমন্বিত। **সম্পত্তির মালিক : শ্রী অমিত আগরওয়াল,** পিতা শ্রী উমেশ আগরওয়াল।	ক) ০৭.০২.২০২০ খ) ১৬,৪৪,৪৭৫.০০ টাকা ৩১.০১.২০২০ থেকে পরবর্তী সুদ সহ গ) ২৮.১০.২০২০ ঘ) প্রতীকী দখলীকৃত	ক) ১৫.১৫ লাখ টাকা খ) ১.৫২ লাখ টাকা (১০.১২.২০২৩) গ) ০.২৫ লাখ টাকা	১১.১২.২০২৩ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত

জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট দায়বদ্ধতার বিস্তারিত : ব্যাঙ্ক জ্ঞাত নয়

নিয়ম এবং শর্তাদি
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে এবং নিম্নোক্ত শর্তাধীনেও
১. সম্পত্তি বিক্রি করা হবে **'যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে' এবং 'যেখানে যা আছে ভিত্তিতে' এবং 'যেমন আছে ভিত্তিতে'।**
২. নিম্নোক্ত শিডিউলে বর্ণিত জামিনদত্ত সম্পত্তির বিবরণ সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী কিন্তু সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসার কোনও ত্রুটি, ভুল তথ্য অথবা তথ্য না দেওয়া ঘোষণা সম্পর্কে দায়ী হবেন না।
৩. **বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম যা ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jspon মাধ্যমে ১১.১২.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে।**
৪. সংশ্লিষ্ট বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://www.ibapi.in, https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp, https://eprocure.gov.in/epublish/app** এবং **www.pnbindia.in**।

তারিখ :২৩.১১.২০২৩
স্থান : কলকাতা

চিফ ম্যানেজার/অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

জোনাল অফিস : চুঁচুড়া
সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি-৭১২১০৩

পরিশিষ্ট -IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** এর **অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত এবং 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে ২৯.১২.২০২৩ তারিখে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট বকেয়া পরিমাণ নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ এবং তারিখ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা
১.	**ক) শ্রী সিদ্ধার্থ শী (ঋণগ্রহীতা এবং আইনি উত্তরাধিকারী-প্রয়াত দেবনারায়ণ শী),** পিতা প্রয়াত দেবনারায়ণ শী, ফ্ল্যাট নং ২০২, ৩য়তল, ঘোষ পাড়া লেন, পো- ভদ্রকালী, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলি, পব, ৭১২২৩২, **শ্রীমতি রিনা শী (আইনি উত্তরাধিকারী- প্রয়াত দেবনারায়ণ শী),** স্বামী প্রয়াত দেবনারায়ণ শী, ফ্ল্যাট নং ২০২, ৩য় তল, ঘোষ পাড়া লেন, পো- ভদ্রকালী, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলি, পব, ৭১২২৩২, **শ্রী রাহুল শী (আইনি উত্তরাধিকারী-প্রয়াত দেবনারায়ণ শী),** পিতা প্রয়াত দেবনারায়ণ শী, ফ্ল্যাট নং ২০২, ৩য়তল, ঘোষ পাড়া লেন, পো- ভদ্রকালী, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলি, পব, ৭১২২৩২, **খ) হিন্দমোটর শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট পরিমাণ ৫১৪ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) কমবেশি ঢাকা এরিয়া ৪১২ বর্গফুট কমবেশি ফ্ল্যাট নং ২০৩, তিন তলায়, উত্তর পশ্চিম দিকে জি-৩ তলা ভবনে হোল্ডিং নং ১১, ঘোষ পাড়া লেন মৌজা-ভদ্রকালী, জেএল নং ৯, সিএস দাগ নং ২৯০৩, খতিয়ান নং ৬১৪, আরএস দাগ নং ২৯০৩/৫৭০৩, ২৯০৩/৫৭০৫, ২৯০৩/৫৭০১, এলআর দাগ নং ৫৩৮১, ৫৩৫৩, ৫৩৭৫, এলআর খতিয়ান নং ২০৮৯, উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভা অধীন পো- ভদ্রকালী, থানা-উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলি,রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর উত্তরপাড়া, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১৪০৭-২০১৭ সালের, তারিখ ০১.০৬.২০১৭, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬২১-২০১৭, পৃষ্ঠা ৩৫২৩১ থেকে ৩৫২৫৯, অনুযায়ী **দেবনারায়ণ শী এবং সিদ্ধার্থ শী** এর নামে।	১৪,০৪,২৩৫.০০ টাকা **(চোদ্দ লাখ চার হাজার দুশো পঁয়ত্রিশ টাকা) টাকা** উপরোক্ত অ্যাকাউন্ট অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) **২৩.১১.২০২৩ অনুযায়ী** ২৪.১১.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ	ক) ১২,০০,০০০.০০ টাকা খ) ১,২০,০০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50384854838 ঙ) নেই
২.	**ক) মেসার্স মা ভবানী ড্রেসেস,** **স্বত্বাধিকারী : শ্রী পতিত পাবন ঘোষ,** পিতা প্রয়াত রবীন্দ্র নাথ ঘোষ, করুণা মার্কেট কমপ্লেক্স, লিঙ্ক রোড, আরামবাগ, হুগলি-৭১২৬০১ পব এবং **শ্রী পতিত পাবন ঘোষ** **স্বত্বাধিকারী মেসার্স মা ভবানী ড্রেসেস,** পিতা প্রয়াত রবীন্দ্র নাথ ঘোষ, সুপারা, উত্তরায়ণ পল্লি, ওয়ার্ড নং ৭, আরামবাগ, হুগলি, পব- ৭১২৬০১, **খ) আরামবাগ শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ০.০৪ একর কমবেশি অবস্থিত মৌজা- সুপারা, জেএল নং ৩২, খতিয়ান নং ৪২৪, এলআর দাগ নং ৫৩৭, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ২৪১৪-১৯৯৭ সালের তারিখ ০২.০৭.১৯৯৭ এবং দলিল নং ৯৬৪-২০০৯ সালের তারিখ ০৩.০৩.২০০৯, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৩, পৃষ্ঠা ৪৮৯১ থেকে ৪৯০১, আরামবাগ পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩ অধীন, পো এবং থানা- আরামবাগ, জেলা-হুগলি অনুযায়ী **শ্রী পতিত পাবন ঘোষের** নামে সমুদয়।	১৪,৫৬,০৯১.০০ টাকা **(চোদ্দ লাখ ছাপান্ন হাজার একানব্বই টাকা) টাকা** উপরোক্ত অ্যাকাউন্ট অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) **২৩.১১.২০২৩ অনুযায়ী** ২৪.১১.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ	ক) ১০,৫০,০০০.০০ টাকা খ) ১,০৫,০০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50018661255 ঙ) নেই
৩.	**ক) শ্রী রূপক ভট্টাচার্য,** পিতা শ্রী অনিল ভট্টাচার্য, চক্রবর্তীনগর, বড়বেহেরা (পাম্প হাউসের কাছে), পো. কানাইপুর, থানা - উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলি, পব ৭১২২৪৬ **এবং** **শ্রীমতি শুক্লা ভট্টাচার্য** স্বামী শ্রী রূপক ভট্টাচার্য চক্রবর্তীনগর, বড়বেহেরা (পাম্প হাউসের কাছে), পো. কানাইপুর, থানা - উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলি, পব ৭১২২৪৬ **খ) শ্রীরামপুর শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি পরিমাণ ১ কাঠা ০৮ ছটাক কমবেশি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা- বড়বাহেরা, জেএল নং ৫, আরএস দাগ নং ১৫৪৩, এলআর দাগ নং ১৪৩৪, আরএস খতিয়ান নং ৫৩৬, এলআর খতিয়ান নং ২৫০৬, (পুরানো), ৪৩৫০ (নতুন) কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা-উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলি রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর শ্রীরামপুর, উল্লেখ্য দলিল নং ১-০১০৮৫ -২০০৫ সালের, তারিখ ১৪.০২.২০০৫ , বুক নং ১, ভল্যুম নং ১, পৃষ্ঠা ২১৪৫০ থেকে ২১৪৬৮ , অনুযায়ী রূপক ভট্টাচার্যর নামে। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ১৫ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত সড়ক, দক্ষিণে : রতন ভট্টাচার্যর সম্পত্তি, পূর্বে : প্রদীপ ভট্টাচার্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : প্রয়াত সুশঙ্ক বিমল দাসের সম্পত্তি সমন্বিত।	১৬,১৭,৭১৬.০০ টাকা **(ষোলো লাখ সতের হাজার সাতশো ষোলো টাকা) টাকা** উপরোক্ত অ্যাকাউন্ট অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) **২৩.১১.২০২৩ অনুযায়ী** ২৪.১১.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ	ক) ২২,০০,০০০.০০ টাকা খ) ২,২০,০০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50485715640 ঙ) নেই
৪.	**ক) শ্রী শুভ্রাংশু বিশ্বাস,** পিতা প্রয়াত অমলাংশু বিশ্বাস, ৫৫/১ পোদ্দার বাগান, লাইব্রেরি রোড, চাঁপদানি, পো. এবং থানা - ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলি, ৭১২১২৪, পব (ঠিকানা), **শ্রীমতি সঙ্গীতা কর্মকার বিশ্বাস,** স্বামী শ্রী শুভ্রাংশু বিশ্বাস, ৫৫/১ পোদ্দার বাগান, লাইব্রেরি রোড, চাঁপদানি, পো. এবং থানা - ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলি, ৭১২১২৪, পব **খ) চুঁচুড়া পিপুলপাতি শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ১ কাঠা ০২ ছটাক কমবেশি অবস্থিত জেএল নং ১২, আরএস দাগ নং ২৯১৬, এলআর দাগ নং ৪১৫২, এলআর খতিয়ান নং ৬৫১১, মৌজা- ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ২৫০৩-২০০৯ সালের তারিখ ১৫.১০.২০০৯, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৭, পৃষ্ঠা ১৪৮১ থেকে ১৪৯৯, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর চন্দননগর অনুযায়ী শুভ্রাংশু বিশ্বাসের নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ৮ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : রাম চন্দ্রর সম্পত্তি, পূর্বে : রবীন দে এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : অমর কুমার দাস এবং অন্যান্যর সম্পত্তি সমন্বিত।	২২,৯২,০৩৪.০০ টাকা **(বাইশ লাখ বিরানব্বই হাজার চৌত্রিশ টাকা) টাকা** উপরোক্ত অ্যাকাউন্ট অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) **২৩.১১.২০২৩ অনুযায়ী** ২৪.১১.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ	ক) ২২,০০,০০০.০০ টাকা খ) ২,২০,০০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50438390921 ঙ) নেই

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২৯ ডিসেম্বর ২০২৩ (২৯.১২.২০২৩) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪** এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapifin@mstcecommerce.com**।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর **"১৮০০১০২৫০২৬"** এবং **"০১১-৪১১০৬১৩১"** যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/অংশীদার(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতাগণের-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ২৪.১১.২০২৩
স্থান : ব্যান্ডেল

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

মোদিকে 'অপয়া' কটাক্ষের কারণে নোটিস রাহুলকে

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর: বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের হারের জন্য স্টেডিয়ামে 'অপয়া মোদি'র উপস্থিতিকে দায়ী করেছিলেন তিনি। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকে এ বার সেই মন্তব্যের জন্য নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে 'শো-কজ' নোটিস পাঠাল নির্বাচন কমিশন।

'অপয়া' মন্তব্যের পাশাপাশি মোদির বিরুদ্ধে 'পকেটমার' এবং 'ঋণ মকুব' সংক্রান্ত মন্তব্যের অভিযোগের প্রেক্ষিতেও রাহুলের কাছে কৈফিয়ত তলব করেছে কমিশন। বিজেপির অভিযোগের ভিত্তিতেই কমিশনের তরফে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে বৃহস্পতিবার।

গত মঙ্গলবার রাজস্থানের জালোরে কংগ্রেসের সভায় রাহুল বলেছিলেন, 'পিএম শব্দের অর্থ হল পনৌতি (অপয়া) মোদি।' সেই সঙ্গে আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ ফাইনালে রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিদের হারের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, 'ভারতীয় দলের ক্রিকেটাররা ভাল ভাবে বিশ্বকাপ জিতে যেত, কিন্তু এক জন 'অপয়া' হারিয়ে দিল।' রাজস্থানে নির্বাচনী প্রচারে জাতগণনা এবং অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি) প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করেন রাহুল। ওয়েনাড়ের কংগ্রেস সাংসদ দাবি করেন, বিভিন্ন সময় ওবিসি গোষ্ঠীর কথা বলে মোদি আখের গুছিয়ে নিলেও আদতে তাঁদের জন্য কিছুই করেননি। তিনি বলেন, 'ওবিসি সংখ্যায় বেশি কিন্তু কেন্দ্র তাদের উন্নয়ন নিয়ে মাথা ঘামায় না।'

তার আগে রাহুল মধ্যপ্রদেশে ভোটের প্রচারে গিয়ে 'মোদির পকেটমারি' নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন বলে বিজেপির অভিযোগ। বুধবার বিজেপি নেতা রাধামোহন দাস আগরওয়াল, ওম পাঠক-সহ একটি প্রতিনিধি দল কমিশনের দপ্তরে গিয়ে রাহুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছিল। প্রসঙ্গত, মোদির বিরুদ্ধে 'ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা' অভিযোগ করার জন্য সপ্তাহখানেক আগে প্রিয়াঙ্কার কাছে কৈফিয়ত তলব করা হয়েছিল কমিশনের তরফে। মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের সভায় প্রিয়াঙ্কা দাবি করেছিলেন, মোদি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা 'ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড' (ভেল)-কে তাঁর বন্ধুদের হাতে তুলে দিয়েছেন। প্রিয়াঙ্কার ওই অভিযোগ 'মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন' বলে কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছিল বিজেপি।

মহুয়া-বিতর্কের মধ্যেই লোকসভার নয়া নির্দেশিকা

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর: সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বে সাংসদরা বিভিন্ন বিষয়ে সরকারকে প্রশ্ন করতে পারেন। এর জন্য, তাঁদের আগে থেকে সংসদীয় ওয়েবসাইটে প্রশ্নগুলি আপলোড করতে হয়। এই প্রশ্নগুলি সংসদে করা এবং সেগুলির উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত, এই প্রশ্নগুলির উত্তর 'অত্যন্ত গোপনীয়'। তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে ওঠা ঘুষের বিনিময়ে সংসদে প্রশ্ন করার অভিযোগ নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই, ১০ নভেম্বর এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে লোকসভা সচিবালয়। বৃহস্পতিবার বিকেলে সোশ্যাল মিডিয়ায় লোকসভা সচিবালয়ের সেই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করেছেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যদি বরাদ্দ সময়ে কোনও প্রশ্ন সংসদের অভ্যন্তরে জিজ্ঞাসা না করা হয় বা তার উত্তর না দেওয়া হয়, তাহলেও প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত, সেই প্রশ্নের উত্তরও প্রকাশ করা উচিত নয়।

তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে ব্যবসায়ী দর্শন হিরানন্দানির কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে সংসদে সরকার বিরোধী প্রশ্ন করার অভিযোগ উঠেছে। যার জেরে সংসদের আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে লোকসভা থেকে বহিষ্কার করা হতে পারে তাঁকে। মহুয়া মৈত্র সংসদের ওয়েবসাইটে তাঁর অ্যাকাউন্টের লগ-ইন সংক্রান্ত তথ্য হিরানন্দানিকে দেওয়ার কথা স্বীকারও করেছেন। তবে তিনি দাবি করেছিলেন, সংসদীয় ওয়েবসাইটের লগ-ইন সংক্রান্ত তথ্যগুলি ভাগ করে নেওয়ার বিষয়ে কোনও স্পষ্ট নিয়ম নেই। তিনি আরও দাবি করেছিলেন, সাংসদদের কাছে যখন তাঁদের প্রশ্নের উত্তরগুলি দেওয়া হয়, সেই সময় সকলেই সেই তথ্যগুলি জানতে পারে। তথ্যগুলি সর্বজনীন হয়ে যায়। লোকসভার সচিবালয়ের বিজ্ঞপ্তি কিন্তু তা বলছে না।

এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বের দুই ধরণের প্রশ্ন করতে পারেন সাংসদরা। কয়েকটি থাকে তারকাচিহ্নিত, সংসদে সেই প্রশ্নগুলির মৌখিক উত্তর দেওয়া হয়। আর কয়েকটি থাকে তারকা চিহ্ন ছাড়া। সেই প্রশ্নগুলির উত্তর সংশ্লিষ্ট সাংসদদের লিখিতভাবে দেওয়া হয়। সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বের দিন সকাল ৯টার মধ্যে সাংসদদের নিজ নিজ অ্যাকাউন্টে তারকাচিহ্নিত প্রশ্নগুলির উত্তর পোস্ট করা হয়। লোকসভার সচিবালয়ের মতে, যাতে সেই উত্তরের সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সাংসদ পাল্টা প্রশ্ন করতে পারেন, সেই কারণেই আগে থেকে উত্তরগুলি জানিয়ে দেওয়া হয়। তারকা চিহ্নহীন প্রশ্নগুলির উত্তরও প্রশ্নকারী সাংসদের অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা হয়। তবে, তা পোস্ট করা হয় প্রশ্নোত্তর পর্বের পরে।

ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত তামিলনাড়ুর আট জেলা

তিরুঅনন্তপুরম, ২৩ নভেম্বর: ভারী বর্ষণে জেরবার তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, কেরল। গত কয়েক দিন ধরেই বৃষ্টির কারণে বিপর্যস্ত ওই এলাকার জনজীবন। প্রবল বর্ষণের কারণে বৃহস্পতিবার তামিলনাড়ুর আট জেলায় সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছে। বাতিল করা হয়েছে কয়েকটি ট্রেনও। বিপর্যস্ত কেরলও।

মৌসম ভবন জানিয়েছে, তামিলনাড়ু এবং কেরলে ঘূর্ণাবর্তের জেরে বৃষ্টি চলছে। বৃহস্পতিবার আরও বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলি, কন্যাকুমারী, তেনকাশি, পুদুকোত্তাই, থেনি, তুথুকুড়ি, বিরুধনগর এবং নীলগিরি জেলায় বৃহস্পতিবার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

বৃষ্টির জেরে জলের তলায় রেললাইন। কুন্নুর এবং উদগমণ্ডলমের মধ্যে বৃহস্পতিবার ছ'টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। নীলগিরি পার্বত্য রেলওয়ের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বাতিল হওয়া সমস্ত ট্রেনের টিকিটের দাম যাত্রীদের ফেরত দেওয়া হবে।

অন্য দিকে, বর্ষণের কারণে বিভিন্ন এলাকায় রাস্তায় গাছ ভেঙে পড়ছে। কোথাও আবার ধস নেমেছে। এর ফলে যান চলাচল বিঘ্নিত হয়েছে। জলমগ্ন হয়ে পড়েছে চেন্নাইয়ের নিচু এলাকা। কেরলের পাঠানমথিত্তা জেলার বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত। ওই জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

প্রয়াত সুপ্রিম কোর্টের প্রথম মহিলা বিচারপতি

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর: সুপ্রিম কোর্টের প্রথম মহিলা বিচারপতি এম ফতিমা বিবি প্রয়াত হলেন। বৃহস্পতিবার সকালে কেরলের কোল্লাম শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে মারা যান তিনি। বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর।ছোট থেকেই মেধাবী ফতিমা ১৯৮৯ সালে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হন। দেশের শীর্ষ আদালতে সেই প্রথম কোনও মহিলার বিচারপতির আসনে বসা। ১৯৯২ সালের ২৯ এপ্রিল অবসরগ্রহণের আগে পর্যন্ত ওই পদে ছিলেন তিনি। ১৯৯৭ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল হিসাবেও দায়িত্বভার সামলান ফতিমা। কিন্তু প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির হত্যাকাণ্ডে যুক্ত চার জনের প্রাণভিক্ষার আর্জি খারিজ করে দিয়ে বিতর্কের মুখে পড়েন তিনি। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই রাজ্যপাল পদ থেকে ইস্তফা দেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্যও হয়েছিলেন ফতিমা।

৬০ বার কুপিয়ে খুনের পর দেহের উপর নাচ!

কিশোরের আচরণে হতবাক দিল্লি

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর: ফের হাড় হিম করা হত্যার সাক্ষী থাকল রাজধানী দিল্লি। যুবককে ধারাল ছুরিতে ৬০ বার কুপিয়ে খুন, ৩৫০ টাকা ডাকাতির অভিযোগ এক কিশোরের বিরুদ্ধে। সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে ভয়ংকর ওই হত্যাদৃশ্য। সেখানে দেখা গিয়েছে, যুবকের রক্তাক্ত দেহের উপর দাঁড়িয়ে ছুরি হাতে নাচছে অভিযুক্ত। ভিডিও দেখে শিউরে ওঠে নেটিজেন। হতবাক পুলিশও।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে উত্তর-পূর্ব দিল্লির একটি নির্জন রাস্তায় নৃশংস খুনের ঘটনাটি ঘটেছে। নিহত ও হত্যাকারী পূর্ব পরিচিত নয়। ডাকাতির উদ্দেশ্যেই আলো-আঁধারি গলিতে বছর আঠারোর যুবকের উপর আচমকা হামলা চালায় অভিযুক্ত। মোট ৬০ বার ধারাল ছুরি দিয়ে কোপানো হয় যুবককে। মৃত্যু নিশ্চিত করতে যুবকের গলায় একের পর এক কোপ দিতে থাকে কিশোর। এর পরেই দেখা যায় সেই ভয়ংকর দৃশ্য, রক্তাক্ত যুবকের মৃতদেহের উপর দাঁড়িয়ে নাচতে শুরু করে কিশোর।

ইতিমধ্যে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্ত কিশোরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জেরায় সে জানিয়েছে, ৩৫০ টাকা ডাকাতি করেছিল। মৃত যুবকের পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

কাপুরথালায় গুরুদ্বারে সংঘর্ষে মৃত ১ পুলিশকর্মী, আহত ৩

চণ্ডীগড়, ২৩ নভেম্বর: গুরুদ্বারে গোলাগুলি। পুলিশকর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষ নিহঙ্গ শিখদের। বৃহস্পতিবার সকালে পঞ্জাবের কাপুরথালায় একটি গুরুদ্বারে পুলিশের সঙ্গে নিহঙ্গ শিখদের সংঘর্ষ হয়। নিহঙ্গ শিখরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলিতে এক পুলিশকর্মীর মৃত্যু হয়েছে, আহত কমপক্ষে ৩ জন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পঞ্জাব পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, এ দিন সকালে কাপুরথালার গুরুদ্বারে সংঘর্ষ শুরু হয়। অভিযোগ, নিহাঙ্গ শিখরা ওই গুরুদ্বার দখল করার চেষ্টা করে। পুলিশ বাধা দিলে সংঘর্ষ শুরু হয়। আচমকাই কয়েকজন পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলি লেগে মৃত্যু হয়েছে এক পুলিশকর্মীর। আহত আরও তিন পুলিশ।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, গুরুদ্বার দখলের চেষ্টার অভিযোগে এখনও অবধি ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গুরুদ্বারের ভিতরে এখনও অভিযান চলছে।

রহস্যজনক নিউমোনিয়ায় বাড়ছে আতঙ্ক চিনে

বেজিং, ২৩ নভেম্বর: করোনা মহামারির ধাক্কা এখনও পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। এরই মধ্যে নয়া আতঙ্ক চিনে। বেজিং এবং লিয়াওনিংয়ের শয়ে শয়ে শিশু আক্রান্ত হচ্ছে অজানা এবং রহস্যজনক নিউমোনিয়ায়। যার জেরে কার্যত জরুরি অবস্থা হাসপাতালগুলিতে।

উপচে পড়ছে হাসপাতালের ভিড়

করোনার সময় যেমন চিন-সহ গোটা বিশ্বের চিকিৎসাব্যবস্থায় সংকটের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, চিনের কিছু কিছু এলাকার হাসপাতালে এই অজানা নিউমোনিয়ার জেরে সেই একই পরিস্থিতি। এই রোগে মূলত শিশুরা আক্রান্ত হলেও ছাড় পাচ্ছেন না বড়রা। ইতিমধ্যেই বেজিং এবং লিয়াওনিংয়ের বেশ কিছু স্কুল বন্ধ করে দিতে হয়েছে পড়ুয়া এবং শিক্ষকরা অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে। যদিও এই রোগের পিছনে কোন ভাইরাস দায়ী, তার চরিত্রই বা কী, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, এই রহস্যজনক নিউমোনিয়ার মূল উপসর্গ জ্বর ও শ্বাসকষ্ট। সর্দি বা কাশি এই নিউমোনিয়ার উপসর্গের মধ্যে পড়ছে না। স্থানীয় চিকিৎসকরা বলছেন, বেজিংয়ের বহু হাসপাতালের পরিস্থিতি করোনার শুরুর দিনগুলির মতো। বহু শিশু জ্বর নিয়ে ভর্তি হচ্ছে। যদিও এই রহস্যজনক নিউমোনিয়ায় এখনও কারও মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। তবে মোটের উপর পরিস্থিতি বেশ উদ্বেগজনক। রহস্যজনক এই নিউমোনিয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে খোদ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও। হু বলছে, গত তিন বছরের তুলনায় এ বছর চিনে ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো রোগ কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে।

সাময়ির বিরতি হলেও যুদ্ধ চলবে

হামাসের মাথাদের নিকেশ করার নির্দেশ নেতানিয়াহুর

জেরুজালেম, ২৩ নভেম্বর: গত দেড় মাস ধরে চলতে থাকা হামাস বনাম ইজরায়েল সংঘাতে চারদিনের জন্য ছেদ পড়তে চলেছে। যদিও নেতানিয়াহু পরিষ্কার করে দিয়েছেন, যুদ্ধে এই বিরতি নিতান্তই সাময়িক। এই লড়াই এখনও চলবে। সেই সঙ্গেই সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর ঘোষণা, 'আমি মোসাদকে নির্দেশ দিয়েছিলাম হামাসের মাথাদের নিকেশ করতে, যেখানেই তারা থাকুক না কেন।'

নেতানিয়াহুর এই ঘোষণার পরই গুঞ্জন শুরু হয়েছে। অনেকেরই স্মৃতিতে ফিরে এসেছে পাঁচ দশক আগের 'র‍্যাথ অফ গড'। উল্লেখ্য, ১৯৭৬-এর মিউনিখ অলিম্পিক হত্যাকাণ্ডের বদলা নিতে 'অপারেশন র‍্যাথ অফ গড' শুরু করেছিল ইজরায়েল। ইউরোপ-সহ বিশ্বজুড়ে প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি সংগঠন 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর'-এর নেতাদের হত্যা করে মোসাদ। সেই কায়দাতেই এবার বিশ্বজুড়ে হামাসের শীর্ষ নেতাদের খতম করতে ইজরায়েলি গুপ্তচর সংস্থাকে নির্দেশ দিয়েছেন নেতানিয়াহু। গোল্ডামেয়ারের পথে হাঁটতে চলেছেন ইজরায়েলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

এদিকে বুধবার ফোনে কথা হয়েছে নেতানিয়াহু ও বাইডেনের। সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী জানাচ্ছেন, 'আমি এটা পরিষ্কার করে দিতে চেয়েছি যে লড়াই কিন্তু চলবে। যতক্ষণ না আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছচ্ছি, তখন লড়াই চলবে।'

উল্লেখ্য, গত দেড় মাস ধরে চলছে হামাস বনাম ইজরায়েল যুদ্ধ। কিন্তু এবার চারদিনের জন্য ছেদ পড়তে চলেছে এই সংঘাতে। বুধবার সকালে ইজরায়েলের ক্যাবিনেটে ভোটাভুটির মাধ্যমে ঠিক হয় ৫০ জন পণবন্দিকে মুক্তি দেওয়ার হামাসের প্রস্তাব মেনে চার দিনের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হবে। পাশাপাশি ইজরায়েলও তাদের হাতে বন্দি ১৫০ প্যালেস্তিনীয়কে মুক্তি দেবে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

HARISARA GRAM PANCHAYAT
Vill+ P.O. Gorola, Dist- Birbhum
E.Tender
e-Tender is invited from experienced and reswceabal bidders for execation of the work.
Details information are available in **www.tenders.gov.in** website.
Sd/- Pradhan
Harisara Gram Panchayat

E-TENDER
Sealed E-Tender vide **NIT No. 02/Nalhati/2023-24(3rd Call)** and **NIT No. 12/Nalhati/2023-24 (3rd Call)** (Two number) is hereby invited from the bonafide, resourceful and experience, Contractor for construction of Masonery Dug Well **a) Tender Value :** Rs. 3,57,552/- each **b) Last date of application :** 06/12/2023 up to 18.30. For details visit **www.wbtenders.gov.in**
Officer-in-Charge
WBCADC Nalhati-I Project

Office of the DEBIPUR GRAM PANCHAYAT
Jalangi, Murshidabad
Notice Inviting e-Tender No.-05/15th CFC/DEBGP/2023-24, Memo No-283/En/ (2)/DGP, Date- 21-11-2023
Sl. No. Particular's, Date & Time-
1) Date of Publishing of NIT Documents (online)- **23/11/2023 from 10.00 am Hrs.**
2) documents Download /Sell Start Date (online)- **23/11/2023 from 10.00 am Hrs.**
3) Date of Start of Submission of Technical & Financial Bid- **23/11/2023 from 10.00am Hrs.**
4) Date of closing of submission of Technical Bid & last date of submission of EMD (only) **01/12/2023 upto 18.00 Hrs.**
5) Bid opening date & time for Technical bid (online) **05/12/2023 at 12.00 Hrs.**
* All time Fixed as per online sever time.
Sd/-, Prodhan
Debipur Gram Panchayat, Murshidabd

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide NIeT **No: - 06/2nd Call/GGP/2023-24,** With Vide Memo **No. 308/GGP/2023-24, Dated: - 18-11-2023,** The Last date for online submission of tender is **29/11/2023 upto 02.00 P.M. & NIeT No.- 07/GGP/ 15Th. FC/2023-24**, With Vide Memo No. **310/GGP/2023-24, Dated: - 23-11-2023**, The Last date for online submission of tender is **02/12/2023** upto **02.00 P.M.**
For details please visit website:- **htpp://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Ghoshpara Gram Panchaye

Office of the DEBIPUR GRAM PANCHAYAT
Jalangi, Murshidabad
Notice Inviting e-Tender No.-04/15th CFC/DEBGP/2023-24, Memo No-282/En/ (5)/DGP, Date-21-11-2023
Sl. No. Particular's, Date & Time-
1) Date of Publishing of NIT Documents (online)- **23/11/2023 from 10.00 am Hrs.**
2) documents Download /Sell Start Date (online)- **23/11/2023 from 10.00 am Hrs.**
3) Date of Start of Submission of Technical & Financial Bid- **23/11/2023 from 10.00am Hrs.**
4) Date of closing of submission of Technical Bid & last date of submission of EMD (only) **01/12/2023 upto 18.00 Hrs.**
5) Bid opening date & time for Technical bid (online) **05/12/2023 at 12.00 Hrs.**
* All time Fixed as per online sever time.
Sd/-, Prodhan
Debipur Gram Panchayat, Murshidabd

পূর্ব রেলওয়ে
বিজ্ঞা িপ তজিইম বিড নম্বর ঃ জিইম/ ২০২/জি/ ৪২২৭ তারিখ ঃ ১৮.২০২৩ চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার পূর্ব রেলওয়ে ও য়ার্কশপ কাঁচরাপাড়া, পিন- ৭৪৩১৪৫, উত্তর ২৪পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ জিইম বিড নং জিইম/ ২০২৩/ বি/ ৪২২৭৭৬- এর মাধ্যমে ওপেন ই- টেন্ডারের মাধ্যমে ...৬ মাস সময়ের জন্য লোকো কমপ্লেক্স থেকে ... স্টোর পর্যন্ত ... বাতিল বিক্রয়যোগ্য সামগ্রী ট্রাক / ডাম্পারে পরিবহণ ... ব্যবস্থার জন্য জিইম-এর মাধ্যমে টেন্ডার আহ্বান ... ৩০,০০০ টাকা। ... ০ টাকা। ... ৫,৬৬ টাকা। ... ও সময় ঃ ১৫.১২. ... বিকাল ৫ টা। টেন্ডার নথি ও সম্পূর্ণ বিবরণ ও য়েবসাইট www.gem.gov ... পাওয়া যাবে। (MISC-19...
... r.indianrai ... www.ireps.gov. ... পাওয়া যাবে ও
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @Easte... easternrai...

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/295/ 23-24/2nd Call Dated 22.11.2023	The Construction of Proposed U/G Pipe Line [Dia = 600mm(NP3)] (Length 103.50m) from Telecom Shop to Bypass Bylane inside Majumdar para of Ward No.-28 & 29 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 9,89,771.00

Bid Submission end date: **04.12.2023 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** Sd/- Chairman., Rajpur-Sonarpur Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
Notice Inviting E-Tender
N.I.E. ET. No. 275/PW/Eng/2023 dated 22.11.2023
Memo No. 1447/PW/Eng/2023 dated 22.11.2023
Please visit to website **www.wbtenders.gov.in**. For details, please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- Superintending Engineer
Asansol Municipal Corporation

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT EOI NOTICE
e-Tender are invited by the Chairman Nabadwip Municipality. **EOI Titel: REV/NM/EOI-8e/2023-24. ID: 2023_MAD_607544_1.** Last Date of receiving application 07/12/2023 Up to 6:00 P.M. N.B. Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**
Sd/- Chairman
Nabadwip Municipality

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT EOI NOTICE
e-Tender are invited by the Chairman Nabadwip Municipality. **EOI Titel: REV/NM/EOI-8e/2023-24. ID: 2023_MAD_607717_1.** Last Date of receiving application **08/12/2023 Up to 6:00 P.M. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**
Sd/- Chairman,
Nabadwip Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/365/23-24 Dated 22.11.2023	GARAGE CUM SWM STORE BUILDING(B+G+I) WITHIN RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.4,32,53,249.00
WBMAD/ULB/ RSM/366/23-24 Dated 22.11.2023	Construction of Concrete Road with Covered Drain at Rupnagar Slum Area from H/O Dr. S.K.Das to H/O Indrajit Ray and H/O Renupada Mondal to H/O Basudev Naskar via Badamtala 16 Road in Ward No.- 11 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.1,05,15,612.00

Bid Submission end date: **18.12.2023 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** Sd/- Chairman, Rajpur-Sonarpur Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
1st Call 1st Corrigendum
1st Call 1st Corrigendum
N.I.E. ET. No. 245/PW/Eng/23 Dt. 03.11.2023
N.I.E. ET. No. 250/PW/Eng/23 Dt. 03.11.2023
Memo No. 1439/PW/Eng/2023 dated 22.11.2023
Memo No. 1440/PW/Eng/2023 dated 22.11.2023
Bid submission period 30.11.2023 instead of 21.11.2023
Sd/- Superintending Engineer
Asansol Municipal Corporation

Gope Gantar-I Gram Panchayat
Gantar, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for vide **e-NIT No.: WB/BWN/GG-I/NIT-09/SL.-01/2023-24 & Memo No.: GG-I/439/1-16, Date: 21.11.2023. Tender ID: 2023_ZPHD_ 606760_1 & WB/BWN/GG-I/NIT-10/SL.-01/2023-24 & Memo No.: GG-I/440/1-16, Date: 21.11.2023. Tender ID: 2023_ZPHD_606787_1.** Bid Submission Start Date (Online): **23.11.2023 at 05:30 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **01.12.2023 up to 09:55 AM.** Bid Opening Date for Technical & Financial Proposals: **04.12.2023 at 12:30 PM.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-, Prodhan
Gope Gantar-I Gram Panchayat

Daluibazar-I Gram Panchayat
Rasulpur, Memari, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for vide **i) Memo No.: 507/DB-I/2023-24 & e-NIT No.: 05, Date: 21.11.2023. Tender ID: 2023_ZPHD_606773_1. ii) Memo No.: 508/DB-I/2023-24 & e-NIT No.: 06, Date: 21.11.2023. Tender ID: 1) 2023_ZPHD_606794_1, iii) Memo No.: 509/DB-I/2023-24 & e-NIT No.: 07, Date: 21.11.2023. ender ID: 2023_ZPHD_606808_1 to & iv) Memo No.: 509/DB-I/2023-24 & e-NIT No.: 08, Date: 21.11.2023. ender ID: 2023_ZPHD_607197_1 to 11.S** Bid Submission Start Date (Online): **22.11.2023 at 10:00 AM.** Bid Submission End Date (Online): **29.11.2023 at 11:00 AM.** Bid Opening Date (Technical): **01.12.2023 at 11:00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.
Sd/-
Prodhan
Daluibazar-I Gram Panchayat

DEBRA THANA SKS MAHAVIDYALAYA
Chakshyampur, Debra, Paschim Medinipur.
NOTICE INVITING TENDER
Tender No- dtsksm/NIT/52/23 dated:23-11-2023
Sealed Tenders are hereby invited from reputed suppliers/ companies/agencies with suitable credentials for supply of miscellaneous items. Details are given in website **www.debracollege.ac.in**.
All quotations must provide rate inclusive of taxes and to be submitted in letter head with bank and GST details.
- Last date and time for submission of Tenders: **02-12-2023 up to 2 pm**
- Date & Time of opening of Tenders **04-12-2023 at 2.00 p.m**

Sd/- (Dr. Rupa Dasgupta)Principal
Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya
Chakshyampur, Debra, Paschim Medinipur.

রোহিতকে নতুন ‘পদ’ দিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স!

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফাইনালে হারলেও গোটা বিশ্বকাপে দলকে সাবলীল ভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন রোহিত শর্মা। ওপেন করতে নেমে তাঁর আগ্রাসী ব্যাটিং বেশির ভাগ ম্যাচেই ভারতকে শক্ত ভিতের উপরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বোলারদের শাসন করার ব্যাপারে তাঁর থেকে কেউ এগিয়ে নেই। ৫০০-রও বেশি রান করেছেন প্রায় ১২৬ স্ট্রাইক রেটে। সেই রোহিতকে বিশ্বকাপের পর নিজস্ব ভঙ্গিতে শুভেচ্ছা জানাল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স।

সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে রোহিতকে ‘ভারতের সিইও’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। সিইও বা চিফ এগজ়িকিউটিভ অফিসার সাধারণত কোনও সংস্থার মুখ্য কর্তাকেই বলা হয়। মুম্বইয়ের পোস্ট দেখে এটা ধরে নেওয়া হয়েছে, রোহিতই এই ভারতীয় দলের প্রধান চালক। তাঁর অধীনেই দল এগোচ্ছে এবং আগামী দিনেও এগিয়ে যাবে। মুম্বইয়ের এই পোস্ট সমাজমাধ্যমে যথেষ্ট ভাইরাল হয়েছে। প্রসঙ্গত, মুম্বইকে পাঁচটি আইপিএল দিয়েছেন রোহিত। তবে ভারতের অধিনায়ক হিসাবে দেশকে এখনও কোনও আইসিসি ট্রফি জেতাতে পারেননি।

রোহিত বিশ্বকাপে ১১টি ম্যাচে ৫৯৭ রান করেছেন। গড় ৫৪.২৭। এক দিনের বিশ্বকাপে আর কোনও অধিনায়কেরই এত রানের রেকর্ড নেই। ফাইনালেও ৪৭ রান করেছেন তিনি। কিন্তু দলকে জেতাতে পারেননি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ়েও তাঁকে খেলানো হচ্ছে না। বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে।ফাইনালে হারের পর রোহিত বলেছিলেন, তআমরা জানি যে ভাল খেলতে পারিনি। কিন্তু প্রথম ম্যাচ থেকে যে ভাবে খেলেছি তার জন্যে গর্বিত। আজ দিনটা আমাদের ছিল না। আমরা যতটা পেরেছি চেষ্টা করেছি। কিন্তু যা চেয়েছিলাম তা হয়নি। ফাইনালে সবাই প্রথমে ব্যাট করার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। তা হলে কেন পরে ব্যাট করেও জিতে গেল অস্ট্রেলিয়া? রোহিত বলেছিলেন, তআমরা চেয়েছিলাম ওদের উইকেটগুলো যত দ্রুত সম্ভব তুলে ফেলতে। শুরুতে সেটা পেরেওছিলাম। কিন্তু পরের দিকে সেটা সম্ভব হয়নি। ট্রেভিস হেড এবং মার্নাস লাবুশেনকে অনেক শুভেচ্ছা। ওদের লম্বা জুটি আমাদের ম্যাচ থেকেই ছিটকে দিল।

বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের ৪ দিন পর মুখ খুললেন রাহুল, বেরোল শুধু দু’টি মাত্র শব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপ ফাইনাল হয়েছে চার দিন আগে। এখনও হারের হতাশা কাটিয়ে উঠতে পারেননি লোকেশ রাহুল। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু ভারত-অস্ট্রেলিয়ার দ্বিপাক্ষিক টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এ দিন দুপুরে সমাজমাধ্যমে রাহুলের পোস্ট মনে করিয়ে দিল সেই হতাশার কথা।

যে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে বিশ্বজয়ের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল ভারতীয় দলের, সেই অস্ট্রেলিয়াই আবার সামনে। এ বার অবশ্য ২০ ওভারের লড়াই। টি-টোয়েন্টি দলে নেই রাহুল। তবু ২২ গজে ভারত-অস্ট্রেলিয়া লড়াই মানেই ফিরে আসছে বিশ্বকাপ ফাইনালের কথা। রাহুলের পোস্টেও ফিরে এসেছে ১৯ নভেম্বর। তিনটি ছবি ক্রিকেটপ্রেমীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন রাহুল। প্রথমটি ফাইনাল ম্যাচ শুরুর আগে তোলা গোটা দলের ছবি। দ্বিতীয়টি ফাইনালের হারের পর মাঠের এক ধারে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের গোল করে দাঁড়িয়ে থাকার ছবি। আর তৃতীয়টিতে আছেন শুধু রাহুল। গ্লেন ম্যাক্সওয়েল শেষ রান নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় দলের হতাশ উইকেটরক্ষক-ব্যাটার মাঠে হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছিলেন। তৃতীয়টি সেই ছবি। সঙ্গে রাহুল লিখেছেন, ‘‘এখনও ব্যথা’’।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ়ে রাহুলকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। তিনি সম্ভবত আবার রোহিত, কোহলিদের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে দলে ফিরবেন। বিশ্বকাপে টানা ১০টি ম্যাচ দাপটের সঙ্গে জেতার পর ফাইনালে হেরে গিয়েছিল ভারতীয় দল। প্যাট কামিন্সদের কাছে ক্রিকেটের সব বিভাগেই ফাইনালে পিছিয়ে পড়েছিলেন রোহিতেরা। স্বভাবতই হতাশা কাটিয়ে উঠতে পারছেন না রাহুল।

টি-টোয়েন্টির প্রথম ম্যাচেই হার বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের

ফর্মে ফিরলেন সূর্য, টান টান লড়াই জেতালেন কলকাতার রিঙ্কু

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের পর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ়ের প্রথম ম্যাচেও বর্ণহীন ভারতীয় দলের বোলিং। প্রথমে ব্যাট করে জশ ইংলিসের আগ্রাসী শতরানের সুবাদে অস্ট্রেলিয়া করে ৩ উইকেটে ২০৮ রান। যদিও তাঁর শতরান কাজে এল না ভারতীয় ব্যাটারদের পাল্টা দাপটে। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব-সহ ভারতীয় ব্যাটারেরা টান টান লড়াইয়ে দলকে জয় এনে দিলেন ২ উইকেটে । পাঁচ ম্যাচের সিরিজ়ে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল ভারত। যদিও ম্যাচের শেষ ওভারে ভারতীয়দের দায়িত্বজ্ঞানহীন ক্রিকেট উদ্বেগে রাখবে কোচ ভিভিএস লক্ষ্মণকে।

জয়ের জন্য ২০৯ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের উইকেট হারায় ভারত। কোনও বল খেলার আগেই রান হন তিনি। তৃতীয় ভারতীয় হিসাবে ‘ডায়মন্ড ডাক’ করলেন রুতুরাজ। এর আগে এমন লজ্জার নজির রয়েছে অমিত মিশ্র এবং যশপ্রীত বুমরার। অন্য ওপেনার যশস্বী জয়সওয়ালও বড় রান পেলেন না। ৮ বলে ২টি চার এবং ২টি ছয়ের সাহায্যে ২১ রান করে আউট হলেন ম্যাথু শর্টের বলে। ২২ রানে ২ উইকেট হারানোর পর ভারতের ইনিংসের হাল ধরেন ঈশান কিশন এবং সূর্যকুমার যাদব। বিশ্বকাপে রান না পাওয়া সূর্যকুমারকে আবার চেনা মেজাজে দেখা গেল ২০ ওভারের ক্রিকেটে। দু’জনের মধ্যে তিনিই বেশি আগ্রাসী ছিলেন। তাঁদের তৃতীয় উইকেটের জুটিতে উঠল ১১২ রান। ইশান খেললেন ৩৯ বলে ৫৮ রানের ইনিংস। ২টি চার এবং ৫টি ছক্কা মারলেন তিনি। রান পেলেন না তিলক বর্মা (১০ বলে ১২)। ছয় নম্বরে নেমে আগ্রাসী ব্যাটিং করলেন রিঙ্কু সিংহ। উইকেটের অন্য প্রান্তে অবিচল ছিলেন সূর্যকুমারও। তিনি করলেন ৪২ বলে ৮০ রান। অধিনায়কের ব্যাট থেকে এল ৯টি চার এবং ৪টি ছয়। ব্যর্থ অক্ষর পটেলও (২)। শেষ বেলায় সহজ পরিস্থিতিতে উইকেট ছুড়ে দিলেন তিনি। পর পর আউট হলেন রবি বিষ্ণোই, আরশদীপ সিংহেরা। সহজ পরিস্থিতি কঠিন করে জিতল ভারত। শেষ বলে জয় এনে দিলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের রিঙ্কু। তিনি শেষ পর্যন্ত করলেন ২৩ রান।

কলকাতার মেন্টর হওয়ার পরের দিন প্রথম বলেই আউট গম্ভীর!

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবিরে আবার ফিরে এসেছেন গৌতম গম্ভীর। তার পরের দিনই শূন্য রানে আউট হলেন তিনি। লিজেন্ডস লিগ ক্রিকেটে ভারতের প্রাক্তন ওপেনার আউট হলেন প্রথম বলেই।

গত কয়েক বছর ধরে আইপিএলে কেকেআরের তেমন সাফল্য নেই। ক্রিকেটার থেকে কোচ; নানা রদবদল করেও সাফল্যের দেখা মেলেনি। তাই মরিয়া কেকেআর কর্তৃপক্ষ মেন্টর হিসাবে ফিরিয়ে এনেছেন গম্ভীরকে। লখনউ সুপার জায়ান্টসের দায়িত্ব ছেড়ে কলকাতার দায়িত্ব নিয়েছেন কেকেআরের প্রাক্তন অধিনায়ক। কেকেআরের দু’টি আইপিএল ট্রফিই গম্ভীরের নেতৃত্বে।

বুধবারই নাইট শিবিরে গম্ভীরের ফিরে আসার কথা জানানো হয়েছে সরকারি ভাবে। আর বৃহস্পতিবারই রান পেলেন না তিনি। ইন্ডিয়ান্স ক্যাপিটালসের হয়ে ওপেন করতে নেমে গম্ভীর প্রথম বলেই এলবিডব্লিউ আউট হয়েছেন। তাঁর উইকেট নিয়েছেন আরবানাইজার্স হায়দরাবাদের ক্রিস এমপোফু। ইনিংস শুরু করতে নেমে প্রথম বলেই আউট হয়ে দলকে চাপে ফেলে দিয়েছেন ভারতের প্রাক্তন ওপেনিং ব্যাটার।

২০১১ সালে ভারতের শেষ বিশ্বকাপ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল গম্ভীরের। গত বছর আইপিএলে বিরাট কোহলির সঙ্গে ঝগড়ার জন্য খবরের শিরোনামে উঠে এসেছিলেন গম্ভীর। ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর রাজনীতিতে যোগ দিয়ে বিজেপির সাংসদ হয়েছেন। গত বিশ্বকাপে ধারাভাষ্যকারের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে গম্ভীরকে।

ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়েই ৬ উইকেট

নির্বাচকদের জবাব স্পিনারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এশিয়া কাপ, বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে জায়গা হয়নি। অজিত আগরকরের নির্বাচক কমিটি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ়ের দলেও রাখেনি যুজবেন্দ্র চহালকে। ভারতীয় দলে জায়গা না পেয়ে সমাজমাধ্যমে শুধু হাসির ইমোজি দিয়েছিলেন চহাল। তিনি জবাব দিলেন মাঠে নেমে।

ভারতীয় দলে আবার উপেক্ষার জবাব দেওয়ার জন্য চহাল বেছে নিয়েছেন বিজয় হজারে ট্রফিকে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরুর দিনেই আরও এক বার বল হাতে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করলেন তিনি। উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ২৬ রানে ৬ উইকেট নিলেন হরিয়ানার লেগ স্পিনার। ১০ ওভারের মধ্যে ২টি ওভার মেডেনও পেয়েছেন তিনি। ৩৩ বছরের অলরাউন্ডারের দাপটে ২০৭ রানেই শেষ হয়ে যায় উত্তরাখণ্ডের ইনিংস। ৫০ ওভারের ম্যাচে পারফর্ম করেই চহাল প্রমাণ করে দিয়েছেন কেমন ফর্মে রয়েছেন।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ়ে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন সূর্যকুমার যাদব। বেশ কয়েক জন তরুণ ক্রিকেটারকে সুযোগ দিয়েছেন আগরকরেরা। তবু দলে জায়গা হয়নি দেশের হয়ে ৭২টি এক দিনের এবং ৮০টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলা লেগ স্পিনারের। গত অগস্টের মাসের পর চহাল আর জাতীয় দলের হয়ে মাঠে নামেননি। বিশ্বকাপে ভারতের একাধিক ম্যাচে তাঁকে দেখা গিয়েছি গ্যালারিতে।

গোটা ফুটবল দলকেই ‘অপহরণ’!

এক দেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আর এক দেশের সরকারের, আবার জোর ঝামেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুধু ব্রাজিল-আর্জেন্টিনাই নয়, লাতিন আমেরিকার ফুটবলে গন্ডগোলে জড়াল আরও দুই দেশ। পেরুর বিরুদ্ধে তাদের জাতীয় দলকে ‘অপহরণ’ করার অভিযোগ তুলল ভেনেজুয়েলা। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনের পর্বের ম্যাচে দু’দেশের খেলা ১-১ ড্র হওয়ার পরেই এই ঘটনা ঘটেছে। ম্যাচেও প্রচুর ঝামেলা হয়েছে।

ভেনেজুয়েলার অভিযোগ, ম্যাচের পর ফুটবলারদের নিয়ে বিমানে দেশে ফেরার সময় ঝামেলা বাঁধে। পেরু সরকার কিছুতেই ভেনেজুয়েলার বিমানে তেল ভরতে রাজি হয়নি। ফলে বিমান দাঁড়িয়ে থাকে পেরুর বিমানবন্দরেই। সমাজমাধ্যমে ভেনেজুয়েলার বিদেশমন্ত্রী ইভান গিল লিখেছেন, ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে আবার স্বেচ্ছাচারী কাজকর্ম শুরু করেছে পেরু। ফুটবলারদের দেশে ফেরার বিমানে তেল ভরতে দেওয়া হচ্ছে না। আমাদের দল মাঠে ভাল খেলেছে বলে তার প্রতিশোধ অন্য ভাবে নেওয়া হচ্ছে। এটা এক ধরনের অপহরণ।

পেরুর সরকার জানিয়েছে, ভেনেজুয়েলা বাণিজ্যিক বিমান নিয়ে এসেছে। তাদের নিজস্ব কিছু বিধিনিষেধ রয়েছে। এর উপর পেরু সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। সমস্যা সমাধানের দ্রুত চেষ্টা করা হচ্ছে।

শুধু এটাই নয়, ভেনেজুয়েলার অভিযোগ, তাদের ফুটবলারেরা ম্যাচের পর যখন নিজের দেশের সমর্থকদের সঙ্গে হাত মেলাতে গিয়েছিলেন তখন তাঁদের উদ্দেশে লাঠি চালিয়েছে পেরুর পুলিশ। ভেনেজুয়েলার ফুটবলার নাহুয়েল ফেরারেসির ডান হাতে ব্যান্ডেজের ছবি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। তিনি বলেছেন, তএ ধরনের ঘটনা ঘটা মোটেই উচিত নয়। ম্যাচের পর সমর্থকদের অভিবাদন জানাতে গিয়ে এমন ঘটনার মুখোমুখি হতে হবে এটা ভাবিনি।

ম্যাচের পর আরও কিছু ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। সেখানে পেরুর পুলিশকে দেখা গিয়েছে লাঠি নিয়ে ভেনেজুয়েলার ফুটবলারদের তাড়া করতে। দু’দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও জটিল হয়েছে মাঠের এই ঘটনার পর। সম্প্রতি পেরুর সরকার একটি আইন করেছে যেখানে সমস্ত বেআইনি অভিবাসীকে সে দেশ থেকে তাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। দেশের আর্থিক মন্দার জেরে পেরুতে থাকেন ১৫ লক্ষ ভেনেজুয়েলাবাসী। তাঁরা অস্তিত্ব সঙ্কটে পড়েছেন।

দ্রাবিড় থাকতে রাজি নন, ভারতীয় দলের দায়িত্ব নিতে পারেন তাঁরই প্রাক্তন সতীর্থ

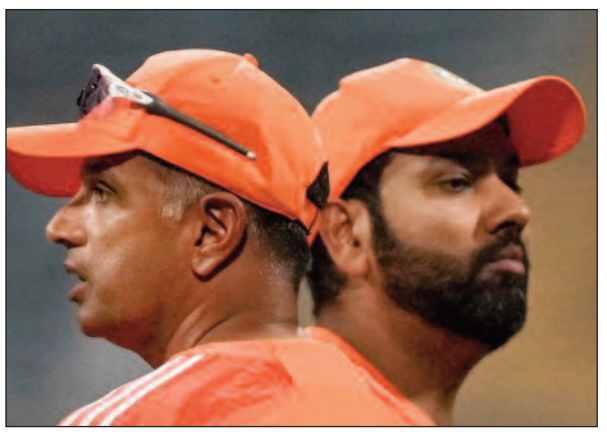

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে গিয়েছে ভারত। কোচ হিসাবে সম্ভবত সেটাই শেষ ম্যাচ হয়ে থাকল রাহুল দ্রাবিড়ের। বিশ্বকাপের পরেই তাঁর সঙ্গে বোর্ডের চুক্তি শেষ হয়ে গিয়েছে। দ্রাবিড় সেই চুক্তি আর বাড়াতে আগ্রহী নন বলেই জানা গিয়েছে। ভারতের কোচের পদে দেখা যেতে পারে ভিভিএস লক্ষ্মণকে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ়ে তিনিই ভারপ্রাপ্ত কোচ।

শোনা গিয়েছে, কোচ থাকতে না চাওয়ার বিষয়টি বোর্ডের কর্তাদের জানিয়ে দিয়েছেন দ্রাবিড়। তার পরেই কোচের পদে আগ্রহ দেখিয়েছেন লক্ষ্মণ। এখন তিনি জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির (এনসিএ) প্রধান। পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতের ভারপ্রাপ্ত কোচ। এর আগে আয়ারল্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজ এবং নিউ জুল্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজ়েও অন্তর্বর্তিকালীন কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।

বোর্ডের এক সূত্র একটি ওয়েবসাইটে বলেছেন, তলক্ষ্মণ কোচের পদে আগ্রহ দেখিয়েছেন। বিশ্বকাপের সময় আমদাবাদে গিয়ে বোর্ডের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে কথাও বলেছেন। কোচ হিসাবে ওঁর দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির সম্ভাবনা। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরেও উনিই কোচ হিসাবে থাকতে চলেছেন। পূর্ণ সময়ের কোচ হিসাবে সেটাই হবে ওঁর প্রথম সফর।দ দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু ১০ ডিসেম্বর। ভারতীয় দলের রওনা দেওয়ার কথা ৪ ডিসেম্বর।

দ্রাবিড় সম্পর্কে বোর্ডের ওই সূত্র বলেছেন, তদ্রাবিড় বোর্ডকে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি পূর্ণ সময়ের কোচ থাকতে চান না। ক্রিকেট খেলার সময় একটানা ২০ বছর দলের সঙ্গে যাতায়াত করেছেন। গত দু’বছর ধরে কোচ হিসাবেও তাই। এই চাপের মধ্যে দিয়ে আর যেতে চান না। এনসিএ প্রধান হিসাবে আবার কাজ করতে আগ্রহী। তাতে নিজের শহর বেঙ্গালুরুতেই থাকতে পারবেন। মাঝেমাঝে দলকে কোচিং করাতে পারেন। কিন্তু আর পূর্ণ সময়ের কোচ থাকতে রাজি নন।

এ-ও শোনা গিয়েছে, দ্রাবিড় আইপিএলের কোনও দলের সঙ্গেও যুক্ত হতে পারেন। দু-একটি দলের সঙ্গে নাকি কথাবার্তা চলছে। সে ক্ষেত্রে আর বোর্ডের কোনও পদে থাকতে পারবেন না। দ্রাবিড়ের সঙ্গে যাঁরা কোচিং স্টাফের সদস্য ছিলেন তাঁরা থেকে যেতে পারেন। তবে লক্ষ্মণ নিজের মতো কোচিং স্টাফ বেছে নিতে চাইলে তাঁদের সরতে হবে। দ্রাবিড় ২০২১-এর নভেম্বরে দু’বছরের চুক্তিতে সই করেন। তাঁর সময়কালে ভারত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল, এক দিনের বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে। অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কা, নিউ জুল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সিরিজ জিতেছে। বিদেশে হারিয়ে এসেছে বাংলাদেশ, ওয়েস্ট ইন্ডিজকে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**